তুলসীদাস

(ভক্তিমূলক নাটক)

শ্রীভূপতিচরণ স্মৃতিতীর্থ প্রণীত।

সুপ্রসিদ্ধ

"ত্রৈলোক্যতারিণী" নামীয় যাত্রাসম্প্রদায় কর্ত্তৃক

সুখ্যাতির সহিত অভিনীত।

ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—

১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

শ্রীকানাইলাল শীল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১৩৩৬ সাল।

ভূমিকা।

হিন্দি রামায়ণ প্রণেতা ভক্তকবি তুলসীদাসের জীবনচরিত অবলম্বন করিয়া "তুলসীদাস নাটক রচিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে যেমন "কৃত্তিবাস রামায়ণ" প্রতি ঘরে ঘরে পঠিত ও আদৃত হইয়া থাকে, উত্তর ভারতে তেমনি তুলসীদাস কৃত রামায়ণ পরম শ্রদ্ধার সহিত ভক্তিভাবে পঠিত ও পূজিত হইয়া থাকে। তুলসীদাসের গভীর নীতিপূর্ণ উপদেশগুলিই "তুলসীর দোঁহা" বলিয়া জনসমাজে আজও উচ্চারিত হইয়া থাকে। একটা কিম্বদন্তী আছে যে, তুলসীদাস প্রথম জীবনে অত্যধিক স্ত্রৈণ ছিলেন, স্ত্রীর তিরস্কারে তাঁর বৈরাগ্যের উদয় হয় ইত্যাদি। ইহা যে অমূলক বা অসম্ভব, তাহা মনে হয় না। অপরিসীম অনুরাগই ঈশ্বরপ্রাপ্তির পূর্ব্ব লক্ষণ; এই অনুরাগ বহু জন্মের তপস্যার ফলে জীবহৃদয়ে সঞ্চিত হইয়া সংস্কাররূপে দেখা দেয়। যে কোন বিষয়ে ঐ অসাধারণ অনুরাগ মূর্ত্তরূপে ফুটিয়া উঠুক না কেন, তাহাতে জীবের কোন বাস্তব ক্ষতি হয় না, জীবের ঐ অসাধারণত্বটুকুই তার জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত তপস্যার ফল; ঐ ফলপ্রভাবেই যথাসময়ে ঐ অসাধারণ অপরিসীম অনুরাগ স্ত্রী-পুত্র বিষয়-বৈভবরূপ সসীম বস্তুতে আর আবদ্ধ না থাকিয়া পরম কারুণিক অসীম ঈশ্বরে আকৃষ্ট হয়। তুলসীদাসের জীবনে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল। তাঁহার সংসারত্যাগের স্থূল কারণ তাঁর ধর্ম্মপত্নী রত্নবতীতে বর্ত্তমান থাকিলেও সূক্ষ্ম কারণটুকু তুলসীদাস বহুদিন হইতেই সঞ্চিত করিয়া নিজের নিকটেই রাখিয়াছিলেন। তাই স্ত্রীর একটী কথার একটী স্পন্দনে তাঁহার প্রবহমান প্রেমের নদীরগতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল—মুহূর্ত্তে সে প্রবল স্রোত সারা বিশ্ব প্লাবিত করিয়া অচিরে লক্ষ্য সমুদ্রে সমাহিত হইল।

তুলসীদাস নাটকখানির অঙ্গসৌষ্ঠব করিতে এবং পারিপার্শ্বিক চরিত্রগুলি ফুটাইয়া তুলিতে এবং সকল রসের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে অসম্ভব কল্পনা পরিহার করিয়া বস্তুমূলক কল্পনার পথেই হাঁটিয়াছি। এক্ষণে সাধারণে সাদরে গ্রহণ করিলে, আমি নিজে বৃন্দাবন অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়া নাটকখানির অঙ্গ পরিপুষ্ট করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম, তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইবে। ইতি—

গুপ্তিপাড়া, হুগলী।
২রা অগ্রহায়ণ, সন ১৩৩৬ সাল।

বিনীত—
গ্রন্থকার

কুশীলবগণ।

পুরুষ।

মনুয়া	...	...	ছদ্মবেশী শ্রীরামচন্দ্র।
তুলসীদাস	...	...	জনৈক রামভক্ত।
মোহনচাঁদ	...	...	ঐ বন্ধু।
ঈশ্বর সিংহ	...	...	ইন্দ্রগড়ের জায়গীরদার।
কিষণলাল	...	...	জনৈক রাজপুত বীর।
আকবর সাহ	...	...	দিল্লীর সম্রাট।
বৈরাম খাঁ	...	...	ঐ উজীর।
সত্যানন্দ	...	...	চণ্ডেশ্বরের মঠাধ্যক্ষ।
প্রেমানন্দ	...	...	ঐ অন্তরঙ্গ অনুচর।
ভগীরথ সিং	...	...	দস্যুসর্দ্দার।
সূর্য্যসিং ও মধুসিং	...	...	ঐ সহকারী দ্বয়।
গঙ্গারাম	...	...	জনৈক ব্রাহ্মণকুমার।
রামদাস বাবাজী	...	...	ছদ্মবেশী হনুমান।
অভিরাম স্বামী	...	...	শাপভ্রষ্ট শ্রীদাম।

ব্যাধ, দৌবারিক, নগররক্ষক, গুপ্তচর, ওমরাহগণ, তাপসগণ, ব্রাহ্মণগণ, তাপসকুমারগণ, বৈষ্ণবগণ, ব্রজবাসীগণ, চারণগণ, প্রজাগণ, লাঠিয়ালগণ, মাতালগণ, ভিক্ষুকগণ, বাহকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

হুলসীদেবী	...	...	তুলসীদাসের মাতা।
রত্নবতী	...	...	ঐ স্ত্রী।
আশালতা	...	...	ঈশ্বর সিংহের কন্যা।
ইন্দুমতী	...	...	সত্যানন্দের রক্ষিতা।
মোহিনী	...	...	জনৈকা গণিকা।

ব্যাধপত্নী, সখীগণ, নর্ত্তকীগণ, কাঠুরিয়া-রমণীগণ, মেঘবালাগণ, ব্রজবাসিনীগণ, সান্ধ্য-সমীরণবালাগণ ইত্যাদি।

তুলসীদাস।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

যমুনাতীর।

গীতকণ্ঠে ব্যাধ ও ব্যাধপত্নীর প্রবেশ।

গীত।

ব্যাধ।— হোঃ হোঃ, সারা দিন ঘুরিয়ে বেশী কিছু ফয়দা হ'লো না।

ব্যাধপত্নী।— হাম্ কিয়া করবে, তুহার নাইকো নিশানা॥

ব্যাধ।— হাম্ ঠিক্ ঠিক চালাইযে দেছে, বল্ তব্ পাখী কেন মরলো না?

ব্যাধপত্নী।— তুহার বাণে নাইকো ধার, তাতে আছিস্ দিনকাণা।

ব্যাধ।— ঝুটা বাত, এই দেখ, একঠো মেরিয়েছে, কেটিয়েছে কত ডানা॥

ব্যাধপত্নী।— ওতে তুহার পেট ভরিয়ে যাবে, হাম খাবে ঘোড়ার দানা।

ব্যাধ।— নেহি—নেহি, তুত মিঠা মাস খাবে হাম্ খাবে শুকো ডানা॥

দূরে তুলসীদাসের প্রবেশ।

তুলসীদাস। অহো! কি বীভৎস দৃশ্য! নিরীহ পক্ষীগণের জীবন সংহার ক'রে পরম উল্লাসে ব্যাধ-দম্পতী গৃহে ফিরছে। শত শত নিরপরাধ জীবজন্তুর প্রাণবিনাশ ক'রে প্রতিদিন এক একটা মহাপাতকের সৃষ্টি কর্‌ছে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এরা তা একবারও ভাবে না! অহো, কি নির্ম্মম এদের অন্তঃকরণ! কত শাবকহীনা বিহঙ্গ-বিহঙ্গী শূন্য কুলায়ে ব'সে রোদন কর্‌ছে, আবার কত অসহায় ক্ষুধিত

শাবক চঞ্চুপুট ব্যাদান ক'রে পিতামাতার আগমন প্রতীক্ষায় অস্থির হ'য়ে উঠেছে, আর এরা কি করছে,—সেই সব মাংসভার স্কন্ধে নিয়ে মহোল্লাসে নাচতে নাচতে ঘরে ফিরছে। না, এ আমি কিছুতেই হ'তে দোবো না,—যেমন ক'রে পারি, ব্যাধ-দম্পতীকে অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষিত কর্‌বো। [অগ্রসর]

ব্যাধ। আরে ঠাকুর, তু হামাদের পথ আটক করিয়ে কেন দাঁড়ালি রে? সরিয়ে যা, সাজেব আঁধার ঘনিয়ে আসছে, বেজায় ভুক্ লেগিয়েছে, হামারা ঘর চলিয়ে যাবে।

তুলসীদাস। ব্যাধ! ঐ দেখ, সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে অস্ত যাচ্ছেন, এই পুণ্য পবিত্র যমুনাতীর, আর আমি ব্রাহ্মণ, এইখানে দাঁড়িয়ে তোমাকে একটা শপথ করতে হবে, নতুবা আজ আমি কিছুতেই পথ ছেড়ে দোবো না।

ব্যাধ। এ কি কথা বলছিস্ ঠাকুর? হামারা এমন কি করিয়েছে যে তুহার কাছে শপথ করবে?

তুলসীদাস। সত্য, তোমরা আমার কাছে কোন অন্যায় কার্য্য কর নাই; কিন্তু আমি যেটা ভালবাসি নে, আমার যাতে প্রাণে ব্যথা পায়, তেমন কার্য্য আমি তোমাদের কিছুতেই করতে দোবো না। ব্যাধ! আমার কথা রাখ, শপথ কর, দেখ্‌বে পরম শান্তিতে থাক্‌তে পার্‌বে।

ব্যাধ। আচ্ছা ভাগা, আগাড় বোল্, কি শপথ করতে হোবে, তাহার পর ভাবিয়ে দেখে তুহাকে জবাব দেবে।

তুলসীদাস। তোমরা অসংখ্য নিরপরাধ জীবজন্তুর প্রাণবিনাশ ক'রে থাক। যে সমস্ত বিহঙ্গকুলের কলকণ্ঠে এই তপ্ত বিশ্বমাঝে পরম কারুণিক পরমেশ্বরের মহিমা বিঘোষিত হ'চ্ছে, সেই সমস্ত পশুপক্ষী-

গণকে তোমরা নিষ্ঠুরভাবে প্রতিদিন হত্যা ক'রে থাক। [redacted] ব্যাধ, ঐ অস্তমিত সূর্য্যের কণক-রশ্মি এখনও দেখা যাচ্ছে; ঐ দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে একবার বল, যাদের মাংসভার বহন ক'রে আজ পরম আনন্দ অনুভব করছ, যাদের আনন্দ-বাজারে আগুন লাগিয়ে প্রসন্নচিত্তে ঘরে ফিরছ, তারা তোমার কোন দিন কোন-অনিষ্ট করেছিল?

ব্যাধ। তারা সব বনের পাখী, হামাদের কি অপকার করবে!

তুলসীদাস। তবে তোমরা কেন তাদের হত্যা ক'রে থাক? উঃ! ব্যাধ! জান না, তোমরা কি মহাপাতকের অনুষ্ঠান করছ! যাক্, যা করেছ তা করেছ, এখনও শপথ কর—আর বিলম্ব ক'রো না; ঐ দেখ, সূর্য্যদেব যমুনাবক্ষে ডুবে যাচ্ছেন, তোমার শপথটুকু শোন্‌বার জন্য এখনও উদ্‌গ্রীব হ'য়ে রয়েছেন,—শুনিয়ে দাও, জীবনে আর কখনও জীবহত্যা করবে না!

ব্যাধ। এমন কথা কেমন ক'রে বল্‌তে পারি রে ঠাকুর? হামরা শবর জাত আছে, এতটুকু বয়স থেকে পাখী জোখি মেরিয়ে খেইতে শখিয়েছে; ওবি ছোড়িয়ে দিলে, হামারা মরিয়ে যাবে।

তুলসীদাস। অত ভেবে চিন্তে দেখ্‌তে গেলে শপথ করতে পারবে না ব্যাধ! "জীব দিয়েছেন যিনি, বাঁচিয়ে রাখ্‌বেন তিনি" এই মহাবাক্যে বিশ্বাস ক'রে শপথ ক'রে ফেল বন্ধু! ঐ গেল—গেল—ডুবে গেল, এখনও শপথ কর। কি—শপথ করলে না ব্যাধ, ব্রাহ্মণের অনুরোধ রক্ষা করলে না ব্যাধ! ওঃ—সূর্য্যদেব অস্ত গেলেন, আমার সায়ংসন্ধ্যার একদণ্ড কাল বৃথা চ'লে গেল। যাক্, যখন একদণ্ড কাল চ'লে গেছে, তখন আর একদণ্ডও যাক্, সমস্ত রাত্রি চ'লে যাক্, আমি এইখানে মৌনিভাবে দাঁড়িয়ে থাক্‌বো, দেখি—কেমন ক'রে এই দুষ্ট ব্যাধ আমার অনুরোধ উপেক্ষা ক'রে চ'লে যায়।

ব্যাধ। আরে ঠাকুর, তু পাগল আছিস্ বটে! ওহো, এইবার হামরা সমজিয়েছে। যা—যা বেটা, ঘর চলিয়ে যা। আরে, কার এমন বরাত পুড়িয়েছে রে, এমন সোনার চাঁদ ছেলিয়াটা পাগল হইয়ে গিয়েছে।

ব্যাধপত্নী। আরে সর্দ্দার, হামার মালুম হয়, হামরা চলিয়ে গেলে পাগলটা এই নদীর বিচ্‌মে ডুবিয়ে মর্‌বে। আহা, উহার মা বেটী ডুক্‌রিয়ে ডুক্‌রিয়ে কাঁদ্‌তে লাগিবে। তু হামার কথা শোন্—উহাকে ধরিয়ে নিয়ে চল্।

ব্যাধ। তু ঠিক্ বলিয়েছিস্। এ পাগল ঠাকুর, তু চল্—হামাদের ডেরামে চল্, কাল সবুরে তুকে তুহার ডেরায় পৌঁছিয়ে দেবে। [তুলসীদাসকে ধরিতে উদ্যত]

তুলসীদাস। সাবধান ব্যাধ, একি তোমাদের চরিত্র! আমি তোমাদের মঙ্গলের জন্য এতগুলি সদুপদেশ প্রদান কর্‌লাম, আর তোমরা আমাকে পাগল সাব্যস্ত ক'রে ফেল্লে! এখনও বল্‌ছি ব্যাধ, আর এক পদ অগ্রসর হ'লে আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে যাবে, তখন তোমাদের সর্ব্বনাশ হবে।

ব্যাধ। তু পাগল আছিস্ বাপ, হাম্ কেমন করিয়ে তুহাকো একলাটী রেখিয়ে যাবে? চল্—চল্, হামলোককা ডেরামে চল্। [দুই বাহু দিয়া তুলসীদাসকে জড়াইয়া ধরিল]

তুলসীদাস। [রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রহার করিতে লাগিল] আরে—আরে নরপশু, তোর এতদূর স্পর্দ্ধা! তবে দেখ্, তণ্ডুলভোজী ব্রাহ্মণের বাহুতে কত শক্তি আছে! [ব্যাধকে প্রহার করিয়া ভূমিতলে ফেলিয়া বক্ষে উপবেশন]

ব্যাধ। দোহাই পাগলা ঠাকুর, ওহো! জান ছুটিয়ে যায়, মাপ কর্ ঠাকুর!

বেগে মোহনচাঁদের প্রবেশ।

মোহনচাঁদ। [পশ্চাৎ দিক হইতে তুলসীদাসকে দুই বাহু দ্বারা বেষ্টন] ব্যাধ! ব্যাধ! এই অবসরে [redacted] পালিয়ে যাও, এ ব্রাহ্মণের দেহে অযুত হস্তীর বল; এক পল বিলম্ব করলে আমি [redacted] আর রক্ষা কর্‌তে পার্‌বো না।

ব্যাধপত্নী। সর্দ্দার! উঠিয়ে পড়্—উঠিয়ে প্রভু।

ব্যাধ। [তাড়াতাড়ি উঠিয়া] তু সাধু লোক আছিস্ বাবা, সুখে থাক্। পাগলা ঠাকুরকে সামাল করিয়ে রাখিস্ বাবা!

[বেগে [redacted] প্রস্থান।

তুলসীদাস। মোহনচাঁদ! এখনও বল্‌ছি, আমাকে ছেড়ে দাও।

মোহনচাঁদ। সখা, আর একটু অপেক্ষা কর, ও[redacted] নির্ব্বিঘ্নে চ'লে যাক্।

তুলসীদাস। তুমি বুঝ্‌তে পারছ না মোহনচাঁদ, আমি অতিমাত্রায় হয়েছি।

মোহনচাঁদ। সেটা বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি, নইলে এমন ক'রে আঁকড়ে ধ'রে থাকি!

তুলসীদাস। আমাকে ছেড়ে দেবে না? এই শেষবার বল্‌ছি, এখনও আমাকে ছেড়ে দাও।

মোহনচাঁদ। আচ্ছা দিলাম। [তুলসীদাসকে ছাড়িয়া দেওন]

তুলসীদাস। [বন্ধনমুক্ত হইয়া দ্রুতপদে কিছুদূর অগ্রসর] যাক্, চ'লে গেছে। মোহনচাঁদ! এ তোমার বড় অন্যায়; তুমি জান না,—ও[redacted] আমায় কি ভাবে অপমান ক'রে গেছে।

মোহনচাঁদ। না, তা তো কৈ জানি নে; তবে তো [redacted] ছেড়ে

দিয়ে কাজটা ভাল করি নি। সখা ! তুমি তো এসেছ যমুনাতীরে সন্ধ্যা করতে, তা ওঁদের সঙ্গে গণ্ডগোলটা বাধ্‌লো কি ক'রে ?

তুলসীদাস। আশ্চর্য্য মোহনচাঁদ, আশ্চর্য্য ওদের চরিত্র ! অহো ! সারাদিন ধ'রে নিরীহ পক্ষীগণের জীবনসংহার ক'রে ওরা কত বড় একটা মহাপাপের অনুষ্ঠান ক'রে চলেছে। আশ্চর্য্য ! কোথায় ওরা অনুতপ্ত হবে, তা নয় পরম আনন্দে নাচ্‌তে নাচ্‌তে ফির্‌ছে। ওদের এই কদর্য্য ভাব দর্শন ক'রেই আমার প্রাণে কেমন একটা আঘাত বেজে উঠ্‌লো ; সেই আঘাতে আমার হৃদয়তন্ত্রীগুলো ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গেল—সেগুলোর মুখ দিয়ে করুণার উৎস ছুট্‌লো, আমি অস্থির হ'য়ে পড়্‌লাম—সন্ধ্যা-আহ্নিক ভুলে গেলাম। তাদের হৃদয় থেকে এই হিংসাবৃত্তি দূরীভূত করবার জন্য কত উপদেশ দিলাম, কত অনুনয় করলাম, শেষে কি ফল হ'লো জান ? তারা আমাকে উন্মাদ মনে ক'রে বেঁধে নিয়ে যাবার জন্য মতলব করলে। উঃ, আশ্চর্য্য মোহনচাঁদ, আশ্চর্য্য ওদের চরিত্র !

মোহনচাঁদ। আমি কিন্তু বল্‌বো সখা, আশ্চর্য্য তোমার চরিত্র।

তুলসীদাস। মোহন ! বন্ধু ! আমার চরিত্রে আবার আশ্চর্য্য কি দেখ্‌লে ?

মোহনচাঁদ। চির-অনুর্ব্বর এক কাঁটার জঙ্গলে সদ্য বীজ বপন ক'রে সদ্য ফলের প্রত্যাশা করা, এর চেয়ে আর আশ্চর্য্য কি হ'তে পারে সখা ?

তুলসীদাস। ওঃ—তাই তো, ঠিক্ বলেছ বন্ধু, সত্যই আমার ভুল হয়েছিল।

মোহনচাঁদ। কাল রাত্রে মাত্র ফুলসজ্জা হয়েছে, এর মধ্যেই এত ভুল !

তুলসীদাস। এইভাবে তিরস্কার কর্‌বার জন্যই বুঝি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমরা আমার বিবাহ দিলে ?

মোহনচাঁদ। না—না, তিরস্কার কর্‌বো কেন ? পরিষ্কার যা, তাই বলেছি।

তুলসীদাস। দেখ মোহন, ও সম্বন্ধে তোমরা যদি আমাকে বিরক্ত কর, তা হ'লে আমি এই দণ্ডেই চ'লে যাবো।

মোহনচাঁদ। কোথায়—শ্বশুরবাড়ী ? তা না নিতে এলে প্রথমবার যে যেতে নাই ভাই !

তুলসীদাস। মোহন! তুমি মূর্খ—অপদার্থ, তাই আমার মনের অবস্থা বুঝ্‌তে পার্‌লে না! বৃদ্ধা জননী, আর তুমি বাল্যসখা, তাই তোমাদের অনুরোধরক্ষার জন্য আমি বিবাহ করেছি। আমার প্রাণ সর্ব্বদাই বৈরাগ্যের দিকে ছুট্‌ছে, সংসারে মায়া নাই—মমতা নাই—আস্থা নাই। যদি বিরক্ত কর, সংসার ত্যাগ ক'রে চ'লে যাবো। শ্বশুরবাড়ী যাবো না মূর্খ, সন্ন্যাস গ্রহণ কর্‌বো, বুঝ্‌তে পেরেছ ?

মোহনচাঁদ। তা নয় কতকটা পার্‌লাম, কিন্তু তুমি যদি আজ সন্ন্যাস গ্রহণ কর, তা হ'লে বুঝ্‌তে হবে, ঐ ব্যাধ অপেক্ষা তুমি ঘৃণ্য—নীচ, তুমি পণ্ডিত হ'লেও অপদার্থ।

তুলসীদাস। কি বল্‌ছ মোহন ? পরম পবিত্র সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌লে আমি ব্যাধ অপেক্ষাও নীচ হবো ? মোহন! আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, বুঝিয়ে দিতে পার ?

মোহনচাঁদ। আচ্ছা, আমার প্রশ্নের উত্তর দাও ; এই ব্যাধকে মহাপাপী বল্‌ছিলে কেন ?

তুলসীদাস। এরা নিরীহ পক্ষীগণের জীবনসংহার ক'রে আনন্দ লাভ করে।

মোহনচাঁদ। এই মাত্র ব্যাধের অপরাধ? আর তুমি এক নিরপরাধা পরিণীতা ব্রাহ্মণকন্যার পাণিগ্রহণ ক'রে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করতে যাচ্ছ! অর্থাৎ সেই সরলা বালিকাকে চিরজীবনের মত দুঃখের বাড়বানলে নিক্ষেপ ক'রে পরমানন্দ লাভ কব্‌তে ছুট্‌ছ। ব্যাধ একটী মাত্র শরাঘাতে পক্ষীর সমস্ত দুঃখ, সমুদয় যাতনা মুহূর্ত্তে নিঃশেষ ক'রে দেয়, আর তুমি এক অনন্যপ্রাণা পতিপরায়ণা ললনাকে প্রতি পলে প্রতি মুহূর্ত্তে চিবজীবন ধ'রে তুঁষেব আগুনে দগ্ধ কব্‌তে চাও! বল দেখি, তা হ'লে তুমি ব্যাধ অপেক্ষাও নীচ কি না, ব্যাধ অপেক্ষাও মহাপাপী কি না? সত্য উত্তর দেবে।

তুলসীদাস। মোহন! সখা! বন্ধু! আমাকে ক্ষমা কব! তোমার যুক্তি অভ্রান্ত। সত্যই আজ আমি সন্ন্যাসগ্রহণ কবলে ব্যাধ অপেক্ষা সহস্রগুণে ঘৃণ্য, লক্ষগুণে নীচ হ'য়ে যাবো। তবে আমি কি করেছি—না বুঝে কি কবেছি! নিজের হাত পা নিজে বেধে ফেলেছি—জীবনের লক্ষ্যস্থান থেকে লক্ষ বৎসরের পথ পেছিয়ে পড়েছি! ওঃ—আমি কি করেছি! মোহন! এইবার তুমি প্রাণভ'রে উপহাস কর, আমি কান পেতে দিচ্ছি,—প্রতি পদে তিরস্কার কর, আমি মাথা নত ক'রে দিচ্ছি। ওঃ—আমি কি করেছি! প্রভু রামচন্দ্র! তোমাব মনে এই ছিল!

মোহনচাঁদ। সখা! তুমি সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তোমাকে বুঝাতে পারি, তেমন শক্তি আমার নেই। তুমি এক দিন বলেছিলে, সংসার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, চতুর্ব্বিধ আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্য শ্রেষ্ঠ আশ্রম, আর সেই শ্রেষ্ঠ আশ্রমের প্রাণপ্রতিষ্ঠা বিবাহ; তবে কেন ভাই, এখন অনুতপ্ত হ'চ্ছ?

তুলসীদাস। কেন অনুতপ্ত হ'চ্ছি, সে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা

বড় শক্ত। জানি না, কেন আমার প্রাণের মধ্যে এক রুদ্ধ হাহাকার বিদ্রোহ উপস্থিত ক'চ্ছে! সত্য বটে, গার্হস্থ্য শ্রেষ্ঠ আশ্রম, তাতে আতুরের সেবা হয়, অতিথির সৎকার হয়, কিন্তু সখা! সে যে বড় স্বার্থময়—সে যে অতি সঙ্কীর্ণ। না—না সখা, আমি যাবো না; হোক্ আমার মহাপাপ, হই আমি ব্যাধ অপেক্ষা ঘৃণ্য, তথাপি স্বার্থময় সঙ্কীর্ণ আশ্রমে ফিরে যাবো না। ওঃ—সংসার যে সীমাবদ্ধ আশ্রম, সেখানে বড় যাতনা! মোহন! দয়া ক'রে আমাকে ছেড়ে দাও—আমার সঙ্গ ছাড়। অন্ধকূপে বদ্ধ ক'রে রেখো না, আমি মুক্ত গগনে উড়ে বেড়াই। [প্রস্থানোদ্যত]

মোহনচাঁদ। [বাধা দিয়া] সখা! আমার কথা রাখ; বৃদ্ধা জননী কেঁদে কেঁদে সারা হবেন, মায়ের চক্ষে জল পড়্‌বে, তাতে তোমার নিশ্চই অমঙ্গল হবে। একান্তই যদি যেতে হয়, ঘরে চল; মাকে বুঝিয়ে, মায়ের অনুমতি নিয়ে যাত্রা কর। আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, তখন আমি বাধা দোবো না।

তুলসীদাস। মোহন। আমার প্রাণ এখন ছুটেছে, দয়া ক'রে ছেড়ে দাও; অশ্রুসিক্ত জননীর বদন একবার নিরীক্ষণ করলে আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে যাবে। আমি সামান্য মনুষ্য, অচ্ছেদ্য বাৎসল্য নিগড় ছিন্ন করা আমার শক্তিতে কুলাবে না—আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'য়ে যাবে শোন মোহন! আমি চল্‌লাম, এ সুযোগ ছাড়্‌বো না। [পুনঃ প্রস্থানোদ্যত]

মোহনচাঁদ। সখা! তোমার পায়ে ধরি, একবার ঘরে ফিরে চল। তোমার বিলম্ব দেখে খুড়ীমা আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন; তিনি নিশ্চয়ই কাঁদ্‌ছেন, হয় তো বা এই অন্ধকারে উন্মাদিনীর মত ছুটে আস্‌তে গিয়ে প'ড়ে মারা যাবেন। ভাই! একটী অনুরোধ, সব কর—সব সহ্য কর্‌তে পারি, কিন্তু মাতৃহত্যা ক'রো না।

তুলসীদাস। মোহন! সব বুঝতে পার্‌ছি, কিন্তু আমার প্রাণটা কেমন উদ্বেলিত হ'য়ে একটানা ছুটেছে, সংসারটায় কেমন একটা দারুণ ঘৃণা এসে আমার পা দু'খানা ছুটিয়ে দিচ্ছে। না মোহন, তুমি যাও—মাকে বুঝিয়ে বল। ওকি, কে একজন সন্ন্যাসী আস্‌ছেন? উত্তম সুযোগ, ওরই সঙ্গে আমি চ'লে যাবো।

গীতকণ্ঠে রামদাস বাবাজীর প্রবেশ।

রামদাস।—

গীত।

ওরে আমার সঙ্গে যাবি কোথা, আমি যে হই সংসারী।
স্ত্রী পুত্র নাইকো আমার, তবু দেখ্ আমি তল্পীধারী॥
নিবি যদি ওবে সন্ন্যাসধর্ম্ম, করগে দুদিন নিষ্কাম কর্ম্ম,
শিখে নিয়ে বিশ্বপ্রেমের মর্ম্ম, তখন যাস্ রে তুই সংসার ছাড়ি।
মায়ের কোলে ছেলে যেমন, বাড়ে চাঁদের কলার মতন,
তেমনি সংসারে বৈরাগ্যধন বাড়্‌বে যখন, দিস্ রে পাড়ি॥

তুলসীদাস। কে আপনি অপ্রত্যাশিত মহাপুরুষ, মধুর সঙ্গীতেব ছলে আমার বৈরাগ্যের পথে বাধা প্রদান কব্‌ছেন?

রামদাস। বৎস! আমার নাম রামদাস বাবাজী, আমি তোমাব হিতৈষী; তাই তোমাকে অনুরোধ কর্‌ছি, সংসারে ফিরে যাও। সংসাব সসীম হ'লেও অসীমেব বীজ একমাত্র সেইখানেই অঙ্কুরিত হয়, সংসারই স্বভাব-বৈবাগ্যের উৎপত্তিস্থান। বৎস! সময়ে আবার দেখা হবে, এখন আসি।

[প্রস্থান।

তুলসীদাস। জানি না, কে এই মহাপুরুষ, কি এঁর উদ্দেশ্য? এঁর উপদেশ যদি সত্য হয় মোহন, আমাকে সংসারে ফিরে যেতে

হবে,—অসীমের বীজাণু সংসারে আছে কি না, আমাকে তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান করতে হবে।

হুলসীদেবী। [নেপথ্যে] তুলসী! তুলসী! বাপ্ রে, তুই কি এখানে আছিস্? উঃ—প্রাণ যায়!

মোহনচাঁদ। সখা! সর্ব্বনাশ হয়েছে; তোমার বিলম্ব দেখে খুড়ীমা খুঁজতে এসে নিশ্চয়ই প'ড়ে গেছেন। বন্ধু! শেষে মাতৃহত্যা করলে!

[বেগে প্রস্থান।

তুলসীদাস। এঁ্যা—তাই না কি! মা! মা! ~~আমার জন্য তোমার এত দুর্গতি!~~

[বেগে প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে সান্ধ্য-সমীরণবালাগণের প্রবেশ।

সমীরণবালাগণ।—

গীত।

ফুর ফুর ফুর, ফুর ফুর ফুর।
চ'লে চল ধীরি ধীরি, যেতে হবে কত দূর॥
কত শত তরঙ্গ,　　　করি নানা রঙ্গ,
খেলিছে যমুনাবক্ষে,
ধরি সে লহরী,　　　খেলা সাঙ্গ করি,
ছুটে চল অলসচক্ষে,—
মাখিয়া যমুনা স্নিগ্ধ বারি,
বিবিধ কুসুম গন্ধহারি,
ঘুরিব ফিরিব দ্বারি দ্বারি,
গাহিয়া মিলন মধুর সুর॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ইন্দ্রগড়ের কক্ষ।

আশালতা ও ঈশ্বরসিংহ।

ঈশ্বরসিংহ। আশা! আর চিন্তা করবার সময় নাই, আজ শেষ দিন। সসৈন্য বৈরাম খাঁ ইন্দ্রগড়ের সীমান্তে আজ সপ্তাহকাল অপেক্ষা করছেন, এখনি হয় তো এসে পড়বেন। চিন্তা ক'রে কি আর করবে মা? দিল্লীর সম্রাট আকবর যখন তোমার পাণিপ্রার্থী, তখন এ বিশাল ভারতবর্ষে এমন কোন শক্তি নাই, যে তাঁর ইচ্ছায় বাধা প্রদান করে।

আশালতা। পিতা! আপনারও কি ইচ্ছা, যে আমি যবনের অঙ্কশায়িনী হই?

ঈশ্বরসিংহ। মা! তাও কি সম্ভব? আমি এই ইন্দ্রগড়ের সামান্য জায়গীরদার হ'লেও আমি নিজে রাজপুত; জরা-বার্দ্ধক্য আমার সেই যৌবনের অপরিসীম শক্তি অপহরণ করলেও, এই শীর্ণ শিরাগুলির মধ্যে এখনও সেই রাজপুতের পবিত্র শোণিত ধীরে ধীরে প্রবাহিত হ'চ্ছে। কিন্তু কি করবো মা, আমি একা—আমি দুর্ব্বল; সে প্রবলের গতিরোধ আমার এ সামান্য শক্তিতে কুলাবে না, কেবল স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের মত ভেসে যাব মাত্র। আশা! দুর্ব্বলের ইচ্ছা ব'লে কোন জিনিষ নাই, বলবানের ইচ্ছাই দুর্ব্বলের ইচ্ছা।

আশালতা। পিতা! তবে কি আমাকে সত্য সত্যই দিল্লীর হারেমে গিয়ে বাস করতে হবে? যে হস্তে এতদিন হিন্দুর পবিত্র কার্য্যগুলি সম্পন্ন ক'রে এসেছি—কত অতিথির সৎকার ক'রে এসেছি—আতুরের

শুশ্রূষা ক'রে এসেছি—প্রত্যহ সচন্দন বিল্বদল শঙ্করদেবের মস্তকে অর্পণ ক'রে যে হস্তের পবিত্রতাবদ্ধন ক'রে এসেছি, আজ সেই পবিত্র হস্ত যবনের পদসেবায় নিয়োজিত হবে? পিতা! পিতা! এ আমাকে কি বল্‌ছেন?

ঈশ্বরসিংহ। কি করবে মা?

আশালতা। কি করবো! পিতা, আপনার ঐ ক্ষীণ হস্তে কি এমন একটু শক্তি নাই যে আমার বক্ষে একটা অস্ত্রাঘাত করতে পারেন? আপনার ঐ শাণিত তরবারিতে কি এমন একটু ধার নাই যে আমার এই বক্ষচর্ম্মকে বিদীর্ণ করতে পারে? পিতা! পিতা! আপনার ঐ রাজপুত বীরের বক্ষে এমন একটু শক্তি নাই যে এই হতভাগিনী আশালতার মোহ ত্যাগ করতে পারেন? পিতা! দয়া ক'রে আমায় হত্যা করুন—রাজপুতের সম্মান রক্ষা করুন—হিন্দুর পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখুন।

ঈশ্বরসিংহ। আশা! আমাকে ক্ষমা কর, আমি প্রাণ থাক্‌তে তা পারবো না। চার চারটে পুত্রসন্তান আমার চ'ক্ষের সাম্‌নে কাল ব্যাধিতে অকালে প্রাণত্যাগ করেছে। অহো, আমার হৃদয়ের বাৎসল্য স্নেহ তারা স্পর্শ করবার সুযোগ পায় নি—ওঃ—আমি বহুকাল নিঃসন্তান হয়েছিলাম, তারপর ভগবানের অপার করুণায় সেই নিরাশার মাঝে তোকে লাভ করেছিলাম, তাই আমি সাধ ক'রে তোর আশালতা নাম রেখেছিলাম। ওঃ—তারপর কি এক করুণ দৃশ্য! তোর জননী মৃত্যুকালে, না—না, আমি পারবো না! আমি তোকে ম্লেচ্ছের হাতে তুলে দেবো, তবু তোর প্রাণবধ করতে পারবো না।

আশালতা। উত্তম! তা যদি না পারেন, তবে সেই বীর যুবকের করে আমাকে সমর্পণ করুন; ফল একই হবে।

ঈশ্বরসিংহ। কোন্ যুবক?

আশালতা। মাত্র এক বৎসরের কথা, আপনি এরই মধ্যে ভুলে গেলেন?

ঈশ্বরসিংহ। কৈ মা, আমি তো ঠিক মনে করতে পারছি নে, নানাবিধ দুশ্চিন্তায় দেখছি স্মরণশক্তিটা একেবারে লোপ পাবার মত হ'য়ে এসেছে।

আশালতা। অত বড় কথাটা ভুলে গেছেন পিতা? কেন—সেই বিশ্বেশ্বর দর্শন ক'রে ইন্দ্রগড়ে ফিরে আসবার পথে যখন আমরা সৈন্যহারা রক্ষীহারা দিশেহারা হ'য়ে পড়েছিলাম, সেই সময় যিনি মুসলমান দস্যুর আক্রমণ হ'তে আমার ধর্ম্মরক্ষা করেছিলেন, আমি সেই যুবকের কথা বলছি পিতা!

ঈশ্বরসিংহ। কে—সেই দেবকুমার? আহা-হা, নামটা যে মনে আসছে না মা! হয়েছে—হয়েছে, কিষণলাল—কিষণলাল! আহা-হা, কি সুন্দর নাম! তা মা, এমন কি পুণ্য করেছি যে তাঁকে আবার দেখতে পাবো?

আশালতা। আমি তাঁর নিকট দূত পাঠিয়েছিলাম; দূত ফিরে এসে সংবাদ দিয়েছে, আজ সন্ধ্যার মধ্যে তিনি এখানে উপস্থিত হবেন।

ঈশ্বরসিংহ। আশা! আমি বিস্মিত হ'য়ে যাচ্ছি।

আশালতা। কেন পিতা?

ঈশ্বরসিংহ। তুমি কি মনে করেছ, সেই বীর যুবক কিষণলালকে পতিত্বে বরণ করলে দিল্লীর সম্রাট আকবরের রোষানলের হাত হ'তে রক্ষা পাবে? তোমার বিবাহের মঙ্গলসূচক শঙ্খধ্বনি যে মুহূর্ত্তে কুলবালাগণের অধরপ্রান্তে ধ্বনিত হবে, সেই মুহূর্ত্তেই আমার সাধের ইন্দ্রগড় শ্মশানে পরিণত হবে। বৈরাম খাঁর রক্তচক্ষু এখন মনে পড়ছে মা! ~~সেই ইসলাম ধর্ম্মাভিমানী বৈরাম খাঁ যখন এখনও ইন্দ্র~~

গড়ের সীমান্তে অপেক্ষা করছে, তখন বুঝতে হবে, সে কোন উপায়ে তোমাকে দিল্লীতে নিয়ে যাবে। যদি স্বেচ্ছায় যেতে না চাও, বল-প্রয়োগে আমার বুক থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, অথবা আমার চক্ষের সাম্‌নে মিলনের পরই অনন্ত বিচ্ছেদ ! সে বিবাহের উদ্দেশ্য কি ?

আশালতা। উদ্দেশ্য, কর্ত্তব্য মাত্র সম্পন্ন করা। বিধর্ম্মীর হস্তে কন্যা দান করা অপেক্ষা, স্বধর্ম্মানুরক্ত চরিত্রবান বীর যুবকের হস্তে কন্যাদান গৌরবের বিষয় নয় পিতা ? কলঙ্কিত দীর্ঘ জীবন অপেক্ষা গরিমাময় স্বল্পায়ু কি রাজপুত-রমণীর গৌরবের বস্তু নয় পিতা ?

ঈশ্বরসিংহ। উত্তম ; কিন্তু তুমি যাকে আহ্বান কর্‌ছ, সে যে স্বধর্ম্মানুরক্ত চরিত্রবান বীর যুবক, তার প্রমাণ কি মা ?

আশালতা। যাঁর অপরিসীম বাহুবলে আপনার মূল্যবান জীবন রক্ষিত হয়েছে, যাঁর একমাত্র চরিত্রবলেই সে দিন মুসলমান দস্যুর হাত হ'তে আপনার নিষ্কলঙ্ক বংশমর্য্যাদা সগৌরবে এখনও মাথা উঁচু ক'রে রয়েছে, কেন পিতা, সেই চরিত্রে সন্দেহ কর্‌ছেন ?

ঈশ্বরসিংহ। এত দিন সন্দেহ করি নি আশা, আজ তোমার কথা শুনে আমার সন্দেহ হ'চ্ছে। যে যুবক আমার বিনা আহ্বানে এক রমণীর নিমন্ত্রণে আমার গৃহে আমার কন্যাকে বিবাহ কর্‌তে আস্‌ছেন, আমি সে যুবককে বীর ব'লে মনে করি না ; সে নিশ্চয়ই কাপুরুষ। আর যে কন্যা পিতার বিনানুমতিতে পরপুরুষের সঙ্গে পত্র ব্যব-হার কর্‌তে পারে, ঈশ্বরসিংহ সে কন্যাকেও পবিত্র মনে কর্‌তে পারে না।

আশালতা। [নতজানু ও যুক্তপাণি হইয়া] পিতা ! ক্রোধ সম্বরণ করুন। আপনার ঔরসজাত কন্যা কখনও কোন অগৌরবের কার্য্য করে

নি। আপনি অত্যধিক বৃদ্ধ হয়েছেন, আপনার স্মরণ নাই, আপনারই নামাঙ্কিত পত্র তাঁর নিকট পাঠিয়েছিলাম; এই দেখুন—আপনারই নামে তিনি পত্রের উত্তর দান করেছেন। [পত্র প্রদর্শন]

ঈশ্বরসিংহ। তাই না কি! তবে তো আমার ক্রোধ করা উচিত হয় নি মা! সত্যই আমি অত্যধিক বৃদ্ধ হয়েছি। ঠিক করেছ মা, ঠিক করেছ; এখন আমার কর্ত্তব্য অনেকটা তোমার উপরই নির্ভর করছে। হ্যাঁ মা! তোমাকে বিবাহ করলে সে বীর যুবককে বিপন্ন হ'তে হবে, তা পত্রে বেশ স্পষ্ট লেখা হয়েছিল?

আশালতা। হাঁ পিতা, তিনি তাতেও সম্মত হয়েছেন।

ঈশ্বরসিংহ। মা! আমি বুঝ্‌তে পারছি নে, এ বিবাহে সে বীর যুবকের কি লাভ হবে? মা! বল—বল—আরও স্পষ্ট ক'রে বল, তোমাদের এ বিবাহের উদ্দেশ্য কি?

আশালতা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য শুনুন পিতা! অবিবাহিত অবস্থায় আমাকে যদি বৈরাম খাঁ দিল্লীতে নিয়ে যেতে পারে, তা হ'লে সে সগৌরবে প্রচার করবে যে, ইন্দ্রগড়ের বৃদ্ধ জায়গীরদার ঈশ্বরসিংহ তাঁর কন্যাকে সম্রাটের উদ্দেশ্যে উপঢৌকন পাঠিয়েছেন; আর যদি ইতিমধ্যে আমার বিবাহ হ'য়ে যায়, তারপর যদি বৈরাম খাঁ আমাকে দিল্লীতে নিয়ে যায়, সমগ্র ভারতে প্রচার হবে বৈরাম খাঁ বলপূর্ব্বক পরস্ত্রী অপহরণ করেছে। এই অত্যাচারে ক্ষুব্ধ হ'য়ে অসংখ্য নরনারী যুক্তকরে ভগবানের নিকট অভিযোগ জানাবে। পিতা! সম্মিলিত অভিযোগ ভগবানের কর্ণে নিশ্চয়ই পৌঁছাবে, তাতে বৈরাম খাঁর ধ্বংস অনিবার্য্য। সামান্য দুটী প্রাণে যদি এত বড় একটা শত্রু বিনষ্ট হয়, তবে সে প্রাণদান কি গৌরবের নয় পিতা?

ঈশ্বরসিংহ। বুঝেছি মা, বুঝেছি। এ বিবাহে আমি বড় আনন্দ

অনুভব করবো। অতি গোপনে, অতি সংক্ষেপে, আজ রাত্রে আমি এ বিবাহ সম্পন্ন ক'রে দোবো। বাহিরের বাতাসকে পর্য্যন্ত জান্‌তে দোবো না; যদি বৈরাম খাঁ বুঝ্‌তে পারে, নিশ্চয়ই বাধা দেবে। আস্তে আস্তে শাঁখ বাজাতে হবে—গোপনে হুলুধ্বনি দিতে হবে। মা! তুমি ফুলের মালার ব্যবস্থা করগে; আমি এ দিকের ব্যবস্থা দেখি। এ বিবাহ আমাকে দিতেই হবে। অতি গোপনে—অতি সংক্ষেপে!

[প্রস্থান।

আশালতা। ভগবান, আমি তোমার চরণসেবিকা দাসী; আশা-লতার এই ক্ষুদ্র আশাটুকু পূর্ণ ক'রো প্রভু!

গীত।

কত আশা ক'রে বেঁধেছি হিয়া,
দিও না দিও না সখা ভাঙ্গিয়া।
অবলা রমণী অধম বলিয়া
চরণে ফেলো না ঠেলিয়া॥
আমার কঠোর সাধনা-পথে,
তুমি আছ সখা সাথে সাথে,
যেন ফেলিয়া বিপথে মোরে
অলক্ষ্যে যেও না সরিয়া।
চলিতে হবে কত আঁধারে,
মোহ-কণ্টক আছে সে পথধারে,
তারা ফিরাইয়ে দেবে আমারে,
তুমি না দাঁড়ালে সখা আলো ধরিয়া॥

[তোমাকে

—·—

মোর ঐ ম্লান

তৃতীয় দৃশ্য।

তুলসীদাসের কুটীর।

রত্নবতী।

রত্নবতী। [পূজান্তে]

নমঃ রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।

রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥

[প্রণাম]

হে করুণাময় প্রভু! দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করুন। কাঙাল সন্তানের প্রতি প্রসন্ন হউন প্রভু, আমার প্রার্থনা সফল করুন দয়াময়! আমি ঐশ্বর্য্য চাই না—আধিপত্য চাই না, চাই স্বামীর কণিকামাত্র ভালবাসা, আর চাই—তাঁকে যেন চিরসুখী কর্‌তে পারি। [পুনঃ প্রণাম]

তুলসীদেবীর প্রবেশ।

তুলসীদেবী। বৌমার পূজা বোধ হয় সাঙ্গ হয়েছে ?

রত্নবতী। [দণ্ডায়মান হইয়া] হাঁ মা, আমাকে কিছু আদেশ করছেন

তুলসীদেবী। এমন কিছু নয় নয় মা, আজ সকাল থেকে তুল-

বিনষ্ট হয়, দেখ্‌তে পাচ্ছিনে, সে কোথায় গেছে জান ?

ঈশ্বরসিং। [সলজ্জ মৌনভাবে মস্তক অবনত করণ]

তুলসীদেবী। উত্তর দিচ্ছ না কেন মা? তোমাকে চুপ ক'রে থাক্‌তে দেখে আমার প্রাণে বড় ভয় হ'চ্ছে। কথায় কথায় বাছা আমার বড় রেগে যায়, রাগ্‌লে আবার তার জ্ঞান থাকে না, তাই সামান্য ক্ষণ তাকে না দেখ্‌তে পেলে আমার প্রাণটা অস্থির হ'য়ে উঠে, সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে কত রকম সন্দেহ উপস্থিত হয়। ভগবান! মায়ের প্রাণটা কি যে অপার্থিব বস্তু দিয়ে প্রস্তুত করেছ, তা তুমিই জান।

রত্নবতী। মা! আপনি চিন্তিত হবেন না, তিনি রাগ ক'রে আজ বাড়ী থেকে যান নি।

তুলসীদেবী। তাই বল মা, তাই বল। কত বুক চিরে রক্ত দিয়ে, কত দেবালয়ের দ্বারে মাথা কুটে তাকে আমি পেয়েছি। তাঁর পুণ্য ছিল, একটী সন্তান রেখে স্বর্গে চ'লে গেছেন। এখন আমার ভাগ্যে কি আছে, তা ভগবানই জানেন। দেখ বৌমা, আমার আর বাঁচ্‌তে সাধ নেই; এমন দিন কি হবে, তুলসীর মা হ'য়ে যেতে পার্‌বো! বৌমা! আমার একটা কথা শুন্‌বে?

রত্নবতী। বলুন মা!

তুলসীদেবী। তুমি প্রত্যহ পূজা সাঙ্গ ক'রে ওঠ্‌বার সময় প্রভু রামচন্দ্রকে জানিও তো!

রত্নবতী। কি জানাবো মা?

তুলসীদেবী। বুঝ্‌তে পার্‌লে না বোকার বেটী! জানাবে, প্রভু যেন দয়া ক'রে একটু শীগ্‌গীর চরণে স্থান দেন।

রত্নবতী। এমন আদেশ কর্‌বেন না মা! আপনি চ'লে গেলে আমি কার কাছে দাঁড়াবো? এমন প্রাণভরা স্নেহ আর কোথায় পাবো মা?

তুলসীদেবী। সত্যই বৌমা, তোমার দুঃখের কথা ভাব্‌লে তোমাকে ছেড়ে আমার স্বর্গে যেতেও প্রাণ চায় না; মনে হয়, তোমার ঐ ম্লান

মুখখানি আমার বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে তোমার হৃদয়ব্যথা দূর ক'রে দিই। কিন্তু কি করবো—সবই অদৃষ্ট! বয়স্থা কন্যা দেখে বিয়ে দিলাম, মনে ভাবলাম, তুলসীর সংসারে মন বসবে, বিষয়কর্ম্মে আস্থা হবে, কিন্তু দেখতে দেখতে দু'বৎসর চ'লে গেল, হা অদৃষ্ট! তোমার মত সোনার লক্ষ্মীটীকে সে একটাবারও তাকিয়ে দেখলে না। আমি কত ঠাকুরের কাছে মানত মেনেছি—যে দিন তুলসী তোমাকে নিয়ে সংসারী হবে, সেই দিনেই আমি তাদের পূজা দোবো।

সহসা মোহনচাঁদের প্রবেশ।

মোহনচাঁদ। আর একটা কথা ভুলে যাচ্ছ কেন খুড়ীমা?

হুলসীদেবী। কে—মোহন! কি কথা বাবা?

মোহনচাঁদ। বৌদিদির সঙ্গে তুলসী দাদার ভাব হ'লে আমাকে পেট ভ'রে সন্দেশ খাওয়াবে!

হুলসীদেবী। নিশ্চয়ই খাওয়াবো [redacted], নিশ্চয়ই খাওয়াবো; সে কথা আমার মনে আছে। সেই দিনই আসুক, তখন দেখো যাদু!

মোহনচাঁদ। আর সেই দিনই যদি আসে খুড়ীমা, তা হ'লে কখন সন্দেশটা খাওয়াচ্ছ বল?

হুলসীদেবী। দূর পাগল!

মোহনচাঁদ। এখন সন্দেশটা দেবার ভ'য়ে পাগল ব'লে উড়িয়ে দিলে চলছে না খুড়ীমা! আমি যা বলছি, তা বর্ণে বর্ণে ঠিক্।

হুলসীদেবী। তুলসী আমার বৌমার গুণে মুগ্ধ হয়েছে, তার প্রমাণ না পেলে যে বিশ্বাস হয় না বাবা!

মোহনচাঁদ। তোমার ছেলে বৌদিদির গুণে মুগ্ধ হয়েছে কি রূপে মুগ্ধ হয়েছে, কি কিসে মুগ্ধ হয়েছে, সে সংবাদ আমার সঠিক জানা

নাই; তবে যে সে যাতেই হোক্ মুগ্ধ হয়েছে, এর প্রমাণ জ্বল্-জ্বল্ কর্‌ছে। কি বৌদিদি, ~~ডুব-ভেঙ্গে-দেবো~~?

রত্নবতী। দেখ ঠাকুরপো, তুমি বড় অসভ্য।

[সলজ্জভাবে প্রস্থান।

মোহনচাঁদ। আশীর্ব্বাদ কর ঠাক্‌রুণ, আমার মধ্যে যেন সভ্যতা প্রবেশ না করে।

হুলসীদেবী। মোহন! বাবা! সত্য সত্যই কি তুলসী আমার বৌমাকে আজকাল একটু আদর যত্ন কর্‌ছে?

মোহনচাঁদ। একটু নয় খুড়ীমা, অনেকটুকু। তুলসী আজ হাটে গেছে জান?

হুলসীদেবী। তুমি কি ক'রে জান্‌লে?

মোহনচাঁদ। দয়াল ঠাকুরের বাড়ীতে আজ ষটপঞ্চমীর ব্রত ছিল, আমার উপর ভার দিয়ে সটান চ'লে গেল।

হুলসীদেবী। আহা, আস্‌তে তার বড় বেলা হবে, তা বাবা, কি উদ্দেশ্যে হাটে গেছে জান?

মোহনচাঁদ। বৌদিদির জন্য একখানি ভাল কাপড় কিন্‌তে গেছে। এতেও যদি বল, তুলসী বৌদিদিকে ভাল বাসে না, তা হ'লে বুঝতে হবে, তুমি সন্দেশ দেবার ভয়ে স্বীকার করছো না।

হুলসীদেবী। তাই না কি? আজ আমাকে বড় সুসংবাদ দিলে মোহন! মোহন! আমি প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হও। আহা, বৌমার রুদ্ধ আবেগভরা মুখখানি দেখে আমার প্রাণ ফেটে যেতো। আজ আমার সুপ্রভাত, তুলসী আমার সংসারী হয়েছে, এ আনন্দ রাখ্‌বো কোথায়? হৃদয় ভ'রে উঠ্‌ছে! যাই ঠাকুরদের পূজো পাঠাইগে—আপ্ত বন্ধুদের সংবাদ দিইগে।

মোহনচাঁদ। আর মোহনের জন্য অষ্টরম্ভার ব্যবস্থা করিগে, কেমন খুড়ীমা ?

তুলসীদেবী। না চাঁদ, আমি এখনই তোমার জন্য সন্দেশ কিনতে পাঠাচ্ছি। আমি আস্‌ছি, তুমি ব'সো।

[প্রস্থান।

রত্নবতীর পুনঃ প্রবেশ।

রত্নবতী। আচ্ছা ঠাকুরপো, আমি তোমার কি করেছি যে গুরু-জনের কাছে আমাকে অমনভাবে লজ্জিত করলে ?

মোহনচাঁদ। হরে রাম ! তুমি লজ্জিত হবে জানলে আমি কি কিছু বল্‌তাম ? দেখ বৌদি, তুমি কিছু মনে ক'রো না,—আমি মুখ্যু সুখ্যু মানুষ, যা মনে আসে ব'লে ফেলি, তবে আমি শপথ ক'রে বল্‌তে পারি, আমি মিথ্যা কথা বলি না।

রত্নবতী। হ্যাঁ ঠাকুরপো. হাট এখান থেকে কতদূর ?

মোহনচাঁদ। আমি তো ঠিক্ জানি না, তবে খুড়ীমা আসুন—তাঁকে জিজ্ঞাসা করি যে বৌদিদি জিজ্ঞাসা করছেন, হাট এখান থেকে কতদূর ?

রত্নবতী। দো হাই ঠাকুরপো, আর আমাকে লজ্জিত ক'রো না। আমার প্রাণের রুদ্ধ আবেগভরা দু'একটা কথা তোমাকে বল্‌তাম, আজ থেকে আর বল্‌বো না ঠাকুরপো ! যদি নারী হ'য়ে জন্মাতে, তবে বুঝ্‌তে পার্‌তে, আমার এ প্রশ্নের কতখানি গভীরতা ! আমি যে আজ তাঁর জন্য কত চিন্তিত আছি, তা ভগবানই জানেন। কাল রাত্রে তাঁর শরীর অসুস্থ হয়েছিল, কত নিষেধ কর্‌লাম, কিছুতেই শুন্‌লেন না। তাঁর কি জেদ হ'লো, আমাকে একখানি ভাল কাপড়

কিনে পরাবেন। পাছে আর কেউ বাধা দেয়, এজন্য সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বেই যাত্রা করেছেন। তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি ঠাকুরপো, হাট কতদূর? যদি পথে তাঁর অসুখ বেড়ে থাকে, কি হবে ঠাকুরপো?

মোহনচাঁদ। কোন ভয় নেই বৌঠাকুরুণ, সে এখনই ফিরে আস্‌বে।

রত্নবতী। না ঠাকুরপো, তুমি একটু এগিয়ে গিয়ে দেখ, নিশ্চয়ই তিনি বিপদে পড়েছেন, নতুবা আমার প্রাণটা এত চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ছে কেন? ঠাকুরপো, দয়া ক'রে একটু এগিয়ে যাও।

মোহনচাঁদ। মনটা যদি এতই দুর্ব্বল, তবে বিয়ের গাঁঠছড়াটা খুলে ফেলেছিলে কেন বাপু? যেমন পাগল কর্ত্তা, তেমনি পাগল গিন্নী, রাজযোটক মিল বাবা!

[প্রস্থান।

রত্নবতী। সত্যই রমণীর প্রাণ কি কোমল! কোকিলকূজনে শিউরে ওঠে, চাঁদের কিরণে দগ্ধ হয়, মিলন সঙ্গীতে বেঁচে উঠে, আবার বিরহে মূর্চ্ছা যায়। কিন্তু কি করবো, এ যে বিধাতার সৃষ্টি। ওঃ—তাই তো, বড় বেশী বেলা হ'লো যে, এখনও তিনি এলেন না।

গীতকণ্ঠে রামদাস বাবাজী প্রমুখ ভিক্ষুকগণের প্রবেশ।

ভিক্ষুকগণ।—

গীত।

মিছে ভাবনা ভাবিস্ কেন, যা হবার তা হবে ভাই।
হরে কৃষ্ণ, হরে রাম, এই নাম বৈ আর গতি নাই॥
এই ভবের হাটে এসে ক'জন,
মনের মত পায় রে সুজন,
তোর আশে পাশে ঘোরে ছ'জন,
কেবল তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিস্ ভাই॥

তুমি পরাণ ভরিয়া ডাক তারে,
তাঁর নামের গুণে শান্তি ঝরে,
তোর সকল ভয় যাবে দূরে,
তাঁর মত ত্রিসংসারে বন্ধু কেহ নাই ॥

শিষ্যগণ। মা ঠাক্রুণ, দয়া হোক্।

রত্নবতী। বাবা! তোমাদের মধুময় উপদেশপূর্ণ সঙ্গীত-সুধা পান ক'রে পরম পরিতৃপ্ত হয়েছি—আমার উচ্ছৃঙ্খল প্রাণে শান্তি-বারি সিঞ্চন করেছে। বাবা! তোমাদের এই পবিত্র সঙ্গীত আজ আমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে। কি দক্ষিণা দোবো বাবা, দরিদ্র ব্রাহ্মণপত্নীর কিছুই সম্বল নাই।

রামদাস। আপনার যা দয়া হয়, তাই দিন মা!

রত্নবতী। সঙ্গীতের ছলে ভগবানে আত্মনির্ভর করবার উপদেশ দিয়ে তোমরা আমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছ, ক'রে বল্ছো, যা দয়া হয় তাই দিন। বাবা! দয়া নয়, ভিক্ষা নয়, দক্ষিণা—প্রতিষ্ঠার দক্ষিণা। তোমরা আমার প্রাণে শান্তির বন্যা ডেকে এনে মোহান্ধজাল দূর ক'রে যে পরমানন্দের লহর তুলে দিয়েছ, তাতে সর্ব্বস্ব দান করলেও অনুরূপ দক্ষিণা দেওয়া হয় না। বিবাহের যৌতুক স্বরূপ দীন হীন পিতা আমার এই স্বর্ণবলয় দু'গাছি প্রদান করেছিলেন, এ দু'গাছি স্ত্রীধন, এতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার। বাবা! দয়া ক'রে এই অকিঞ্চিৎকর দক্ষিণা গ্রহণ ক'রে আমাকে চরিতার্থ কর। আমার সামান্য দান ব'লে উপেক্ষা ক'রো না, সযত্নে গ্রহণ কর। [স্বর্ণবলয় প্রদান]

রামদাস। যথেষ্ট হয়েছে মা, যথেষ্ট হয়েছে, সুখে থাকুন। [স্বগত] রামদাস হনুমান! এ আজ কি করলি? মায়ের গাত্র হ'তে একমাত্র স্বর্ণালঙ্কার, তা খুলে নিয়ে চল্লি। হৃদয়! দুর্ব্বল হ'য়ো না, যদি পরম

ভাগবত তুলসীদাসের মুখে পবিত্র রামগান শুনবি, তবে ধৈর্য্য ধর, তার বৈরাগ্যের পথে এমনি ভাবে সহায়তা ক'রে চল !

[ভিক্ষুকগণের প্রস্থান।

রত্নবতী। মিছে ভাবনা ভাবিস্ কেন, যা হবার তা হবে তাই।
হরে কৃষ্ণ হরেরাম, এই নাম বৈ আর গতি নাই॥"

অহো, কি মধুর উপদেশ—এ কি শান্তিময়ী সান্ত্বনা! আজ আমার জীবনের সুপ্রভাত।

বিষণ্ণবদনে তুলসীদাসের প্রবেশ।

তুলসীদাস। রত্ন! রত্ন! আমি রিক্তহস্তে ফিরে এসেছি, আমাকে ক্ষমা কর।

রত্নবতী। ওকি কথা বলছেন নাথ, ও কথা ব'লে আমাকে অপরাধিনী করবেন না। আপনি বেশ সুস্থ আছেন তো? পথে কোন বিপদ হয় নি?

তুলসীদাস। আমি বেশ সুস্থ আছি, সে জন্য চিন্তিত হ'য়ো না প্রিয়তমে! আজ পথে এক মহা বিপদে পড়েছিলাম; আমার প্রাণে বড় সাধ ছিল, তোমাকে একখানি সুচিকণ বস্ত্র কিনে দিয়ে সুখী করবো। অবস্থার অতিরিক্ত মূল্যে আমার মনের মত একখানি সুন্দর বস্ত্র ক্রয় করেছিলাম, কিন্তু গৃহে ফেরবার সময় এক মহা বিপদে প'ড়ে বস্ত্রখানি হারিয়ে এসেছি।

রত্নবতী। সে বস্ত্রের জন্য কোন চিন্তা করবেন না নাথ! আপনি যে নিরাপদে গৃহে ফিরে এসেছেন, এই আমার পরম সৌভাগ্য। প্রাতঃ-

তুলসীদাস। তুমি পরম পবিত্রা সদ্বংশজাতা ব্রাহ্মণদুহিতা, হে, পরম সৌভাগ্য হ'তে পারে, কিন্তু প্রিয়ে, আমার মত দুর্ভাগ্য আ। দেবী,

নেই। অহো, আমি যদি পূর্ব্বে জান্‌তে পার্‌তাম, তা হ'লে ও পথ দিয়ে কখনই আস্‌তাম না।

রত্নবতী। আপনি যে পথ দিয়ে এসেছেন, সে পথে কি এতই দস্যু তস্করের ভয় হয়েছে? নাথ, তা হ'লে তো কত লোকের কত সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে!

তুলসীদাস। না—না প্রিয়ে, আর কারও সর্ব্বনাশ হবে না; যা হবার, আমার হয়েছে। যে আমার বস্ত্রখানি কেড়ে নিয়েছে, সে দস্যু —তস্কর নয়, সে তোমারি মত এক অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতী রমণী। আহা, সে কি এক কারুণ্যময়ী ছবি! পরিধানে এক অতি জীর্ণ ক্ষুদ্র বস্ত্র, তাও তার সকল অঙ্গে সঙ্কুলান হয় নি; সে যেন লজ্জায় সঙ্কুচিত হ'য়ে লোকালয় হ'তে ধীরে ধীরে চ'লে যেতে চায়, আর দেখিয়ে যায় তার অশ্রুসিক্ত আকাঙ্ক্ষামাখা বদনখানি। প্রিয়ে! যখন আমি চিত্রার্পিতের ন্যায় অনন্যচিত্ত হ'য়ে সেই ছবিখানি দর্শন কর্‌ছিলাম, ঠিক সেই সময় আমার হৃদয়মাঝে এক কারুণ্য-রসপ্লাবিনী মূর্ত্তি প্রতিভাত হ'য়ে আমাকে ব'লে উঠ্‌লো, "তুলসী! দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌ছো দূর হ'তে? বস্ত্রখানি ছুড়ে ফেলে দিয়ে রমণীর লজ্জা নিবারণ কর।" রত্ন! রত্ন! আমি আর স্থির থাক্‌তে পার্‌লাম না, কে যেন সেই বস্ত্রখানি আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সেই রমণীর উদ্দেশ্যে দূরে ফেলে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রাণের গোপন আকাঙ্ক্ষাটুকু অলক্ষ্যে মিলিয়ে গেল। রত্ন! আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, তোমাকে সুখী দান :ত পার্‌লাম্ না।

রত্নবতী। এতে আপনি সঙ্কুচিত হ'চ্ছেন কেন নাথ? এ আপনি রামদাস করেছেন। আমাকে সুখী করা যদি আপনার উদ্দেশ্য হয় নাথ, স্বর্ণালঙ্কার আমি বড় সুখী হয়েছি। যে নারী বস্ত্রাভাবে লজ্জা নিবারণ করতে

পারে না, সে যে অন্তরে কি নিদারুণ ব্যথা উপলব্ধি করে, তা নারী ভিন্ন অন্য কেউ সম্যক্ কল্পনা করতে পারে না। একে নারী, তাতে আবার সে যুবতী ; নাথ! আপনি যদি সেই জীর্ণবসনা রমণীর বিষাদ-মাখা বদনের নীরব প্রার্থনা উপেক্ষা ক'রে বস্ত্রখানি আমার জন্য গৃহে নিয়ে আস্তেন, তা হ'লে আমি কি কর্তাম, জানেন ?

তুলসীদাস। কি কর্তে প্রিয়ে ?

রত্নবতী। আমি আপনার চরণে ধ'রে মিনতি ক'রে বস্ত্রখানি সঙ্গে দিয়ে পুনরায় সেই রমণীর নিকট পাঠাতাম।

তুলসীদাস। আমি যদি তাতে সম্মত না হ'তাম্ ?

রত্নবতী। যদি সম্মত না হ'তেন, তা হ'লে আপনার চোখের সামনে হাস্তে হাস্তে সেই বস্ত্রখানিতে আগুন জ্বালিয়ে দিতাম। নাথ! এই কি আপনার ইচ্ছা যে একজন বিবিধ সুস্বাদু অন্ন উদর পূরে আহার ক'রে রসনার তৃপ্তিসাধন কর্বে, আর এক জন তার চোখের সাম্নে এক মুষ্টি অন্নাভাবে অনাহারে প্রাণ হারাবে ? আপনি কি দেখ্তে চান প্রভু এক নারী সুচিকণ বস্ত্র পরিধান ক'রে হাস্তে হাস্তে বিলাসের স্রোতে ভেসে যাবে, আর এক নারী বস্ত্রাভাবে উলঙ্গিনী হ'য়ে কাঁদ্তে কাঁদ্তে লোকালয় হ'তে স'রে যাবে ?

তুলসীদাস। ধন্য প্রিয়ে, ধন্য তোমার সমবেদনাপূর্ণ হৃদয় ; আর ধন্য আমি, যে হেতু তোমার স্বামী। যথার্থই আজ তোমার এই দেবভাব দর্শন ক'রে আমি মুগ্ধ হ'য়ে পড়েছি। তুমি মর্ত্যের মানবী নও প্রিয়ে, তুমি স্বর্গের দেবী। আজ থেকে আমি তোমাকে দেবী সম্বোধন করবো। যে রত্নলাভের লালসায় আমি জীবনের প্রাতঃ-কাল থেকে দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছি, পরম কারুণিক ভগবান সেই রত্ন রত্নবতীরূপে আমাকে দান করেছেন। দেবী.

আমার মন, প্রাণ, জীবন, আমার ধর্ম্ম-কর্ম্ম, শিক্ষা, আমার জ্ঞান, বুদ্ধি, দীক্ষা, সব তোমার করে অর্পণ কর্‌লাম। দেখো দেবী, তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী, আমি যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে না পড়ি, আমি যেন শ্রীরামচন্দ্রের করুণালাভে বঞ্চিত না হই।

রত্নবতী। আমাকেও প্রভু সেই আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন।

তুলসীদাস। না—না প্রিয়ে, তুমি আমার অপেক্ষা অনেক উচ্চ স্তরে আরোহণ করেছ। আমি সংসারটাকে আন্তরিক ঘৃণা কর্‌তাম ব'লে, এতদিন তোমাকে উপেক্ষার চ'ক্ষে দেখে এসেছি। এখন যখন তোমাকে চিন্‌তে পেরেছি, তখন আমার হাতে হাত দিয়ে শপথ ক'রে বল দেবী, [হস্তধারণ] যদি আমি কোন দিন সংসার-মোহে মুগ্ধ হ'য়ে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হ'য়ে পড়ি, তুমি আমাকে সজাগ প্রহরিণীর মত সতর্ক ক'রে দেবে?

রত্নবতী। এর জন্য চিন্তা কি প্রভু! যদি সে দিন আসে, আমি শপথ কর্‌ছি, আমি সর্ব্বদা সজাগ থেকে আপনাকে সতর্ক ক'রে দোবো। চলুন প্রভু, বেলা অধিক হয়েছে—স্নান কর্‌বেন।

তুলসীদাস। প্রিয়ে, আমি তো লক্ষ্য করি নি, তোমার হাতের সে সুবর্ণ বলয় দু'গাছি দেখ্‌তে পাচ্ছি নে কেন? বল দেবী, কোন্ অভিমানে সে দু'গাছি খুলে রেখেছ?

রত্নবতী। প্রভু! আজ কেতকগুলি ভিক্ষুক ভিক্ষা কর্‌তে এসে সঙ্গীতের ছলে ভগবানে আত্মনির্ভর কর্‌বার উপদেশ দিয়ে এক নূতন ভাবে আমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক'রে গেছে। আমি প্রতিষ্ঠার দক্ষিণা স্বরূপ সে বলয় দু'গাছি তাদের প্রদান করেছি। যদি অন্যায় ক'রে থাকি, ক্ষমা করুন।

তুলসীদাস। কিসের অন্যায় দেবী? উত্তম করেছ। তোমার দেবোপম চরিত্রকণা যতই উপলব্ধি কর্‌ছি, সংসারের বিরুদ্ধে আমার

ভ্রান্ত ধারণা ততই ধীরে ধীরে দূরে চ'লে যাচ্ছে—দূরাগত বন্ধুর ন্যায় সংসারে এসে আমাকে স্নিগ্ধ আলিঙ্গন প্রদান করছে। কে বলে সংসার সসীম? যেখানে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ কামনা এমনিভাবে বলি প্রদান করা হয়, সে স্থান কখনও সসীম হ'তে পারে না। দেবী, ভগবানের অপার করুণায় যখন তোমার মত পত্নী লাভ করেছি, তখন সংসারবিদ্বেষী তুলসী সংসার ছেড়ে আর এক পাও কোথাও নড়ছে না। চল দেবী, আমার স্নানের ব্যবস্থা ক'রে দেবে। মাকে আহার করিও, আজ আমার পূজা করতে একটু বিলম্ব হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

ইন্দ্রগড়ের কক্ষ।

পুষ্পমাল্যহস্তে আশালতার প্রবেশ।

আশালতা।—

গীত।

কর্ম্ম পুষ্প তুলিয়া, কর্ম্ম সূত্রে গাঁথিয়া, এনেছি সেই বিয়ের মালা।
(এর) প্রতি ফুলে, ফুলে, হেসে কুতুহলে, বিরহ মিলন খেলা॥
এর কুসুম গরভ মাঝে, কোথাও সম্পদ শত রাজে,
কোথাও বিপদ-অশনি বাজে, উগারি অযুত-অনলজ্বালা॥
স্নিগ্ধ মালাটী করিয়া স্পর্শ, নব দম্পতী লভে গো হর্ষ,
জানে না তারা, যাবে না বর্ষ, অলক্ষ্যে ভাঙ্গিবে প্রেমের খেলা॥

পিতার আদেশ বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করেছি—কেউ জানে নি, কেউ শোনে নি, নির্জ্জনে নীরবে অতি সন্তর্পণে স্বহস্তে পুষ্পচয়ণ ক'রে মালা গেঁথে নিয়ে এসেছি। কিন্তু যাঁর গলদেশে অর্পণ কর্‌বার জন্য এত যত্ন ক'রে মালাগাছটী গাঁথ্‌লাম, হা অদৃষ্ট! তিনি তো কৈ এলেন না! পবিত্র বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হ'য়ে একটী দিনের জন্যও নারীজীবন সার্থক কর্‌বো, ভগবান্ বোধ হয় সে সুযোগ আমাকে দিলেন না। তবে কি তাঁর ইচ্ছা, আমি দিল্লীর হারেমে গিয়ে পবিত্র সনাতন ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করি! না, কথনই নয়। এই নির্জ্জন কক্ষ,—মন! প্রস্তুত হও, যখন নারীজীবন সফল কর্‌তে পার্‌লে না, তখন এই নির্জ্জন কক্ষ বক্ষশোণিতে সিক্ত ক'রে পরপারে চ'লে যাও! রাজপুতনারীর চির-সহচর! [অস্ত্র বাহির করিল] আর লুকিয়ে থেকো না, ঐ প্রভাত হ'য়ে এলো, এখনই বৈরাম খাঁ ছুটে আস্‌বে; বিপন্নের বন্ধু! এই অবসরে এক লহমায় হিন্দুনারীর পবিত্রতা রক্ষা কর। [অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত, দূরে ঈশ্বরসিংহকে দেখিয়া] হ'লো না—হ'লো না—[উচ্চকণ্ঠে] পিতা! পিতা!

ঈশ্বরসিংহের প্রবেশ।

ঈশ্বরসিংহ। চুপ্ কর—চুপ্ কর, শব্দ ক'রো না। এখনও সূর্য্যোদয় হ'তে চার দণ্ড বিলম্ব আছে—প্রস্তুত হও; দেবকুমার কিশনলাল এই মুহূর্ত্তে দুর্গে উপস্থিত হয়েছেন। এই মুহূর্ত্তেই তোমার নারীজীবন সফল ক'রে দোবো। আমি এখনই পাত্র নিয়ে আস্‌ছি, কিন্তু মা! খুব সাবধান,—নীরবে নীরবে কার্য্য সম্পন্ন কর্‌তে হবে। বিবাহে কোনরূপ আড়ম্বর না থাক্‌লেও অতি দীন হীনের গৃহে শঙ্খধ্বনি হুলুধ্বনিও হ'য়ে থাকে, কিন্তু আমি এমনি ভাগ্যহীন, আমার কন্যার বিবাহে

নীরবে শঙ্খধ্বনি করতে হবে, মনে মনে হুলুধ্বনি দিতে হবে। খুব সাবধান মা, খুব সাবধান !

[প্রস্থান।

আশালতা। ভগবান ! সামান্য নারী-বুদ্ধিতে তোমার প্রতি অভিমান প্রকাশ করেছিলাম, ক্ষমা কর প্রভু ! তোমার করুণায় আমার ক্ষুদ্র জীবনটুকু ধন্য করবার যখন অবসর পেয়েছি, তখন এ হৃদয় ভ'রে গেছে, আর কোন অভিযোগ নেই প্রভু !

গীতকণ্ঠে সখিগণের প্রবেশ।

সখীগণ।—

গীত।

আজ চুপি চুপি গাইতে হবে সখীর বিয়ের গান।
অন্ধকারে ছালনাতলায় বুড়ো করবে কন্যাদান॥
বাজাও শাঁক নাইকো মানা, দেখো যেন আওয়াজ হয় না,
শাঁখের সাড়া পেলে দানা কেটে করবে খান্ খান্॥
চুপিসারে গুটি গুটি আস্‌ছে ঐ বর,
তোরা মুখটী বুঁজে মনে মনে হুলুধ্বনি কর,
আঁখি মুদে জাগতে হবে বোবার বাসর ঘর,
ওলো সজাগ রেখে কান॥

কিশনলালকে লইয়া ঈশ্বরসিংহের প্রবেশ।

ঈশ্বরসিংহ। আশা ! আশা ! আর বিলম্ব ক'রো না মা, কায়মনোবাক্যে একবার ভগবানের চরণ স্মরণ ক'রে প্রস্তুত হও মা ! রাজপুতবীর ! তোমার আগমন-প্রতীক্ষায় সারা নিশা কি উৎকণ্ঠায় অতিযাপন করেছি, তা ভগবান ভিন্ন অন্য কেউ অনুভব করতে পারবে

না। যখন ঘোর নিরাশার আঁধারে আশার আলোক দেখ্‌তে পেয়েছি, তখন প্রস্তুত হও বীর!

কিশনলাল। আপনার প্রেরিত দূতের হস্তে নিমন্ত্রণ পত্র প্রাপ্ত হ'য়েই যথাসময়ে এখানে উপস্থিত হবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রে ছিলাম। কিন্তু কি করবো, পার্ব্বত্যপথে আমার অশ্ব পুনঃ পুনঃ পদ-স্খলিত হওয়ায়, অত্যধিক বিলম্ব হ'য়ে গেছে। তা যাক্‌, তথাপি ভগবানকে ধন্যবাদ প্রদান করছি যে রাত্রি প্রভাত হবার পূর্ব্বেই এখানে উপস্থিত হ'তে পেরেছি।

ঈশ্বরসিংহ। তবে আর বিলম্বের প্রয়োজন কি? এস মা—[আশালতার হাত ধরিয়া] একমাত্র সেই বিপন্নের বন্ধু দিনবন্ধুর নাম স্মরণ ক'রে তোমাকে পাত্রস্থ করি। হাঁ বীর! আর বিলম্ব নাই, এখনও চিন্তা ক'রে দেখ; আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করলেই দিল্লীর সম্রাট আকবর তোমার শত্রু হবেন, হয় তো বা কাল সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তোমার উষ্ণ শোণিত ইস্‌লাম খড়্গে সুরঞ্জিত হবে।

কিশনলাল। চিন্তার কথা বটে, কিন্তু হে বিপন্ন অসহায় বৃদ্ধ রাজপুত! যখন আপনাকে আশ্বাস-বাক্য প্রদান ক'রে ফেলেছি, যখন রাজপুত-কুল গৌরব রক্ষা করবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি, যখন অত্যাচার-পীড়িতা শঙ্কিতা চকিতা ভীতা এক অসহায় রাজপুতনারীর নারীধর্ম্ম রক্ষার জন্য স্বীয় নশ্বর জীবনটুকু উৎসর্গ করবার সঙ্কল্প ক'রে ছুটে এসেছি, তখন আর চিন্তার অবসর নাই—এখান থেকে ফিরে যাবার উপায় নাই। আপনি আর কালক্ষেপ করবেন না, বিলম্বে বিঘ্ন উপস্থিত হ'তে পারে। এ বিবাহে আর কিছুর আয়োজন করতে হবে না, কোনরূপ সাক্ষী রাখ্‌বার প্রয়োজন নাই। কেবল কুলবালা-হ'লেও শঙ্খধ্বনি করুন।

ঈশ্বরসিংহ। না বীর, আমি নিষেধ করেছি, শঙ্খধ্বনির প্রয়োজন নাই—এখনই সকলে জান্‌তে পার্‌বে, কার মনে কি আছে! এখনই হয় তো বৈরাম খাঁ সংবাদ পেয়ে শুভ কার্য্যে বাধা প্রদান কর্‌বে।

কিশনলাল। কোন চিন্তা নাই; সহস্র বৈরাম খাঁ, লক্ষ আকবর সা এখানে উপস্থিত হ'লেও আমাদের এ বিবাহে আর বাধা দেবার শক্তি নাই। ভার্য্যত্ব-সম্পাদক জ্ঞানই বিবাহ; আমি যে মুহূর্ত্তে এখানে উপস্থিত হ'য়ে আপনার কন্যাকে পত্নীরূপে দর্শন করেছি, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের বিবাহ হ'য়ে গেছে। এই শুভ সংবাদ ধর্ম্ম রাজ্যে প্রেরণ কর্‌বার জন্যই আমি কুলবালাগণকে শঙ্খধ্বনি কর্‌তে অনুরোধ কর্‌ছি। মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনিই যদি অমঙ্গলের কারণ হয়, তবে সে অমঙ্গল কি মঙ্গলময়ের ইচ্ছা নয়? ভগবানের নাম গ্রহণ কর্‌লেই যেখানে বিপদ হয়, সে বিপদ কি ভগবানের অভিপ্রেত নয়? তা যদি হয়, তবে তাতে কে বাধা প্রদান কর্‌বে প্রভু?

ঈশ্বরসিংহ। ধন্য বীর! ভগবানে এতটুকু আত্মবিশ্বাস না থাক্‌লে কি আর হাস্‌তে হাস্‌তে অমূল্য জীবন দান কর্‌বার জন্য ছুটে এসেছ! মা! কুললক্ষ্মীগণ [সখিগণের প্রতি] আমি নিষেধ প্রত্যাহার কর্‌ছি; তোমরা শুভ মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি কর্‌তে থাক—হুলুধ্বনি দাও, যা ভাগ্যে আছে তাই হবে,—আমি কন্যাদান করি। [সখিগণ শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি করিতে লাগিল] তবে আয় মা! [আশালতার হাত ধরিয়া কিশনলালের হাত ধরিতে উদ্যত, এমন সময় অদূরে সসৈন্য বৈরাম খাঁকে দেখিয়া হতাশভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া] ওহো, ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় যে রাজপুতের কুলগৌরব রক্ষা হয়।

[সভয়ে সখিগণের দ্রুত প্রস্থান।

সসৈন্য বৈরাম খাঁর প্রবেশ।

বৈরাম খাঁ। সৈন্যগণ! সর্ব্বাগ্রে রাজপুত যুবককে বন্দী কর। প্রত্যেকে সহস্র মুদ্রা পুরস্কার পাবে। ওঃ, আর একটু হ'লেই বিবাহ হ'য়ে যেতো।

সৈন্যগণ। আল্লা আকবর কী জয়! হো-হো-আল্লা—হো-হো! [ঈশ্বর সিংহকে আক্রমণ করিল]

কিশনলাল। [হস্তের দ্বারা যুদ্ধ করিতে করিতে] এ কি, অবৈধ নৈশ আক্রমণ! কাপুরুষ বৃদ্ধ বৈরাম খাঁ! আমি নিরস্ত্র; যদি বীরবীর্য্যে জন্মগ্রহণ ক'রে থাকিস্, যদি বীরের মহত্ব কিছুমাত্র বুঝিস্, তবে একখানা অস্ত্র গ্রহণ কর্‌বার সুযোগ দে!

ঈশ্বরসিংহ। ভয় কি বীর, আমি তোমাকে অস্ত্র প্রদান কর্‌ছি; আমি বৃদ্ধ হ'লেও রাজপুত। [অস্ত্রদান করিতে অগ্রসর ও যুদ্ধ]

বৈরাম খাঁ। আর আমি বৃদ্ধ হ'লেও ভারতের মোগল সাম্রাজ্যের রক্ষক। সাবধান বৃদ্ধ! আর এক পদ অগ্রসর হ'লে বৈরাম খাঁ ধৈর্য্যের সীমা রাখ্‌তে পার্‌বে না। [যুদ্ধ]

কিশনলাল। [হতাশভাবে] ওঃ—একখানা যদি অস্ত্র পেতাম, এই মুষ্টিমেয় সৈন্য নিষ্পেষিত ক'রে আজকের দিনটাও তোমাদের রক্ষা কর্‌তে পার্‌তাম।

ঈশ্বরসিংহ। [যুদ্ধ করিতে করিতে বৈরাম খাঁর অস্ত্রে আহত হইয়া] ওঃ—দারুণ আঘাত! যায়—প্রাণ যায়! আশা! আমি চল্‌লাম। [পতন] ওঃ—বড় পিপাসা! নীচ যবন গৃহে প্রবেশ করেছে! না—না, কেউ এক বিন্দু জল কণ্ঠে দিও না।

সৈন্যগণ। [কিশনলালকে বন্দী করিয়া] জয় আকবর কী জয়!

কিশনলাল। ওঃ—যাও বৃদ্ধ, সবই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা।

আশালতা। উজির সাহেব! আমার পিতার জীবন রক্ষা করুন! আমি স্বেচ্ছায় বন্দী হ'য়ে দিল্লীর হারেমে গিয়ে থাক্‌বো।

ঈশ্বরসিংহ। ওঃ—বৈরাম খাঁ! আমি চল্‌লাম! ওঃ—বড় যাতনা! যদি ঈশ্বর থাকেন, এক দিন তুমিও মৃত্যুকালে এইরূপ জল পাবে না—এমনি নিষ্ঠুরভাবে নিহত হবে। ওঃ—[মৃত্যু]

আশালতা। পিতা পিতা! উজির সাহেব! আমার কি সর্ব্বনাশ কর্‌লেন!

বৈরাম খাঁ। কি কর্‌বো সুন্দরী, এখন শোক কর্‌বার সময় নয়; পূর্ব্বে বুঝ্‌লে আর এমন হ'তো না। চল সৈন্যগণ! চল সুন্দরী!

আশালতা। ওঃ—সত্যই আমাকে যেতে হবে। তা যাচ্ছি, কিন্তু আমার পিতার—উজির সাহেব! যা হয় করুন, আমি আর তাকাতে পাচ্ছিনে। [বদনে বস্ত্রাচ্ছাদন]

বৈরাম খাঁ। তোমার পিতার জন্য কোন চিন্তা নাই সুন্দরী! আমি সৎকারের সুব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। যাও সৈন্যগণ, ইসলামবিদ্বেষী ঈশ্বরসিংহের মৃতদেহ কুক্কুর দিয়ে খাওয়াও গে।

আশালতা। পিতা! পিতা!

কিশনলাল। সংজ্ঞা লুপ্ত হও অথবা কর্ণ বধির হও।

[আশালতা ও শৃঙ্খলাবদ্ধ কিশনলালকে লইয়া অগ্রে বৈরাম খাঁর প্রস্থান; পশ্চাৎ ঈশ্বরসিংহের মৃত দেহ লইয়া সৈন্যগণের প্রস্থান।]

পঞ্চম দৃশ্য।

ইন্দুমতীর প্রাসাদ।

বহিস্থপথে গীতকণ্ঠে মাতালগণের প্রবেশ।

মাতালগণ।—

গীত।

কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ।
মদের বোতল নেহি ছোড়েগা চালাও দিন রাত॥
যো বি মদ খায়া, কেয়া মজা পায়া,
দিল্ সাচ্চা রয়া, দেখো জি পিয়া, নেহি ঝুটা বাৎ।
নেহি খায় গাধা, দুনিয়াকা সুধা,
নেহি কছু বাধা, ভড়্কাও মাৎ, আও মেরা নাথ॥

[প্রস্থান

ইন্দুমতীর প্রবেশ।

ইন্দুমতী। আজ মুখপোড়া আসুক্—দেখে নোবো তার এক দিন কি আমার এক দিন। আমি অবলা রমণী, আমার সঙ্গে প্রতারণা! মিথ্যা বাক্যে ভুলিয়ে নিয়ে এসে আমার এই সর্ব্বনাশ করা! ঐ যে বিড়াল-তপস্বী দেখা দিয়েছেন; আজ যা থাকে কপালে, ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দোবো।

সত্যানন্দের প্রবেশ।

সত্যানন্দ। ইন্দুমতীর মুখখানা আজ ভার ভার দেখ্ছি; বলি ব্যাপারখানা কি?

ইন্দুমতী। [বিরক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক মুখ ফিরাইয়া দণ্ডায়মান]

সত্যানন্দ। তাই তো, আমার যে বড় সন্দেহ উপস্থিত হ'চ্ছে। বলই-না-ইন্দু, ব্যাপারখানা কি? প্রলয়ের প্রাক্‌কালীন আকাশমণ্ডলের ন্যায় অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য দেখে আমার যে বড় ভয় হ'চ্ছে; জানি না, তোমার সরল প্রাণে কিসের বিদ্রোহ উপস্থিত হয়েছে! আর সন্দেহ-দোলায় দুলিও না সুন্দরী! কিসে এত অভিমান হয়েছে, বল—এই মুহূর্ত্তে তার ব্যবস্থা হ'চ্ছে।

ইন্দুমতী। তুমি যাও, আমাকে বেশী বিরক্ত ক'রো না; তুমি প্রতারক!

সত্যানন্দ। ও কি বল্‌ছো? ইন্দু! আমি তোমার সঙ্গে প্রতারণা করেছি? আমি যে কিছু বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছিনে।

ইন্দুমতী। তুমি শাস্ত্রদর্শী, বিদ্বান; তুমি বলেছিলে শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে, প্রত্যেক মঠাধ্যক্ষ শক্তিসাধনা কর্‌বার জন্য এক একটী বাল-বিধবা ভৈরবীরূপে গ্রহণ কর্‌তে পারে, এতে কিছুমাত্র পাপ নাই; তাই তোমার শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস ক'রে কুলত্যাগ করেছিলাম। এখন দেখ্‌ছি মহাপাপ করেছি। এই পুণ্য পবিত্র বারানসীক্ষেত্র, এখানে গণিকারূপে অবস্থান কর্‌ছি। দশাশ্বমেধঘাটে স্নান কর্‌তে গেলে লোকে গোপনে অঙ্গুলিসঙ্কেতে আমাকে লক্ষ্য ক'রে ঘৃণা করে। এই তো গেল ইহসংসারের সুখ! তারপর যমালয়ে যাবার পথে ভীষণ কাঁটাবনের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাবে, উঃ—কি ভীষণ শাস্তি! না—না, তুমি এখান থেকে স'রে যাও, আর আমাকে পাপ পথে টেনো না।

সত্যানন্দ। কি সর্ব্বনাশ! এই বারানসীক্ষেত্রে আমার অপেক্ষা কার শাস্ত্রজ্ঞান অধিক আছে, যে তার কথায় বিশ্বাস করেছ?

ইন্দুমতী। কেন, তুমিই আজ সন্ধ্যাবেলা ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা দিচ্ছিলে, আমি স্বকর্ণে শুনে এসেছি।

সত্যানন্দ। এমন কি বক্তৃতা দিচ্ছিলাম, তাতে তোমার প্রাণে এত ভয়ের সঞ্চার হয়েছে?

ইন্দুমতী। তুমি আজ সর্ব্বজন সমক্ষে উচ্চকণ্ঠে প্রচার করেছ—যে সমস্ত রমণী পরপুরুষের প্রতি আসক্ত হয়, শিমুলগাছের কাঁটার উপর দিয়ে তাদের যমালয়ে টেনে নিয়ে যায়—অসহনীয় যন্ত্রণা পায়, সেখানে যমদূতগণ তাদের কাতর চীৎকারে কর্ণপাত করে না। ওঃ—তোমাকে আমি বড় ভালবাস্‌তাম। আমার শেষ পরিণাম যদি এই হয়, তবে তুমি জেনে শুনে কেন আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছ—কেন আমাকে এ পাপ পথে টেনে নিয়ে এসেছ? ওঃ—শিমুলগাছের কাঁটার উপর দিয়ে হিঁচ্‌ড়ে টেনে নিয়ে যাবে, হায়—হায়, আমার শেষে এই ছিল!

সত্যানন্দ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এরই জন্য তুমি এত মনোকষ্টে রয়েছ, এই সামান্য কারণে তুমি এত অভিমান করেছ? কোন চিন্তা নাই প্রিয়তমে, কোন চিন্তা নাই। তুমি যে আমার শাস্ত্রসম্মত ভৈরবী, আমি পরপুরুষ হ'লেও তোমার ব্যবস্থা অন্যরূপ হবে।

ইন্দুমতী। কি ব্যবস্থা হবে? শিমুলগাছের উপর দিয়ে হড়্‌হড়িয়ে টেনে নিয়ে যাবে, আর তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌বে!

সত্যানন্দ। না—না সুন্দরী, সে জন্য কোন চিন্তা নেই! তোমার ব্যবস্থা ওরূপ হ'তেই পারে না। পরপুরুষে আসক্তা রমণীগণকে যমদূতেরা শিমুলগাছের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে গিয়ে যখন শিমুলগাছের কাঁটা ক্ষ'য়ে তেল হ'য়ে যাবে, তখন তারা তোমাকে তার উপর দিয়ে সুড়্‌-সুড়্‌ ক'রে টেনে নিয়ে যাবে—তোমার কোন কষ্ট হবে না। তুমি আমার চক্রসিদ্ধা ভৈরবী, তোমার চিন্তা কি? [হস্তধারণ]

ইন্দুমতী। সত্য বল্‌ছ? দেখ, আমি অবলা রমণী, আমার বেশ বিশ্বাস হ'চ্ছে না।

সত্যানন্দ। আমি তোমাকে স্পর্শ ক'রে শপথ ক'রে বল্‌ছি, এর প্রমাণ শাস্ত্রে জ্বল্‌-জ্বল্‌ করছে।

ইন্দুমতী। আচ্ছা, তবে তুমি আমাকে গোপনে রেখেছ কেন?

সত্যানন্দ। প্রকাশ্যভাবে ভৈরবীসাধনা শাস্ত্রে নিষেধ আছে, তাই এমনভাবে রেখেছি; এ কথা তো বহুবার বলেছি।

ইন্দুমতী। হুঁ! দেখ, আজ তোমার উপর বড় অভিমান হয়েছিল, তা কিছু মনে ক'রো না।

সত্যানন্দ। কি আর মনে কর্‌বো প্রিয়তমে! তোমার সরল মন থেকে যে এই ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হয়েছে, এই আমার পরম সৌভাগ্য। ইন্দুমতী! আজ আমি এক বিশেষ কারণে বড় ব্যস্ত, এখন আমি চল্‌লাম —কাল এসে দেখা কর্‌বো। কিছু মনে ক'রো না প্রিয়তমে! [আলিঙ্গনপূর্ব্বক চিবুকধারণ] আজ বড় ব্যস্ত!

[প্রস্থান।

ইন্দুমতী। সত্যই ওর মত শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞানী পণ্ডিত এ কাশীধামে আর নাই; নইলে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সকলেই ওঁর চরণে মাথা নত করবে কেন? উনি সত্যই বলেছেন—আমার কোন ভয় নেই।

প্রেমানন্দের প্রবেশ।

প্রেমানন্দ। ওগো মহামহিমান্বিতা বাবাঠাকুরবনিতা! এখানে প্রভু এসেছিলেন বল্‌তে পার?

ইন্দুমতী। এসেছিলেন বটে, কিন্তু এইমাত্র ব্যস্ত হ'য়ে চ'লে গেলেন।

প্রেমানন্দ। চ'লে গেলেন? বাঃ, বাঁচা গেছে; আমি বড় ভাব্‌ছিলাম।

ইন্দুমতী। তিনিও ব্যস্ত, তুমিও তাড়াতাড়ি তাঁকে খুঁজ্‌তে এসেছ; বলি প্রেমানন্দ! আজকের ব্যাপারটা কি?

প্রেমানন্দ। আজ বেজায় লম্বাচওড়া একটা দাঁও জুটে গেছে! যাক্, সে কথা "ন বক্তব্যং স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।" বলা নিষেধ, এখন আমি চল্‌লাম। [প্রস্থানোদ্যত]

ইন্দুমতী। আহা, একটু দাঁড়াও না! কত দিনের পর এলে, দুটো কথা কও। ওসব দাঁও তো তোমাদের রোজই জুট্‌ছে, ওতে আর নূতনত্ব কি আছে? যেও এখন, একটু দাঁড়াও।

প্রেমানন্দ। আজ্ঞে, হুজুরাণী যখন হঠাৎ হুকুম কর্‌ছেন, তখন একটু দাঁড়াতে হয়েছে। এখন ঐ শ্রীচরণারবিন্দের কিঞ্চিৎ মকরন্দ-প্রয়াসী অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গুব্‌রে পোকা সদৃশ এই দাসানুদাস ভ্রমরটী আপনার মনের ভাব জান্‌তে পার্‌লে হঠাৎ ভীষণ উদ্বেগের হাত হ'তে কথঞ্চিৎ সুস্থতা লাভ কর্‌তে পারে।

ইন্দুমতী। আবার সেই ভণিতা আরম্ভ ক'রে দিলে প্রেমানন্দ? তোমার সঙ্গে কি আমার ঐ রকম সম্বন্ধ? পিতৃ-মাতৃহীন আত্মীয় বন্ধুহীন অবস্থায় পরের গৃহে পড়েছিলাম। তুমিই দয়া ক'রে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর মহাপুরুষের অনুগ্রহ লাভ করিয়ে দিয়েছ, সেজন্য তোমার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। [~~তবে ওভাবে প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে কেন আমাকে অপরাধিনী কর্‌ছো?~~]

প্রেমানন্দ। দেখ, শাস্ত্রে আছে—"অবস্থা পূজ্যতে রাজন্, ন শরীরং কদাচন।" অর্থাৎ মানুষ কুরূপই হোক্, আর সুরূপই হোক্, তাতে হঠাৎ কিছু যায় আসে না, অবস্থানুসারে সম্মান বা অসম্মান পেয়ে

থাকে। তুমি এখন উন্নত অবস্থায় হঠাৎ আরোহণ করেছ, কাজেই মহামহিমান্বিতা, অশেষ গুণযুতা, পরম পবিত্রা, করুণার স্রোতস্বিনী, পরমানন্দদায়িনী ইত্যাদি ইত্যাদি বড় বড় ওজনের বিশেষণগুলির দ্বারা তোমাকে অলঙ্কৃত করতে বাধ্য হ'চ্ছি। এতে তুমি দুঃখিত হ'য়ো না। আবার যখন হঠাৎ সে অবস্থা ফিরে আসবে, তখন হতভাগিনী, চণ্ডালিনী, কালীঘাটের ভিখারিণী, হঠাৎ পথিপার্শ্বে তাম্বুলবিক্রয়কারিণী, সর্ব্বাঙ্গে--প্রমেহ-রোগচিহ্নিত-- পরগৃহে দাসী-মূর্ত্তিধারিণী অথবা শ্বাস-কাশ-যক্ষা, শ্বেতকুষ্ঠ, গলিতকুষ্ঠ অথবা পক্ষাঘাত রোগাদি-সংসূচিত-মহাপাতককারিণী-- ইত্যাদি ইত্যাদি ভূরি ভূরি গুরুগম্ভীর বিশেষণের দ্বারা সম্বোধন করা যাবে! তার জন্য কোন চিন্তা নাই হে বর্ত্তমানে হঠাৎ মহাসৌভাগ্য-শালিনী!

ইন্দুমতী। দেখ, আমি তোমার অত বড় বড় কথার কিছু মানে বুঝে উঠতে পারছি নে। তুমি আমার পরম হিতৈষী; আমার অবস্থার উন্নতি, সে তো তোমারই অনুগ্রহের ফল! সুতরাং তোমার মুখে একটা বেশী কিছু শুনলে প্রাণে বড় ব্যাথা পাই, আর সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিতও হই।

[redacted]। তা যাক্‌, এখন আসল কথাটা কি বলছিলে, বল তো শুনি?

ইন্দুমতী। দেখ, তোমার তিন কুলে আপনার বলতে কেউ নেই; আমার মতে তুমি একটী বিয়ে কর।

প্রেমানন্দ। দোহাই প্রভুপত্নী, জ্ঞানকৃত তো এ দাস আপনার শ্রীচরণ-সরোজে হঠাৎ কোন অপরাধ করেনি, তবে এবম্বিধ কঠোর আদেশের দ্বারা হঠাৎ দাসকে কেন অনুগৃহীত করছেন?

ইন্দুমতী। দেখ, তোমার সঙ্গে কোন কথা চলে না; যখনই কিছু

বলেছি, অমনি সাত পাঁচ কথা—তোমায় উপহাস ক'রে থাক। তুমি কি বল্‌তে চাও, বিবাহ করাটা একটা মহাপাপ ?

প্রেমানন্দ। না—না, কোন্ [redacted]কাণ্ড জ্ঞানহীন মহাহস্তীমূর্খ হঠাৎ এ কথা সাহস ক'রে বল্‌তে পারে যে বিবাহ করা একটা মহাপাপ ? এই পুণ্য কাশীধামের মণিকর্ণিকার ঘাট বাঁধিয়ে দিলে যে পুণ্য হয়, বিবাহ কর্‌লে ঠিক্ সেই পুণ্য হয়। সুতরাং বিবাহ অর্থাৎ রমণী-সংসর্গ একটী পরম পবিত্র পুণ্য কার্য্য। যতদিন তুমি টাকা কড়ি উপায় কর্‌তে পার্‌বে, ততদিন ঠিক্ নিক্তির ওজনে আদর যত্ন অনুরাগ পাবে। তারপর যাই টাকাকড়ির কম্‌তি, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তেমনি পীরিতেরও ঘাট্‌তি ! তারপর যতদিন নিঃস্ব হ'য়ে বাঁচ্‌বে,—গেলুম রে, মলুম রে, হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া, মুখপোড়া ইত্যাদি মোলায়েম মধুর সম্বোধন, অথবা গলায় দড়ি, জলে ডোবা, হঠাৎ বিষ খাওয়া প্রভৃতি উৎকট ভীতিপ্রদর্শন, হয় তো বা কিল চড় চাপড় ঝাঁটা লাথি ইত্যাদি ইত্যাদি কায়দামাফিক সুধাবর্ষণ, অথবা অতি গোপনে প্রেমবিতরণ ইত্যাদি মধুময়ভাবে দরিদ্র বিবাহজীবনকে বিভোর ক'রে তুল্‌বে। আর বিবাহ ক'রেই যদি অক্কা পাও, নিরালয়ে একটী পুকুর প্রতিষ্ঠা ক'রে চল্‌লে আর কি ! আহা-হা, কি পুণ্য বলুন দেখি ? হে মহা-মহিমান্বিতে ভৈরবীকৃতে, কত পিপাসিত আহুত অনাহুত পথিক ইচ্ছা-মত সেই রূপের ঘাটে ব'সে প্রেমসলিলে পিপাসা দূর করতে সমর্থ হবে। অহো, কি মহাপুণ্য—কতলোকের আত্মার তৃপ্তি হবে !

ইন্দুমতী। এ তোমার খুব ভ্রান্ত ধারণা প্রেমানন্দ ! সকল রমণীর প্রকৃতি এক নয়।

প্রেমানন্দ। তা হ'তে পারে, কিন্তু আমার বিশ্বাস—পয়সা না থাক্‌লে বিবাহিতাই হউক, সংগৃহীতাই হউক, ভৈরবীকৃতাই হউক,

আর দু এক ঘণ্টার জন্য হঠাৎ ভাড়াটীয়াই হউক, কোন রমণীই হঠাৎ প্রাণখোলা খাতির করবে না। সুতরাং রমণীসংসর্গ করতে হ'লেই প্রচুর অর্থের প্রয়োজনমিতি বিদুষাং পরামর্শঃ। এখন চল্‌লাম, বড় দেরী হ'য়ে গেল। [প্রস্থান।

ইন্দুমতী। প্রেমানন্দ যা বলে, তা কথাগুলো অনেকটা সত্যি বটে! তাই তো, মনটা যে আজ খারাপ হ'য়েই থাক্‌লো। যাই—একটু স্নান করিগে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

তুলসীদাসের বাটীর সন্নিহিত বন।

গীতকণ্ঠে কাঠুরিয়া-রমণীগণের প্রবেশ।

কাঠুরিয়া-রমণীগণ।—

গীত।

সাঁ। সাঁ। করিয়ে চলিয়ে চল্ কেন করিস্ দেরী।
সূয্যি মামা উঠ্‌লো মাথে ভুখ্ লেগিছে ভারী॥
মরদ সব নেইকো ঘরে, কাম্‌সে আস্‌বে পিয়াস তরে,
চালিয়ে দে পাঁও জোরে জোরে, নইলে খেতে হবে ঝাড়ুর বাড়ি।
মরদগুলোর মেজাজ চটা, যেন সব নবাবকা বেটা,
জুতো ন্যাতায় বাধার লেটা সোয়ামির ঘর কি ঝকমারি॥

[প্রস্থান।

অনিসন্ধিৎসুনয়নে রত্নবতীর প্রবেশ ।

রত্নবতী। কৈ—এখনও তো তাঁর দেখা নেই ! এদিকে সন্ধ্যা হ'য়ে এলো, কি করি ? মোহন ঠাকুরপোকে সংবাদ দেবো ? না—থাক্, রোজ রোজ ঠাকুরপোকে বিরক্ত কব্‌তে আমার লজ্জা বোধ হয়।

সহসা রামদাস বাবাজীর প্রবেশ।

রামদাস। এখানে দাঁড়িয়ে কি ভাব্‌ছো মা ? গৃহলক্ষ্মী, গৃহে যাও।

রত্নবতী। বাবা ! আমার কি হবে ? তিনি যে অনেকক্ষণ বাড়ী থেকে গেছেন, যদি কিছু হ'য়ে থাকে ! [অশ্রুমোচন]

রামদাস। তোমার মন যখন এতই দুর্ব্বল মা, তখন তুমি কেন তাঁকে যেতে দিলে ?

রত্নবতী। সে অনেক কথা বাবা ! আমার সামান্য একটু কষ্ট হ'লে, সেই কষ্টটুকু দূর কব্‌বার জন্য আমাব স্বামী এত ব্যস্ত হ'য়ে পড়েন, সে কথা আপনাকে কি বল্‌বো ! আজ রাঁধবার সময় ঘরে একটু ধোঁয়া হয়েছিল ব'লে তিনি আমাকে কিছুতেই রাঁধ্‌তে দিলেন না। আমাকে জোর ক'রে উঠিয়ে দিয়ে নিজে সেই ধোঁয়া ভোগ ক'রে রাঁধ্‌লেন ; যা পার্‌লেন দুটি আহার ক'রেই সেই ঠিক্ দুপুর বেলা একখানা কুড়ুল হাতে ক'রে বেরিয়ে পড়্‌লেন। পায়ে ধ'রে নিষেধ কর্‌লাম, কিছুতেই শুন্‌লেন না, বরং বিরক্ত হ'য়ে উত্তর দিলেন—যে দুর্ভাগ্য পুরুষ ধর্ম্মপত্নীকে সুখী কর্‌তে পারে না, তার জীবনে শত ধিক্ !

রামদাস। [সহাস্যে] কোন ভয় নেই মা, তিনি এখনি ফিরে আস্‌বেন। তুমি বড় ভাগ্যবতী, তোমার মত কয়জন ভাগ্যবতী নারী স্বামীর প্রাণভরা ভালবাসা উপভোগ কর্‌তে পায় মা ?

রত্নবতী। এক হিসাবে আপনি যা বল্‌ছেন তা সত্য, কিন্তু বাবা, তিনি দিন দিন আমার প্রতি যেরূপ অনুরক্ত হ'য়ে পড়্‌ছেন, তাতে আমার বড় ভয় হ'চ্ছে! বড় লজ্জার কথা বাবা,—তিনি পূজা, হোম, জপ, সব ত্যাগ করেছেন! যদি প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তার অপরাধ গ্রহণ ক'রে তাঁকে শাস্তি দেন, সে শাস্তি যে আমার বুকে ভীষণ বাজ্‌বে,—তখন আমার কি হবে—আমি কোথায় দাঁড়াবো? বলুন বাবা, এখন আমার কর্ত্তব্য কি?

রামদাস।—

গীত।

এখন জোয়ার মুখে যাচ্ছে তরী টানাটানি ক'রো না।
ভাঁটার মুখে আসবে ফিরে কেন কর বৃথা ভাবনা॥
মোহস্রোতের বড় টান (তাতে) ডেকেছে পূর্ণিমার বান,
(তাই) চল্‌ছে তরী শান্ শান্ মান্‌বে না সে কোন মানা॥
তরীর মাঝি তুমি হও, তবে কিসের তরে ভয় পাও,
স্রোতের মুখে যেতে দাও, কেবল লক্ষ্য রেখো ঠিকানা।
যতই কেন যাক্ না চ'লে, পূর্ণিমার ভাব কেটে গেলে,
প্রতিপদের ভাঁটা পেলে ফির্‌বে তখন একটানা॥

রত্নবতী। বাবা! আপনার উপদেশ শিরোধার্য্য। আপনাদের ন্যায় সাধু-সন্ন্যাসীরা যখন আমাকে করুণার দৃষ্টিতে দেখে থাকেন, তখন আর আমার ভাবনা কিসের?

রামদাস। মাগো, তোমাকে কোমলপ্রাণা রমণী সাজ্‌লে চল্‌বে না, তোমাকে সংযমনিরুদ্ধ কঠোরতা অর্জ্জন কর্‌তে হবে,—তুমি যে মা এই কলিযুগে আচারভ্রষ্ট ভারতবাসীর মুক্তিপথের উত্তর-সাধিকা। চল মা, সন্ধ্যা হ'য়ে এলো, আমি তোমাকে বাড়ী রেখে আসি।

রত্নবতী। আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না, ঐ যে আমার ঠাকুরপো আস্‌ছেন!

রামদাস। তবে আসি মা।

[প্রস্থান।

মোহনচাঁদের প্রবেশ।

মোহনচাঁদ। আচ্ছা বৌদিদি, একি তোমার আক্কেল আচরণ? তুমি না গৃহস্থের বৌ? এই সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে, তুমি কাউকে না ব'লে বাড়ী থেকে একলা বেরিয়ে এসে এই বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছ, কি দুঃসাহস!

রত্নবতী। ঠাকুরপো! আমার অন্যায় হয়েছে, আমাকে ক্ষমা কর।

মোহনচাঁদ। বাস্—এক কথায় সব জল হ'য়ে গেল। আর আমি যে সেই সারা বৈকাল বেলাটা এদিক ওদিক সেদিক খুঁজে খুঁজে হায়রাণ হ'লুম, তার কথা কেউ ভাব্‌লে না। তোমাকে যে এক-দণ্ড দেখ্‌তে না পেলে মাতৃহারা মোহন চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখে, কৈ—তার বিচার তো হ'লো না। বৌদিদি, তুমি বড় নিষ্ঠুর!

রত্নবতী। ঠাকুরপো! তুমি দুঃখিত হ'য়ো না, তোমাকে না ব'লে আসা আমার বড় অন্যায় হয়েছে।

মোহনচাঁদ। ঠিক্ আন্তরিক বল্‌ছো অন্যায় হয়েছে?

রত্নবতী। হাঁ ঠাকুরপো, আমি এর জন্য বড়ই লজ্জিত—বড়ই দুঃখিত।

মোহনচাঁদ। উত্তম! তবে প্রতিজ্ঞা কর, আজ হ'তে এই দাসানুদাস গরীব মোহনচাঁদকে না ব'লে কোথাও একটী পাও বাড়াবে না।

রত্নবতী। তুমি ব্রাহ্মণ, তোমাকে স্পর্শ ক'রে শপথ কর্‌ছি;

কিন্তু ঠাকুরপো, আজ থেকে তিনি যাতে বাড়ীর বাইরে না যান, তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁর আস্‌তে একটু বিলম্ব হ'লে আমি যে অস্থির হ'য়ে উঠি, কত অশুভ কল্পনা কুয়াসার মত হৃদয়কে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে,—তাঁর ক্ষণিক অদর্শনে আমার অন্তরে কি এক অব্যক্ত নিদারুণ হাহাকার বিদ্রোহ উপস্থিত করে, তা তুমি কল্পনায় আন্‌তে পারবে না। এখন দয়া ক'রে এমন একটা ব্যবস্থা কর, যাতে তিনি আর বাড়ী থেকে কোথাও না যান।

মোহনচাঁদ। তার জন্য চিন্তা কি বৌদি! আমি এমন ব্যবস্থা ক'রে দোবো, যাতে তোমার দেবতাটী আর ইচ্ছামত কোথাও না যেতে পারে।

রত্নবতী। আমি প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করি ঠাকুরপো, তুমি দীর্ঘজীবী হও। এখন দয়া ক'রে বল, কি ব্যবস্থা ক'রে দেবে?

মোহনচাঁদ। তোমার বাড়ীর উঠানে একটা গোঁজ পুত্‌তে হবে, তারপর একগাছি আশী হাত লম্বা দড়া দিয়ে সেই গোঁজের সঙ্গে তুলসীদার কটিদেশ বন্ধন করতে হবে। বাস্—তোমার দেবতা আর যায় কোথায়! বাছাধনকে আর সদর দরজা পার হ'তে হবে না, তোমারও কোন অসুবিধা হবে না। সে তোমার রান্নাঘরে রেঁধে দিতে পারবে, প্রয়োজন হ'লে বাটনাও বেঁটে দিতে পারবে, কূপ থেকে জল তুলে দেওয়া তাও অসুবিধা হবে না। ঠাকুরঘরটা একটু দূরে, তা সেদিকে যাওয়া তো বন্ধ ক'রেই দিয়েছে,—আর তোমার শয়নমন্দির সে তো সম্মুখেই, কোন অসুবিধা হবে না ঠাকরুণ!

রত্নবতী। ঠাকুরপো! কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে তুমি এত আনন্দ পাও! ওঃ—ভগবান, তুমি ভিন্ন এ সংসারে আমার ব্যথা বোঝ্‌বার আর কেউ নেই!

মোহনচাঁদ। বৌদি, আমার অপরাধ হয়েছে, আমাকে ক্ষমা কর।

[দূরে একদল দস্যু দেখিয়া] ও কি! ও কি! একদল দস্যু আমাদের লক্ষ্য ক'রে ছুটে আস্‌ছে নয়—সর্ব্বনাশ! ঠাক্‌রুণ! তোমার অলোক-সামান্য সৌন্দর্য্য দেখে নিশ্চয়ই ঐ দস্যুদল কোন দিন মুগ্ধ হয়েছিল, তাই আজ সুযোগ পেয়ে আক্রমণ কর্‌তে আস্‌ছে! কি করি? ছুটে পালাবারও অবসর নাই, এ অসময়ে আত্মরক্ষার কোন সম্বল নাই, এখানে একমাত্র সম্বল তোমার পায়ের ধুলো! মহাশক্তির অংশরূপিণী সতী-শিরোমণি দেবী! আজ প্রাণ খুলে আমার মস্তকে তোমার পবিত্র পদরজঃ আশীর্ব্বাদ স্বরূপ চাপিয়ে দাও, নিশ্চয়ই আমি বিপদমুক্ত হবো। [পদ-ধূলি গ্রহণ]

রত্নবতী। ,ঠাকুরপো! আমি আশীর্ব্বাদ করি, ভগবান যেন তোমার সহায় হন।

ভগীরথসিংপ্রমুখ দস্যুগণের প্রবেশ।

ভগীরথসিং। সাবধান যুবক! যদি প্রাণের মমতা রাখ, তবে ঐখানে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক।

মোহনচাঁদ। আকারে ব্যবহারে বুঝ্‌তে পার্‌ছি তুমি দস্যু, তথাপি তুমি মানুষ; আমি তোমার মানবত্বের কাছে এক পল সময় ভিক্ষা চাচ্ছি একগাছা লাঠি সংগ্রহ কর্‌বার জন্য।

ভগীরথসিং। দস্যুর নিকট সময় ভিক্ষা! হাঃ-হাঃ-হাঃ! অনুচর-গণ! সকলে মিলে পলকের মধ্যে যুবককে বেঁধে ফেল।

[অনুচরগণ মোহনচাঁদকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল, মোহনচাঁদ অতর্কিতভাবে একগাছি লাঠি কাড়িয়া লইয়া ভীষণ যুদ্ধে রত হইল; অবশেষে সকলে মিলিয়া মোহনচাঁদকে ধৃত করিয়া লৌহশৃঙ্খলে বন্ধন করিল।]

মোহনচাঁদ। বাঁধ, কিছুমাত্র ভীত আমি নই তোমার ও রক্ত-চক্ষুতে! মোহনচাঁদ তণ্ডুলভোজী হ'লেও উপযুক্ত অস্ত্র পেলে মানবত্ব-বীরত্ববিহীন তোদের মত পশুগুলোকে একবার দেখে নিতো।

ভগীরথসিং। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ও আস্ফালন নিষ্প্রয়োজন যুবক। দেবী! আপনার কোন ভয় নেই। চণ্ডেশ্বর মঠের অধ্যক্ষ বীরাচারী তান্ত্রিক মহামাননীয় সত্যানন্দ ঠাকুর আপনার অপার্থিব সৌন্দর্য্যের কথা শ্রবণ ক'রে আপনাকে স্মরণ করেছেন; এখন দাসকে যাতে বলপ্রয়োগ করতে না হয়, এবম্বিধ সম্মতিজ্ঞাপনে অনুগৃহীত করুন।

রত্নবতী। কি সর্ব্বনাশ! ঠাকুরপো—ঠাকুরপো! কে আমাকে রক্ষা করবে? এখানে যে কেউ নেই! [মোহনচাঁদের পশ্চাতে গমন]

মোহনচাঁদ। আমার অবলম্বন ত্যাগ ক'রে স'রে দাঁড়াও ঠাক্‌রুণ, এখনি ভগবানের আসন ট'লে উঠ্‌বে।

রত্নবতী। ঠাকুরপো! তুমি কি বল্‌ছ, আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে,—তুমি আমাকে দয়া ক'রে রক্ষা কর।

মোহনচাঁদ। মোহন যে শৃঙ্খলাবদ্ধ দেবী! কি করি! সত্যই কি দুর্ব্বল ব্রাহ্মণের কেউ নেই? তবে এতদিন ত্রিসন্ধ্যায় কার উপাসনা ক'রে এলাম? না—না, ঐ যে মা গায়ত্রী অভয়ারূপিণীরূপে ত্র্যক্ষরা ব্রহ্মবাদিনী আমাকে আশ্বাসবাণী প্রদান কর্‌ছেন। তবে জেগে ওঠ্ মা, চতুর্দ্দলমধ্যস্থা ব্রাহ্মণের চিরারাধ্যা দেবী পর্ণকুটীরবাসিনী মহাশক্তি, একবার জেগে ওঠ্ মা! তোর সন্তানকে আজ দস্যুতে লৌহশৃঙ্খলে বন্ধন করেছে। এই যে এসেছিস্ জননী, তবে আমার শিরায় শিরায় গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে প্রতি রক্তকণায় ছড়িয়ে পড়্ মা, আমি তৃণের মত ছিন্ন ক'রে ফেলি এই লৌহশৃঙ্খলটা! [শৃঙ্খল ছিন্ন হইয়া ভূমিতলে পতন]

কয়েকখানি কাষ্ঠ মস্তকে লইয়া তুলসীদাসের প্রবেশ।

তুলসী। এ কি—এ কি! রত্ন! তুমি এখানে? মোহন! এ কি? আমি যে বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে—আমার মাথা ঘুর্‌ছে! এরা কারা?

রত্নবতী। নাথ—নাথ! এরা দস্যু, আমাকে ধ'রে নিয়ে যেতে চায়,—আমাকে রক্ষা করুন। [ছুটিয়া তুলসীদাসের বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ, তুলসীদাসের কাষ্ঠগুলি ফেলিয়া আবেগভরে রত্নবতীকে বক্ষে ধারণ]

তুলসীদাস। [উদাসদৃষ্টিতে] এ্যাঁঃ—তোমরা দস্যু? ওঃ—কি আশ্চর্য্য! ছিঁড়ে নিয়ে যেতে চাও ব্রাহ্মণের হৃদ্‌পিণ্ড! তোমরা জান না হে বন্ধু, তোমরা জান না, এই দীনতা-শিশিরসিক্তা কুসুমিতা সুগন্ধি বাসন্তী-লতিকা এই বিশাল মহীরুহের জীবন রক্ষা কর্‌ছে। এমন লতিকা স্পর্শ ক'রো না—ছিঁড়ে ফেলো না,—নিরপরাধ তুলসীকে সংসার থেকে তাড়িয়ে দিও না।

মোহনচাঁদ। সখা! তোমার ও প্রাণের ব্যথা অনুভব কর্‌বার মস্তিষ্ক ও নরপিশাচদের নাই। বৃথা বাক্যব্যয়ে কেন সময় অপব্যয় কর্‌ছ? তুমি ঠাক্‌রুণকে নিয়ে অগ্রসর হও, আমি এদের বাধা দিচ্ছি। [তথা-করণে উদ্যত]

ভগীরথসিং। [redacted] আরে গর্ব্বিত যুবক! এতক্ষণে বুঝ্‌লাম, কৃতান্ত তোকে নিতান্তই স্মরণ করেছে। অনুচরগণ সকলে একযোগে আক্রমণ কর।

[দস্যুগণ চতুর্দ্দিক হইতে মোহনচাঁদকে আক্রমণ করিল]

মোহনচাঁদ। সখা! আর পার্‌লাম না—আর পার্‌লাম না। ওঃ—নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ভগবান্, তুমি কোথায়?

ধনুর্ব্বাণধারী মনুয়ার বেগে প্রবেশ।

মনুয়া। এই যে আমি এসেছি, কোন ভয় নাই,—এ অত্যাচার আমি সহ্য কর্‌বো না। [তীরবর্ষণ]

ভগীরথসিং। আরে—আরে অর্ব্বাচীন বালক, কে তুই? কেন তোর এ দুর্ব্বুদ্ধি হ'লো?

মনুয়া। আমি কে?

"রক্ষণায় চ সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

অথবা আমি পাগল, এখন দেখে নাও তীরের বহরটা। [তীর নিক্ষেপ]

ভগীরথসিং। ওঃ—অসহ্য, এই ক্ষুদ্র বালকের তীক্ষ্ণ শর আর সহ্য কর্‌তে পারি নে। অনুচরগণ! পালাও, যে যেখানে পার সব পালাও।

[দস্যুগণের বেগে প্রস্থান।

তুলসীদাস। কে তুমি অপ্রত্যাশিত মহাপ্রাণ বালক, এই মহা-বিপদে সাহায্য ক'রে চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ কর্‌লে?

মনুয়া।—

গীত।

ব্যাধের কুলে জন্ম আমার নামটী মনুয়া।
বনে বনে ধ'রে বেড়াই টিয়া কাকাতুয়া॥

তুলসীদাস। ব্যাধ—চণ্ডাল? ওঃ—যথেষ্ট হয়েছে, ঘৃণা কর্‌তাম কি না! না—অসম্ভব, এমন নবীন নবনীতকোমল প্রাণে কঠোর ব্যাধের কার্য্য করা অসম্ভব! না, আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে।

মনুয়া।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

স্বভাবেতে করায় কর্ম্ম, পাখী ধরা ব্যাধের ধর্ম্ম,
কাঁদ্‌বে কেন মোদের মর্ম্ম তাদের নীরব অশ্রু হেরিয়া॥

তুলসীদাস। হুঁ! আচ্ছা, তোমার জাল দড়া ধনুর্ব্বাণ দেখে পাখী সব পালিয়ে যায় না?

মনুয়া।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

কামরাঙা ফল খাবে ব'লে, বোকা পাখীগুলো আসে চ'লে,
শেষে বদ্ধ হয় এই মায়াজালে, তখন খাঁচায় রাখি পুরিয়া॥

তুলসীদাস। আহা! নিরপরাধ পক্ষীগণকে কতদিন খাঁচায় পুরে রাখ? ছেড়ে দাও তো?

মনুয়া।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

আবার কর্ম্মখাঁচায় থেকে থেকে, হরেরাম যখন বল্‌তে শেখে,
খাঁচাখানি যায় গো বেঁকে, তখন আপনি যায় উড়িয়া॥

[প্রস্থান।

তুলসীদাস। মোহন! আশ্চর্য্য এই বালকচরিত্র! সঙ্গীতের প্রতিচ্ছত্র এক উজ্জ্বল দার্শনিকভাবে অনুপ্রাণিত। ~~ওঃ—আমার নিশ্চিন্ত মস্তকে আবার এক~~ চিন্তাপ্রবাহ প্রবেশ কর্‌লে। সখা! বল্‌তে পার, বালকের প্রকৃত পরিচয় কি?

মোহন। সখা! আমি মূর্খ; তবে আমার বিশ্বাস, ভক্তিমতী

বৌদিদির আশীর্ব্বাদ সত্যে পরিণত কর্‌বার জন্য স্বয়ং ভগবান্ ব্যাধ-বালকমূর্ত্তি ধারণ ক'রে আমাদের বিপদে সহায় হয়েছিলেন।

তুলসীদাস। মোহন! দেখ্‌ছি আমিই কেবল পেছিয়ে পড়্‌ছি, তোমরা সব এগিয়ে যাচ্ছ।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দিল্লীর দরবারকক্ষ।

সিংহাসনে আকবর সমাসীন, পার্শ্বে বৈরাম খাঁ উপবিষ্ট; সম্মুখে চারণগণ গীতকণ্ঠে দণ্ডায়মান।

দূরে সশস্ত্র দৌবারিক।

চারণগণ।—

গীত।

জয় অশেষ গুণালঙ্কৃত আকবর।
জয় অগণিত নৃপবর ভারত-ঈশ্বর।
রেখো নাকো ভেদের জ্ঞান, সাম্যদৃষ্টি করিয়া দান,
পাল হিন্দু মুসলমান, তুমি যে হও দিল্লীশ্বর।
বসেছ পবিত্র আসনে, পবিত্র রেখো গো যতনে,
বসিত একদা যেখানে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
সত্যের মহিমা রাখিয়া, গিয়াছে স্বরগে চলিয়া,
দেখিছে অম্বর ভেদিয়া, তুমি কেমন দণ্ডধর।

আকবর। হে প্রিয় চারণগণ! আমার অনুরোধে আজ আপনারা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। আজ এক গুরুতর বিষয়ের বিচার হবে। খাঁ বাবা! সেই মুসলমানবিদ্বেষী রাজদ্রোহী রাজপুত যুবককে এখানে আন্‌বার ব্যবস্থা করুন।

বৈরাম খাঁ। দৌবারিক! সেই বন্দী রাজপুত, আর সেই ঈশ্বর-সিংহের কন্যা আশালতা।

দৌবারিক। যো হুকুম খাঁ সাহেব।

বৈরাম খাঁ। বৎস! ঐ নর্ত্তকীগণ আস্‌ছে, এই অবসরে অনাবিল সঙ্গীত-সুধায় চিত্তের অবসাদ দূর ক'রে নাও।

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

দিল্লীর তোরণে সঘনে সঘনে
বাজিছে মধুর বাঁশরী।
জাগিয়ে যামিনী, প্রভাত রাগিণী,
কেকারবে গাহে ময়ূরী॥
আহা নব কিসলয় দোলে, সেই কুসুমমালিকা কোলে,
সেথা ধূপদানী শত জ্বলে, তার বহিছে মলয়লহরী।
সেথা মঙ্গল কলসদ্বারে, শোভে মন্দার কুসুমহারে,
কস্তুরি চন্দন ভারে ভারে রেখেছে সাজায়ে প্রহরী॥

শৃঙ্খলাবদ্ধ কিশনলাল ও আশালতাকে লইয়া দৌবারিকের প্রবেশ।

বৈরাম খাঁ। বন্দী! তোমার বিরুদ্ধে দুইটী ভীষণ অভিযোগ উপস্থিত হয়েছে। প্রথম অভিযোগ, তুমি কতিপয় মুসলমানের শিরশ্ছেদ ক'রে মৃতদেহের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছ; দ্বিতীয় অভিযোগ, তুমি সম্রাটের ভাবী পত্নী আশালতাকে অপহরণ কর্‌বার চেষ্টা করেছ।

আকবর। রাজপুত! তোমার এ আচরণে আজ আমার হৃদয় যথার্থই উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছে। উঃ—কি অমানুষিক হৃদয়হীন অত্যাচার! নিরপরাধ মুসলমানের শিরশ্ছেদ ক'রে সেই ছিন্ন শির শূকরের রক্তে রঞ্জিত ক'রে শৃগাল কুক্কুর দিয়ে খাইয়েছ!

বৈরাম খাঁ। তারপর ঈশ্বরসিংহের বাগ্‌দত্তা কন্যা সম্রাটের প্রতি অনন্যপ্রাণা ঐ আশালতাকে বশীকরণ মন্ত্রের ছলনায় মুগ্ধ ক'রে বিবাহ করবার চেষ্টা করেছ; বুঝতে পেরেছো, তাতে সম্রাটের কতখানি বিরাগভাজন হয়েছ!

আকবর। মুসলমানবিদ্বেষী বন্দী রাজপুত! তোমাকে এমন গুরুতর শাস্তি প্রদান করবো, যাতে সমগ্র ভারতবাসী হিন্দুর প্রাণে একটা জাগ্রত আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

বৈরাম খাঁ। যাতে ভবিষ্যতে কোন হিন্দু কুলাঙ্গার মুসলমানবিদ্বেষ হৃদয়ে পোষণ করতে আর সাহস না করে। শোন অপরিণামদর্শী দুর্ভাগ্য বন্দী, তোমার শাস্তি প্রাণদণ্ড! আর সেই প্রাণদণ্ড সহজ উপায়ে সম্পাদিত হবে না; সর্ব্বজন সমক্ষে তোমার অর্দ্ধেক দেহ মৃত্তিকায় প্রোথিত ক'রে প্রাণান্ত পর্য্যন্ত কুক্কুর দিয়ে খাওয়ান হবে।

আশালতা। ওঃ—ভগবান! হৃদয়ে শক্তি দাও। মাগো!

[বস্ত্রাঞ্চলে বদন আচ্ছাদন ও অবসন্নভাবে উপবেশন]

আকবর। খাঁ বাবা! আমি বুঝতে পাচ্ছিনে, রাজপুত যুবকের দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ ক'রে রাজপুতবালা কেন অবসন্ন হ'য়ে পড়লেন।

বৈরাম খাঁ। ঐ শয়তান রাজপুত যাদুবিদ্যাবলে সরলা রাজপুতবালার হৃদয় মুগ্ধ ক'রে ফেলেছে; নতুবা ভারতসম্রাটের হৃদয়ভরা অনুগ্রহ উপেক্ষা ক'রে এক নগণ্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত রাজপুতের প্রতি অনুরক্ত হওয়া—এও কি সম্ভব! বৎস, নারীচরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করতে করতে আমার

কৃষ্ণ কেশ শুভ্র হ'য়ে গেছে; তুমি বালক, তাই বুঝ্‌তে পার্‌ছ না। আমি বেশ বুঝ্‌তে পারি, ও চাঞ্চল্য ক্ষণস্থাযী, ওতে বাস্তবতা নাই। হাঁ, তা হ'লে আর বিলম্বের প্রয়োজন কি? এই দণ্ডেই বধ্যভূমিতে রাজপুতকে প্রেরণ কর্‌বার ব্যবস্থা করি। কে আছ, যাও—মুহূর্ত্তমধ্যে যেন রাজ-আজ্ঞা প্রতিপালিত হয়।

দৌবারিক। যো হুকুম খাঁ সাহেব! [কিশনলালকে লইয়া প্রস্থানোদ্যত]

আশালতা। উঃ—ভগবান! তুমি কত দূরে? তুমি ভিন্ন যে আর আমার কেউ নেই প্রভু! [উদাসনয়নে কিশনলালের বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া ললাটে করাঘাত।]

বৈরাম খাঁ। দৌবারিক! সত্বর বন্দীকে এখান থেকে নিয়ে যাও, পল মাত্র বিলম্ব ক'রো না।

[দৌবারিক কিশনলালকে লইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইল]

আকবর। খাঁ বাবা! রাজপুতবালার অবস্থা দেখে আমার মনে একটা সন্দেহ হ'চ্ছে। মাপ্ করবেন খাঁ বাবা, আমি আর একটীবার বন্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে চাই। দৌবারিক! ফিরিয়ে নিয়ে এস বন্দীকে।

বৈরাম খাঁ। শয়তান হিন্দুজাতির চাতুরী ছলনায় মুগ্ধ হ'য়ে যেন বিচার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলো না বৎস, খুব সাবধান!

আকবর। আপনার ন্যায় [redacted] বিচক্ষণ অভিভাবক যার রক্ষক, তার আবার চিন্তা কি খাঁ বাবা?

বন্দীসহ দৌবারিকের পুনঃ প্রবেশ।

আকবর। হাঁ বন্দী, তোমার জীবনের এই শেষ মুহূর্ত্তে কোন প্রার্থনা আছে?

কিশনলাল। প্রার্থনা? [ক্ষণিক চিন্তা করিয়া] না; রাজপুতের উন্নত শির এখনও প্রার্থনা কর্‌তে শেখে নাই।

আকবর। কিছু বল্‌বার আছে?

কিশনলাল। কৈ—তাও তো এখন কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। তবে এই একটা দুঃখ থেকে গেল, মৃত্যুর পূর্ব্বে বুঝ্‌তে পার্‌লাম না—দিল্লীর সম্রাট আকবর, না এই বৈরাম খাঁ?

বৈরাম খাঁ। বৈরাম খাঁ সম্রাট হ'তে যাবে কেন, সম্রাট আকবর।

কিশনলাল। মিথ্যা কথা! ও তো একটা প্রাণহীন কাষ্ঠ-পুত্তলিকা। হিন্দুবিদ্বেষী শয়তান মুসলমান! তুমি যেমনভাবে নাচাচ্ছ, পুতুল তেমনিভাবে নাচছে; তুমি [redacted] যেমন কাজ করাচ্ছ, পুতুল তেমনিভাবে কাজ কর্‌ছে। নতুবা যিনি প্রকৃত সম্রাট হবেন, তিনি অভিযোগ শ্রবণ ক'রেই বন্দীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়েই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কর্‌তে পারেন? কখনই না। আকবর ব'লে যদি কোন সম্রাট থাকৃতো, কুট-চক্রী বৃদ্ধ! তা হ'লে হিন্দুবীর হিমুকে আর তেমনভাবে হত্যা কর্‌তে পার্‌তে না। সুতরাং তোমার হস্তের ক্রীড়া-পুত্তলিকাকে প্রকৃত রাজপুত কখনও সম্রাট ব'লে স্বীকার কর্‌তে পারে না।

বৈরাম খাঁ। সাবধান বন্দী, রসনা সংযত ক'রে কথা কও; নতুবা জিব কেটে দোবো।

কিশনলাল। হাঃ-হাঃ-হাঃ! মৃত্যু যার শিয়রে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা কর্‌ছে, তাকে আবার চোক রাঙিয়ে ভয় দেখান হ'চ্চে! বাঃ বৃদ্ধ, বাঃ!

আকবর। বন্দী! তোমার নির্ভীকতায়, তোমার স্পষ্টবাদিতায় সত্যই আজ আমি বড় প্রীতিলাভ করেছি; আমার নিজের ত্রুটী আমি স্বীকার ক'রে নিচ্ছি। বল বন্দী, তোমার বিরুদ্ধে যে প্রথম অভিযোগ উপস্থাপিত হয়েছে, সে কি মিথ্যা?

কিশনলাল। সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়, আংশিক সত্য। আমি মুসলমানের শিরশ্ছেদ করেছি বটে, কিন্তু সে ছিন্ন শির শূকরের রক্তে রঞ্জিত করি নাই; এইটুকুই অতিরঞ্জিত।

আকবর। আচ্ছা, কেন তুমি নিরপরাধ মুসলমানের প্রাণবধ করেছিলে?

কিশনলাল। নিরপরাধ! হাঃ-হাঃ-হাঃ, আমার কোন পরমাত্মীয় যদি সেরূপ অপরাধ কর্‌তো, তা হ'লে নিঃসঙ্কোচে তারও শিরশ্ছেদ কর্‌তাম।

বৈরাম খাঁ। আমার মুসলমান ভাইরা এমন কি অপরাধ করেছিল বন্দী? এ তোমার মিথ্যা কথা, এর কোন প্রমাণ নাই।

কিশনলাল। সাবধান ভণ্ড! যথেষ্ঠ প্রমাণ আছে। বিশ্বেশ্বর দর্শন ক'রে যখন ঐ ধর্ম্মপ্রাণা হিন্দুললনা ইন্দুগড়ে ফির্‌ছিল, তখন ওর ধর্ম্মনষ্ট কর্‌বার জন্য তোমারই উপদেশে কতিপয় মুসলমান দস্যু আক্রমণ করেছিল। হিন্দুদ্বেষী বৃদ্ধ! তোমার কি অপকার করেছিল ঐ সরলা রাজপুতবালা? দিল্লীর সিংহাসনে যদি আজ প্রকৃত সম্রাট থাক্‌তো, তা হ'লে প্রাণদণ্ড আমার না হ'য়ে প্রাণদণ্ড তোমার হ'তো।

আকবর। বন্দী! উত্তেজিত হ'য়ো না। বৈরাম খাঁ যে মুসলমান দস্যু পঠিয়েছিলেন, তার কোন সাক্ষী বা প্রমাণ আছে?

কিশনলাল। প্রমাণ—দেখুন! [একখানি পত্র বাহির করিয়া] একজন মুসলমান দস্যুর শিরস্ত্রাণে এই পত্রখানি পেয়েছিলাম। এতে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে, ঈশ্বরসিংহের কন্যা বিশ্বেশ্বর দর্শন কর্‌তে গিয়েছে, যে কোন উপায়ে তার ধর্ম্মনষ্ট কর্‌বে।

বৈরাম খাঁ। [বিশুষ্কবদনে কম্পিতচরণে] এ জাল, এ পত্র নিশ্চয়ই জাল।

আকবর। [কটাক্ষে বৈরাম খাঁকে লক্ষ্য করিয়া] আচ্ছা বুঝ্‌লাম ; এখন দ্বিতীয় অভিযোগ ?

কিশনলাল। সম্পূর্ণ মিথ্যা।

আকবর। মিথ্যা ? রাজপুতবালা যে স্বেচ্ছায় আমার গলে বর-মাল্য প্রদান কর্‌তে চেয়েছেন, ইন্দ্রগড়ের নির্জ্জন কক্ষে আমার রূপ চিন্তা ক'রে, আমার প্রতিচ্ছবি বক্ষে ধারণ ক'রে এতদিন কাটিয়ে এসেছেন, একি সবই মিথ্যা।

কিশনলাল। আপনি রাজপুতললনার মনোভাব জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারেন।

বৈরাম খাঁ। বৎস ! আমার মনে বিশ্বাস, এই বন্দী বশীকরণ-মন্ত্রবলে উপস্থিত আশালতার মনোভাব পরিবর্ত্তন করেছে। এখন কিছু দিন যাক্, তারপর রাজপুতললনার মনোভাব জিজ্ঞাসা ক'রো।

আকবর। না খাঁ বাবা, যখন বিচার কর্‌তে বসেছি, তখন আর এ থেকে প্রতিনিবৃত্ত হবো না। রাজপুতবালা ! দিল্লীর সম্রাট যদি তোমার পাণিপ্রার্থী হয়, তুমি তাতে সম্মত আছ ?

আশালতা। বাবা ! আমি বিবাহিতা—পরস্ত্রী, আমার প্রতি ও কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ কর্‌বেন না।

আকবর। তুমি পরস্ত্রী ? আশ্চর্য্য ! কে তোমার স্বামী ?

আশালতা। বৈরাম খাঁর রক্ত-চক্ষুর ভয়ে আমার বৃদ্ধ পিতা অতি গোপনে ঐ বন্দীর সঙ্গে আমার বিবাহ সম্পন্ন ক'রে যেমন হাতে হাতে সঁপে দিতে যাচ্ছিলেন, অমনি সসৈন্য ঐ সয়তান আমার বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা ক'রে আমাকে বলপূর্ব্বক এখানে নিয়ে এসেছে। ওঃ—আমার পিতার যন্ত্রণাকাতর বিষণ্ণ বদনখানি এখনও মনে পড়্‌ছে। [বদনে বস্ত্রাচ্ছাদন] তুমি সম্রাট হও—শক্তিমান হও, যদি ঈশ্বর থাকেন—

আকবর। স্থির হও দেবী, দিল্লীর সম্রাট আজ তোমার চরণতলে প'ড়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা চাচ্ছে। মা! হিন্দুনারীর পাতিব্রত্যের কথা যথেষ্ট শোনা আছে। ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেল মা, ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেল; নইলে তোমার ঐ উষ্ণ নিশ্বাসে আমার বিশাল সাম্রাজ্য পুড়ে ছাই হ'য়ে উড়ে যাবে। মা! তোমার পিতার অসম্পূর্ণ কার্য্যটুকু আমি আজ সম্পন্ন ক'রে দেবো। অধিকার দাও মা—[আশালতার হস্ত ধরিয়া] এস রাজপুত বীর! তোমার পূর্ব্ব দণ্ড প্রত্যাহার ক'রে আমার মা-টীকে তোমার করে সমর্পণ করি। [কিশনলালের হস্তে আশালতাকে সমর্পণ] আল্লার নিকট প্রার্থনা করি—[নতজানু হইয়া] তোমাদের এ দাম্পত্য জীবন যেন শান্তিময় হয়। আর শোন বীর! তোমার বীরত্বে আমি মুগ্ধ—তোমার সাধুতায় আমি প্রীত—তোমার স্পষ্টবাদিতায় আমি উপকৃত; তাই হিন্দুর শ্রেষ্ঠ তীর্থ কাশীধামের শাসনভার এ বিবাহের যৌতুক স্বরূপ তোমার করে সমর্পণ করলাম। এস বীর, আমাকে প্রাণভ'রে আলিঙ্গন দিয়ে ভারতের হিন্দু মুসলমানে সখ্যতা স্থাপন কর। [পরস্পর আলিঙ্গন] যাও চারণগণ, হিন্দু মুসলমানের মিলন-বাণী ভারতে প্রচার করগে।

[প্রস্থান।

চারণগণ। জয় হিন্দু মুসলমানের জয়, জয় হিন্দু মুসলমানের জয়!

[প্রস্থান।

[নর্ত্তকীগণ পূর্ব্বোক্ত গীতকণ্ঠে নবদম্পতীকে লইয়া প্রস্থান।

বৈরাম খাঁ। যাও; ভাগ্যে ছিল, দুদিন হেসে খেলে নাও গে। আমিও দেখে নিচ্ছি, আমার নাম বৈরাম খাঁ।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুটীর।

সচিন্ত তুলসীদাস ইতস্ততঃ পদচারণে রত।

তুলসীদাস। কৈ—রত্ন তো এখনও এলো না! এদিকে যে আমার বেলা হ'য়ে যাচ্ছে। এত কি সংসারের কাজ যে একটীবার এসে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে যেতে পাচ্ছে না! হাট থেকে ফির্‌তে সন্ধ্যা হ'য়ে যাবে, এই সুদীর্ঘকাল রত্নকে দেখ্‌তে [redacted]া পেয়ে, [redacted]টা যে থাক্‌ হ'য়ে যাবে, সে কথা তো কেউ ভাব্‌ছে না।

শশব্যস্ত রত্নবতীর প্রবেশ।

রত্নবতী। আপনি আমাকে ডেকেছেন[redacted] আমার আস্‌তে একটু বিলম্ব হ'য়ে গেছে, রাগ করেন নি তো?

তুলসীদাস। রাগ হ'চ্ছে, কিন্তু তোমার উপর নয়, নিজের জন্মোছিলাম, তোমার মত গুণবতী স্ত্রীকে সংসারে সুখী [redacted] না। [redacted] রত্ন, একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা বড় ব্যথা দিচ্ছে আজ প্রাণের মধ্যে, হাটে যেতে একটুও মন সর্‌ছে না।

রত্নবতী। কি কর্‌বেন! আজ মার দশমী, আজ তো হাটে যেতেই হবে।

তুলসীদাস। তাও তো বটে! যাক্, তুমি খুব সাবধানে থেকো; দস্যু তস্করের ভয়ানক উপদ্রব হয়েছে। আমি মোহনকে ব'লে যাচ্ছি, যতক্ষণ না ফিরে আসি, সে যেন কোথাও না যায়।

রত্নবতী। আপনিও খুব সাবধানে পথ হাঁটবেন। যতক্ষণ না

নিরাপদে ফিরে আস্‌ছেন। ততক্ষণ যে কি দুশ্চিন্তায় থাক্‌বো, তা প্রভুই জানেন। নাথ-

তুলসীদাস। বল, কি বল্‌ছিলে বল?

রত্নবতী। [বদনে অঞ্চল দিয়া রোদন।]

তুলসীদাস। রত্ন! রত্ন! কাঁদ্‌ছ? বল—বল, তুমি কি চাও? আমি যেমন ক'রে পারি, কিনে এনে দেবো; বল, আর উৎকণ্ঠায় রেখো না। [অঞ্চলের দ্বারা রত্নবতীর অশ্রুমোচন]

রত্নবতী। নাথ! সেই বিবাহের সময় পিতৃভবন ত্যাগ ক'রে চ'লে এসেছি; এ পর্য্যন্ত একটী দিনও সেখানে পাঠান নি। শুন্‌লাম, পিতা মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তাঁকে দেখ্‌বার জন্য প্রাণ বড়ই অস্থির হ'য়ে উঠেছে। যদি দয়া ক'রে [নতজানু হইয়া চরণ ধারণ] একটী দিনের জন্য পাঠিয়ে দেন, তা হ'লে বড় শান্তি পাই।

তুলসীদাস। তোমার পিতা মৃত্যুশয্যায় শায়িত, সেখানে একটী দিনের জন্য যেতে চাও? তাই তো! আচ্ছা, একটু চিন্তা ক'রে দেখি। [ইতস্ততঃ পাদচারণে ক্ষণিক চিন্তা করিয়া] না রত্ন, [হস্তধারণ করিয়া] আমাকে ক্ষমা কর। সুদীর্ঘ একটা দিন তোমাকে দেখ্‌তে পাবো না, ওঃ—না, কল্পনায় আন্‌তে পাচ্ছি না। তুমি যাই মনে কর, লোকে যাই বলুক্, সত্য কথা বলতে কি, বর্ত্তমানে আমার মনের অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে তোমার বিরহ এক মুহূর্ত্তও সহ্য কর্‌বার শক্তি নাই। এই আমার চিত্তের অবস্থা তোমাকে অকপটভাবে প্রকাশ ক'রে বল্লাম, এখন যা ভাল হয় রত্ন, তুমি তাই কর। ওঃ—এদিকে যে অনেক বেলা হ'য়ে গেল। [প্রস্থান।

রত্নবতী। এমন কেন হ'লো? এই বিশ্বমাঝে কোটী কোটী লোক স্বামী-স্ত্রীতে বাস কর্‌ছে, কার স্বামী এমন অস্বাভাবিকভাবে

স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত হ'য়ে পড়ে? প্রভু রামচন্দ্র! জানি না, এ তোমার কি উদ্দেশ্য!

তুলসীদাসের পুনঃ প্রবেশ।

তুলসীদাস। রত্ন! আমি আর একবার ফিরে এলাম। পথে যেতে যেতে জটা-চীরধারী দিব্যকান্তি নবঘনশ্যামমূর্ত্তি সহসা আমার অন্ধকার হৃদয়মাঝে প্রতিভাত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লেন, "তুলসী, একবার ফিরে যাও, দিনের আলোকে তোমার প্রাণপ্রতিমা রত্নকে একবার শেষ দেখা এসো।" রত্ন! তুমি কিছু মনে ক'রো না. তাই একবার প্রাণভ'রে তোমাকে দেখ্‌বার জন্য ফিরে এলাম। [redacted] দেবী, কোথাও যেও না, দরিদ্র ব্রাহ্মণের পর্ণকুটীরখানিকে শ্মশানে পরিণত ক'রো না। [ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া] ওঃ—না, আর দাঁড়াবার অবসর নাই বড় বেলা হ'য়ে গেল; আমাকে হাটে যেতেই হবে, আজ আমার মায়ের দশমী।

[বেগে প্রস্থান।

রত্নবতী। দেখ্‌ছি আমি চ'লে গেলে নিশ্চয়ই আমার স্বামী উন্মাদ হ'য়ে যাবেন। ~~দরিদ্র পিতা আমাকে কত কষ্টে প্রতিপালন করেছিলেন, অগাধ স্নেহের আবরণে আমার বাল্যজীবন ঢেকে রেখে ছিলেন, তাই তাঁর অত দৈন্যের মধ্যেও আমি কখনও কষ্ট অনুভব করি নাই। সেই~~ পিতা আজ মৃত্যুশয্যায়, দু'দিন সংবাদ পাই নি, বেঁচে আছেন কি না, তাও জানি না।

সহসা মনুয়ার প্রবেশ।

মনুয়া। দিঠাকৃরুণ! দাঠাকুর বাড়ী আছেন?

রত্নবতী। কে—মনুয়া এসেছ? কাল এস নাই কেন ভাই?

মন্নুয়া। আমি চাঁড়ালের ছেলে, নীচ জাত; তোমরা হ'লে ব্রাহ্মণ. এখানে কি রোজ রোজ আস্‌তে আছে!

রত্নবতী। না ভাই, সেই সেদিন থেকে তোমার দাদাঠাকুর আর নীচ জাত ব'লে কাউকে ঘৃণা করেন না। বরং বলেন, প্রভু শ্রীরামচন্দ্র কেন যে গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন দিয়েছিলেন, তার নিগূঢ় তত্ত্ব বালক মন্নুয়া আমাকে বেশ বুঝিয়ে দিয়েছে।

মন্নুয়া। তা যাক্, এখন দাঠাকুর কোথায় গেছেন, বল না দিঠাক-রুণ! আমার যে তাঁকে দরকার; একটা ব্যবস্থা নিতে হবে।

রত্নবতী। তিনি [redacted] বাড়ী নেই, হাটে গেছেন; ফির্‌তে প্রায় সন্ধ্যা হবে।

মন্নুয়া। তাই তো দিঠাক্‌রুণ, তুমি যে বড় ভাবিয়ে দিলে। আস্‌তে সন্ধ্যা হবে? তাই তো, কোথায় যাই?

রত্নবতী। কিসের ব্যবস্থা মন্নুয়া, যার জন্য আজ তুমি এত ব্যস্ত?

মন্নুয়া। শুন্‌বে? আমার এক বৌদিদি তাঁর বাপের কঠিন অসুখ হয়েছে শুনে বাপের বাড়ী যেতে চাইছেন, কিন্তু দাদা তাঁকে কিছুতে পাঠাবেন না। না পাঠাবার কারণ তেমন কিছুই নয়, বৌদিদিকে এক পল দেখ্‌তে না পেলে দাদার কেমন মাথা ঘোরে। আহা, এদিকে তার বাপটী মারা যায় যায় হয়েছে, জীবনে আর দেখ্‌তে পাবে না। এ ক্ষেত্রে যদি দাদার এ অন্যায় আজ্ঞা উপেক্ষা ক'রে বৌদিদি বাপের বাড়ী দু' একটা দিনের জন্য চ'লেই যায়, তাতে বৌদিদির কতখানি পাপ হবে, ক' কাহন কড়ি উচ্ছুগ্‌গু করতে হবে, ক' হাঁড়ী পঞ্চগব্য খেতে হবে, তাই জান্‌তে এসেছি।

রত্নবতী। সর্ব্বনাশ! এই ব্যবস্থা তুমি এইখানে জান্‌তে এসেছ? তা হ'লেই তোমার বৌদিদির বাপের বাড়ী যাওয়া হয়েছে!

মনুয়া। বেশ তো! বাবা যদি মরণকালে একটীবার মেয়েকে দেখ্‌তে চায়, মেয়ে যাবে না?

রত্নবতী। কি কর্‌বে, মেয়ে তো আর স্বাধীন নয়! বাপই হ'ন্ আর যেই হ'ন্, স্বামীর অনুমতি না পেলে কারও সঙ্গে দেখা কর্‌বার উপায় নাই।

মনুয়া। ও বটে!

গীত।

[দিদিগো জবে] এবার আমি মেয়ে হয়ে জন্মাবো।
বাবার বুকে ব'সে আমি বাবার দাড়ী ওপ্‌ড়াবো॥
বাবা হবে আমার বাঁধা মুটে, আন্‌বে বেটা খেটে খুটে,
দু' হাতে নেবো লুটে যখন শ্বশুরবাড়ী যাবো।
বাবার বাড়ী বিয়ে পৈতে, নাই বা কেউ এলো নিতে,
আমি না গিয়ে পারি কি রইতে, সেথা গেলেই কিছু পাবো।
বাবার যদি নিদেন হয়, চোখের দেখা দেখ্‌তে চায়,
এখন কি বাবার সময়, যে আসবে নিতে তারে বল্‌বো॥

[প্রস্থান।

রত্নবতী। মনুয়া যা গান গেয়ে গেল, তা বর্ণে বর্ণে ঠিক্। তাই তো, কি করি! এতখানি নিষ্ঠুরতা, এতখানি কৃতঘ্নতা বোধ হয় ইতর জন্তুর মধ্যেও নাই। না, মনুয়া আমার চোক ফুটিয়ে দিয়ে গেল। স্বামী যতই রাগ করুন, আমার অদৃষ্টে যাই থাক্—

ঘর্ম্মাক্তকলেবরে ঊর্দ্ধশ্বাসে তুলসীদাসের প্রবেশ।

তুলসীদাস। রত্ন! রত্ন! তুমি এখানে আছ? আঃ!—বাঁচলাম!

রত্নবতী। নাথ, আপনি হাটে যেতে যেতে ফিরে এলেন কেন?

যেরূপ মুহুর্মুহু শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছেন, মনে হ'চ্ছে, নাথ! নাথ! কোন দস্যুতে তাড়া কবে নি তো? কোন বিপদে পড়েন নি তো?

তুলসীদাস। অদ্ভুত ঘটনা রত্ন! তোমারই বিষয় ভাবতে ভাবতে এখান থেকে হাটের পথে চলেছি, হঠাৎ যেন মনে হ'লো, আমার সামনে দিয়ে ঠিক অবিকল তুমি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছ। পারলাম না আব স্থির থাকতে রত্ন, তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করলাম। মনে হ'লো, তুমি আমাকে দেখতে পেয়ে প্রাণপণে ছুটতে লাগলে। আমার সন্দেহ চতুর্গুণ বেড়ে গেল। আমি তখন জ্ঞানশূন্য হ'য়ে তোমাব পেছু নিলাম—হঠাৎ প'ড়ে গেলাম! এই দেখ, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে শোণিতধারা ছুটছে! আমি তৎক্ষণাৎ উঠে পড়লাম; তখন তুমি অদৃশ্য হ'য়ে গেছ, আর দেখতে পেলাম না। ঠিক্ এমনি সময় পাগলা হাওয়ার বিকটস্বরে কে যেন আমার কানে কানে ব'লে দিলে, "তুলসী! তোমার ভ্রম—এ তোমার দৌর্ব্বল্য!" এ কথা আমার বিশ্বাস হ'লো না। এদিকে বেলা হ'য়ে যাচ্ছে, তাই একছুটে একবার তোমাকে দেখতে এসেছি; এখন দেখছি সত্যই আমার ভ্রম—সত্যই আমার দৌর্ব্বল্য।

রত্নবতী। নাথ! না—পারবো না। প্রভু! কেন এমন হ'য়ে গেলেন? আমার বিষয় এত ভাবলে আপনি কেমন ক'রে বাঁচবেন?

তুলসীদাস। এমনভাবে বেঁচে থেকে তো কোন সুখ নেই রত্ন! আমি বেঁচে না থাকলে যদি তুমি দুঃখিত হও, তবে যুগ-যুগান্তর ধ'রে বেঁচে থাকতে রাজি আছি। না—না, ওসব কিছু নয়, কোন চিন্তা নাই গৃহলক্ষ্মী! তুমি সহাস্যবদনে আমার চোখের সামনে সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করবে, আর আমি অযুত হস্তীর বলে সংসারের দুঃখ-দৈন্য তুচ্ছ ক'রে চ'লে যাবো; যদি কখনও অবসন্ন হ'য়ে পড়ি দেবী,

তুমি তোমার প্রসারিত শান্তিময় ক্রোড় পেতে দেবে, আমি খানিক বিশ্রাম ক'রে আবার সবল হ'য়ে উঠবো। রত্ন! এখন আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হ'য়ে চল্লাম। উঃ—[ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া] হাটে আমাকে যেতেই হবে, কাল যে আমার একাদশী।

[দ্রুত প্রস্থান।

রত্নবতী। আহা, এই রৌদ্রে আবার হাটে চ'লে গেলেন। সত্যই উনি আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন।

হুলসীদেবীর প্রবেশ।

হুলসীদেবী। বৌমা, তুলসী কি হাটে চ'লে গেছে?

রত্নবতী। হাঁ মা, তিনি এই চ'লে গেলেন। কেন মা, কিছু কিনতে দিতে ভুল হয়েছে কি?

হুলসীদেবী। না মা, তোমাকে লুকিয়ে আর কি করবো! তোমার বাপ বোধ হয় আর বাঁচেন না! নিদেন অবস্থায় তোমাকে একবার দেখ্‌তে চেয়েছেন, পাল্কী আর লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন; এখন আমি করি কি! মোহনকে ডেকে পাঠিয়েছি; সে আসুক্, যা হয় একটা কর্‌তে হবে।

রত্নবতী। তাই তো মা, তিনি বাড়ী নেই, কি হবে মা? সত্য সত্যই যদি বাবা না বাঁচেন, তবে তো এ জন্মে আর তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না। এতদিন মনে খুব জোর ছিল, এখন যে প্রাণটা বড় কেঁদে উঠ্‌ছে।

হুলসী। আমিও তাই ভাব্‌ছি বৌমা! একটী ছেলে নিয়ে ঘর করি, পালকী শুধু ফিরে গেলে সে বুড়ো বামুনের নিশ্চই নিশ্বেস পড়্‌বে, তাতে কি আমার ভাল হবে মা?

রত্নবতী। আপনার ছেলে অসন্তুষ্ট হবেন ব'লে, স্নেহের পিতা মাতা ত্যাগ ক'রে এতদিন আপনার চরণপ্রান্তে নীরবে পড়েছিলাম; আজকে আর সহ্য করতে পাচ্ছিনে মা! আমার অদৃষ্টে যা থাকে, একটী দিনের জন্য আমাকে দয়া ক'রে পাঠিয়ে দিন।

মোহনচাঁদের প্রবেশ।

মোহনচাঁদ। না, কিছুতেই যাওয়া হবে না। শ্রীমান মোহনচাঁদের দস্তুরমত তোষামদ না করলে শ্রীমান কিছুতেই অনুমতি দিচ্ছেন না। মনে আছে বৌদিদি, ব্রাহ্মণ স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা করেছ, আমার বিনা অনুমতিতে তুমি বাড়ী থেকে একটী পাও বাড়াতে পারবে না!

রত্নবতী। ঠাকুরপো, আমার মনের অবস্থা বুঝতে পাচ্ছ না; বুক ফেটে যাচ্ছে, গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করছে। দয়া ক'রে অনুমতি দাও—আমাকে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর। [রোদন]

মোহনচাঁদ। কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিলে বৌদি, তা হ'লে আর মোহনচাঁদের রহস্য করা চলে না। কেঁদো না বৌদি, মাতৃহারা সন্তানের হৃদয় তোমার নয়নে অশ্রুবিন্দু দেখলে অস্থির হ'য়ে উঠবে। খুড়ীমা, আর বিলম্ব করা চলে না, ঠাকরুণকে সাজিয়ে গুজিয়ে দাও।

হুলসীদেবী। কিন্তু তুলসী এসে অনর্থ করবে, তখন কি হবে মোহন?

মোহনচাঁদ। যা অদৃষ্টে আছে, তাই হবে খুড়ীমা! কর্ম্মফলের সূত্র ধ'রে তো আমাদের চলতেই হবে। তবে সেই সময় আমাকে একবার ডেকো, ভয় কি?

হুলসীদেবী। একটী ছেলেও ছেলে নয়, একটী টাকাও টাকা নয়।

এদিকে না পাঠালে ব্রাহ্মণের দীর্ঘনিশ্বাস! আমার বিশ্বাস, ব্রাহ্মণেরই আশীর্ব্বাদে তুলসী আমার চিরজীবী হবে। চল মা, আর দেরী ক'রে কাজ নেই।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

সত্যানন্দের আশ্রম।

গীতকণ্ঠে গঙ্গারামপ্রমুখ পাঠার্থী ছাত্রগণের প্রবেশ।

ছাত্রগণ।—

গীত।

শিবশঙ্কর শশিশেখর ওহে দণ্ডধারি।
ভস্মভূষিত, স্মিতহসিত জয় চণ্ডেশ্বর॥
শশলাঞ্ছিত ভালতট, কটিলম্বিত কৃত্তিপট,
সুরশৈবলিনী পূতজট, প্রণমামি শ্রীমহেশ্বর॥
ধুস্তুর কুসুমচর্চ্চিত, দীনহীনজনবাঞ্ছিত,
সুরাসুর-বৃন্দসেবিত, জয় জয় জয় বিশ্বেশ্বর॥
বিপদশরণ তারণ, সে যে গো বিজিতমরণ,
যাচিছে ভূপতিচরণ, করুণা কর হে বাণেশ্বর॥

সত্যানন্দ ও প্রেমানন্দের প্রবেশ।

ছাত্রগণ। গুরুদেব! প্রণাম হই।

সত্যানন্দ। আনন্দ! আনন্দ!! বৎসগণ! আমি আজ বড় ব্যস্ত—

অধ্যাপনাকার্য্যে মনোনিবেশ কর্‌বার সময়ও নাই, সুযোগও নাই; [redacted] এখন [redacted] গৃহে যাও।

[গঙ্গারাম ব্যতীত সকলের সভাস্থল প্রস্থান।

প্রেমানন্দ। তুমি যে এখনও দাঁড়িয়ে রইলে হে ছোক্‌রা?

গঙ্গারাম। গুরুদেব! আমার যে বড় ক্ষতি হ'য়ে যাচ্ছে। একটু অধিক বয়সে লেখাপড়া শিখ্‌তে আরম্ভ করেছি, এতে যদি পাঠ বন্ধ হ'য়ে যায়, তা হ'লে আর আমার আশা নেই। আমার প্রতি একটু কৃপাদৃষ্টি ক'রে আজ একটা পাঠ পড়িয়ে দিন।

প্রেমানন্দ। তোমার যে দেখ্‌ছি বেজায় আবদার! প্রভু যখন নিজে বল্‌ছেন, আজ তিনি হঠাৎ ব্যস্ত, তবু তাঁকে বিরক্ত কর্‌ছ! এখন যাও—যাও! তবু দেবদারু গাছের মত দাঁড়িয়ে রইলে? ওহে সরল বঙ্গভাষায় বল্‌ছি, আজ খ'সে পড়—পাঠ-টাট্ হবে না।

গঙ্গারাম। আপনি কেন এত বিরক্ত হ'চ্ছেন মহাশয়? আমি বিদ্যার্থী ছাত্র, আমার সম্বন্ধে গুরুদেবই উত্তর-প্রত্যুত্তর কর্‌বেন। আপনি কেন অনধিকার চর্চ্চা কর্‌ছেন? দেখ্‌ছি আপনাদের আওসা জুটে আমাদের সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল।

প্রেমানন্দ। কি—হঠাৎ এতদুর স্পর্দ্ধা! আমি আওসা? তুই কি মনে করিস্ আমি ক্রোধ কর্‌তে জানি না! তবে রে পাজি, যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা—[চপেটাঘাত করিয়া] এই তোর উপযুক্ত শাস্তি!

গঙ্গারাম। তবে রে ভণ্ড! [প্রেমানন্দকে কয়েকটা কিল ঘুসি দিয়া] ফের যদি কিছু বল্‌বে, এইখানে তোমাকে গুঁড়িয়ে রেখে যাবো। গঙ্গারাম মূর্খ হ'তে পারে—দরিদ্র হ'তে পারে, কিন্তু সে দুর্ব্বল নয়।

প্রেমানন্দ। এ রামসিং, এ মাধোসিং, জল্‌দি লাঠী লে আও, ইস্কো মগজ হঠাৎ দোফাঁক্ কর্ দেও।

সত্যানন্দ। স্থির হও প্রেমানন্দ! গঙ্গারাম! তোমার এ উদ্ধত্য আমার্জ্জনীয়। তুমি এই মুহূর্ত্তে আমার আশ্রম থেকে দূর হ'য়ে যাও।

গঙ্গারাম। গুরুদেব! আমার অপরাধ হয়েছে; আমাকে ক্ষমা করুন।

সত্যানন্দ। না, তোমার মত উদ্ধত ছাত্রকে বিদ্যাদান করলে তাতে বিষময় ফল হবে। বিলম্ব ক'রো না, এই দণ্ডেই চ'লে যাও।

প্রেমানন্দ। চ'লে যাও, দেরি কর্‌ছ কোন্ হিসেবে?

গঙ্গারাম। আমি প্রেমানন্দ ঠাকুরের পায়ে ধ'রে নাক খত দিয়ে ক্ষমা চাচ্ছি গুরুদেব! আপনি আমাকে মার্জ্জনা করুন। আপনার আশ্রমে এসে এই আমার প্রথম অপরাধ। আর কখনও এমন কাজ হবে না। ঐ চরণে একটু স্থান দিন গুরুদেব।

[নতজানু হইয়া চরণধারণে উদ্যত।]

প্রেমানন্দ। আমার চরণের ধূলা জিব দিয়ে চাট্‌লেও ন ক্ষন্তব্য। হঠাৎ বড় অপমান করেছ!

সত্যানন্দ। কেন বিরক্ত কর্‌ছ গঙ্গারাম? সত্যানন্দ যাকে একবার চরণছাড়া করে, সে আর কোন দিন জীবনে সে চরণে স্থান পায় না। চরণ অত সস্তা নয়। এই মুহূর্ত্তে দূর হ'য়ে যাও, নইলে আরও অপমানিত হবে।

গঙ্গারাম। ও—বুঝ্‌লাম, আপনি প্রেমানন্দের হাতে ম'রে আছেন। ওর বিরুদ্ধে একটী অঙ্গুলি খাড়া কর্‌বার শক্তিও আপনার নাই। এরূপ সন্দিগ্ধ গুরুচরিত্রের সংসর্গ অপেক্ষা কোটী জন্মকাল মূর্খ হ'য়ে থাকা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। [বেগে প্রস্থান।

প্রেমানন্দ। উঃ—কি স্পর্দ্ধা প্রভু! আদেশ করুন, হঠাৎ মাথাটা ফাটায়ে দিয়ে আসি।

সত্যানন্দ। না প্রেমানন্দ, ও আর যাবে কোথায়! এমন কৌশলে পাকে ফেল্‌বো, উদ্ধার হবার পথ থাক্‌বে না।

সূর্য্যসিংহের প্রবেশ।

সূর্য্যসিং। না প্রভু, ও ঠাকুরটীকে আপনি সোজা মনে করবেন না। ওর হাতে যদি একগাছি লাঠী থাকে, তা হ'লে ওর কাছে ঘেঁসে কে? আপনি আদেশ করুন, এখনি যা হয় একটা ক'রে ফেলি।

প্রেমানন্দ। আমিও তাই বলি; শাস্ত্রেও বল্‌ছে "বিলম্বে কার্য্যহানি স্যাৎ।"

সত্যানন্দ। কেন সূর্য্যসিং, গঙ্গারাম কি এতই শক্তিমান, তোমাদের মত বীর-হৃদয় তাকে ভয় ক'রে চল্‌বে?

সূর্য্যসিং। আজ্ঞে প্রভু, সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমি একদিন কোন কারণে ওর শির লক্ষ্য ক'রে এই চোদ্দপোয়া হাঁক্‌ড়েছিলাম। ও বাঁ হাতে ক'রে আমার এই লাঠীগাছটী ধ'রে ফেল্লে; তারপর আমার গালে এমন একটা চড় মেরেছিল, আমি অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে গিয়েছিলাম।

সত্যানন্দ। ওঃ—তা হ'লে দেখ্‌ছি, তুমি তো আচ্ছা বীর!

সূর্য্যসিং। আজ্ঞে কি করবো বলুন? দু' পাঁচ শ' লাঠীয়াল যদি আমার সাম্‌নে বুক্ ফুলিয়ে দাঁড়ায়, আমি তাদের বোধ করি ভয় করা তো দূরের কথা, আনন্দে লাফিয়ে উঠি। কিন্তু কি জানি, এই গঙ্গারাম ঠাকুরকে দেখ্‌লে আমার সব বিদ্যাবুদ্ধি যেন আমাকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। তাই বল্‌ছিলাম, সে এখনও বেশী দূর যায় নি, আমি পিছনদিক্ থেকে কাজ সেরে দিয়ে আসি।

সত্যানন্দ। তা আর করতে হবে না সূর্য্যসিং! ওতে একটা

দুর্নাম আছে। আমার হাতে এমন কৌশল আছে, অতি সহজ উপায়ে ওকে অতি সত্বর জগতের বুক থেকে সরিয়ে দেবো।

প্রেমানন্দ। আমিও বাবা সত্যনারায়ণকে সিন্নি মান্‌ছি, বেটা যাতে শীগ্‌গির শীগ্‌গির নিপাত হয়।

সত্যানন্দ। তা যাক্। সূর্য্যসিং! তোমার ওস্তাদজী ভগীরথসিং অনেক দিন বাইরে গেছে, কবে ফির্‌বে বল্‌তে পার?

সূর্য্যসিং। আজ্ঞে তিনি এই মাত্র ফিরে এসেছেন। আমি গিয়েই শীগ্‌গির তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। প্রণাম।

প্রেমানন্দ। আজ্ঞে, ঐ যে ভগীরথসিং আপনিই আস্‌ছেন; তবে সঙ্গে গঙ্গা নেই, এই যা দুঃখের বিষয়।

ভগীরথসিংহের প্রবেশ।

ভগীরথসিং। প্রভু, প্রণাম হই।

সত্যানন্দ। কল্যাণ হোক্; ভাল আছ ভগীরথ? প্রেমানন্দ! দেখ তো, গঙ্গারাম কোন্ দিকে গেল। তাকে ছেড়ে দিয়ে কাজটা ভাল কর্‌লাম না; দেখ তো—দেখ তো!

প্রেমানন্দ। বেটাকে দেখ্‌তে পাই যদি, আবার এক চড় লাগাবো।

[প্রস্থান।

সত্যানন্দ। তারপর সিংজী, আমি যার জন্য পাঠিয়েছিলাম, তার কি হ'লো? সেই পরমা সুন্দরী রত্নবতীর অপার্থিব সৌন্দর্য্য উপভোগ করবে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ! এখনও তাকে আমার অঙ্কশায়িনী কর্‌তে পার্‌লে না!

ভগীরথ। আজ্ঞে প্রভু, মাসে মাসে আপনার টাকা খাচ্ছি, আমি কি আর কিছু কসুর কর্‌ছি। কাজ তো এতদিন শেষ করেছিলাম—

কোত্থেকে এক চাঁড়ালের ছেলে এসে এমন তীর ছুঁড়তে লাগ্‌লো, প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আস্‌তে পথ পাই নে। এখন আর সেখানে ঘেস্‌বার যোটী নেই, সেই ছোট্ট ছোঁড়া তীর ধনুক হাতে ক'রে দু'বেলা বাড়ীর দুয়োরে পাহারা দিচ্ছে।

সত্যানন্দ। কে সে ছোঁড়া ? সে গরীব চাঁড়ালের ছেলে,—দু'টাকার জায়গায় দশ টাকা, দশ টাকার জায়গায় পঞ্চাশ টাকা, পঞ্চাশ টাকার জায়গায় একশত টাকা দিয়ে তাকে হাত ক'রে ফেল—এর জন্য আর ভাবনা কি ? এ বুদ্ধিটা আর তোমার ঘটে এলো না !

ভগীরথ। আজ্ঞে, টাকা দিয়ে ভুলাবার ছেলে সে নয়। সে দেখ্‌তে ছোট্ট বটে, কিন্তু তার শক্তি অপরিসীম। সে যখন তীর চালায়, মনে হয় মুহূর্ত্তে পৃথিবীটাকে পুড়িয়ে দেবে ; তার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দেখে মনে হয়, এখনই সব ভস্ম হ'য়ে উড়ে যাবে ; আবার সে যখন হাঁসে, মনে হয়, এ তপ্ত বিশ্বমাঝে সুধাবর্ষণ হ'চ্ছে।

সত্যানন্দ। দেখ্‌ছি বড়ই আশ্চর্য্য সেই বালকচরিত্র !

ভগীরথ। আজ্ঞে প্রভু, আরও আশ্চর্য্য ! সেই বালককে দেখ্‌লে রত্নবতীর কথা ভুলে গিয়ে মনে হয়, যুগ-যুগান্তর ধ'রে সেই বালককে বুকে টেনে রাখি ! প্রভু, রত্নবতীর কামনা ত্যাগ করুন,—আমাকে ক্ষমা করুন।

সত্যানন্দ। ছিঃ—ছিঃ ভগীরথ, শতধিক্ তোমাকে ! তুমি নয় আমার দু'হাজার লাঠিয়ালের উপর সর্দ্দারী ক'রে থাক ? এত দুর্ব্বল—এমন ভীরু ! শোন ভগীরথ, আমি তা শুন্‌তে চাই না। যত টাকা লাগে, আমি দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমি রত্নবতীকে চাই। আমি সপ্তাহকাল সময় দিলাম, যদি এর মধ্যে সেই রমণী-রত্নকে হাজির কর্‌তে না পার, তা হ'লে স্থির জেনো, তোমার শির যাবে। আশ্চর্য্য ! জলের মত অকাতরে অর্থব্যয় কর্‌তে যে প্রস্তুত, তার ইচ্ছা পূর্ণ হবে না !

শোন ভগীরথ, আবার বলি, সত্যানন্দের ইচ্ছা বালকের ইচ্ছা নয়—সত্যানন্দের আদেশ উন্মাদের প্রলাপ নয়। হয় রত্নবতী, নয় ঐ শির, এই দুটোর মধ্যে একটা নিয়ে সপ্তাহমধ্যে দেখা করবে।

[প্রস্থান।

ভগীরথ। উঃ—কি কুকাজই করেছি এই নরপিশাচের চাক্‌রী নিয়ে। দূর ছাই, ছেড়ে দিয়ে চ'লে যাবো, কিন্তু—

মধুসিংহের প্রবেশ।

মধুসিং। গুরুজী, কি ভাব্‌ছেন?

ভগীরথ। কে—মধু? আমার বড় বিপদ! কি করি, বল্‌তে পার? সপ্তাহ মধ্যে নয় রত্নবতী, নয় আমার শির!

মধুসিং। আমার মতে আপনার মারীচের অবস্থা, এ ক্ষেত্রে শির দেওয়াই ভাল।

ভগীরথ। আমিও তাই ভাব্‌ছি।

মধুসিং। ওতে ভাববার কিছুই নেই। আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি, যদি আপনি সেই সতী সাবিত্রী রত্নবতীকে অপহরণ ক'রে নিয়ে আসেন, সেই পাপে আপনার শিরে বাজ পড়্‌বে,—আর যদি না নিয়ে আসেন, তা হ'লে সত্যানন্দের শাণিত খড়্গে আপনার শির দ্বিখণ্ডিত হবে। যেদিক দিয়েই হোক্, মারীচের মত আপনার শির বাঁচাবার কোন উপায় নাই। সুতরাং রমণীহরণের পরিশ্রমটা বৃথা ক'রে আর কি হবে, চুপ ক'রে ব'সে থাকুন। সাত দিন পরে শিরটা দিয়ে দেবেন, আপদ চুকে যাবে,—রোজ রোজ আর এ রকম ভেবে মর্‌তে হবে না।

ভগীরথ। উত্তম যুক্তি মধুসিং, উত্তম যুক্তি দিয়েছ; কেন আর শেষ বয়সটা পাপের পসরা নিয়ে ডুবে মরি!

সূর্য্যসিংহের প্রবেশ।

সূর্য্যসিং। না গুরুজী, ও যুক্তি আমার মনে নেয় না। যে কার্য্যের জন্য এতদিন প্রভুর নিকট অর্থ নিয়েছেন, প্রভুর অন্নে শরীর পুষ্ট করেছেন, নির্ভাবনায় পরিবারবর্গ প্রতিপালন ক'রে এসেছেন, প্রভুর সে ঋণ পরিশোধ করুন, তারপর যা হয় করবেন। প্রভুর আদেশ পালন করতে যদি কিছু পাপই হয়, বৈধ প্রায়শ্চিত্ত করা যাবে; অর্থের যখন অভাব নেই, তখন পাপক্ষয়ের জন্য চিন্তা কি? গুরুজী, কোন ভয় নাই, চলুন—আমি সঙ্গে যাচ্ছি, যে কোন উপায়ে রত্নবতীকে সপ্তাহ-কালমধ্যে নিয়ে এসে দেবোই দেবো। তারপর প্রভূত পুরস্কার! চলুন গুরুজী, আর বিলম্ব করবেন না।

ভগীরথ। যাবে—চল, কিন্তু সেই চাঁড়াল বালক? তবে শুনেছি, রত্নবতী ছ'এক দিনের মধ্যে পিত্রালয়ে যাবে। আমি লোক নিযুক্ত ক'রে এসেছি। চল, যখন নেমেছি, দেখাই যাক্। মধুসিং, তুমিও আমার সঙ্গে চল।

মধুসিং। না গুরুজী, আমাকে মাপ্ করবেন। আমি ভিক্ষে ক'রে-খাবো, তবু ও কাজে নেই। শুনেছি, সতী রমণীর অঙ্গস্পর্শ করলে-আয়ুঃক্ষয় হয়।

[প্রস্থান।

সূর্য্যসিং। গুরুজী, ঐ মধুসিংটা চিরকালই দুর্ব্বল। কেন যে ওটাকে শিষ্য করেছিলেন, তা আপনিই জানেন।

ভগীরথ। প্রকৃত দুর্ব্বল যে কে, সেটা একটা চিন্তার বিষয় বটে!

[উভয়ের প্রস্থান।

প্রেমানন্দের প্রবেশ।

প্রেমানন্দ। ঠাকুর, তুমি বড় চালাক, আমাকে সরিয়ে দিয়ে চুপি চুপি রত্নবতীর কথা ক'যে নেবে! আমি কিন্তু দুয়োরের পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি। আচ্ছা, আমিও এই সব কথা ইন্দুমতীকে ব'লে দেবার ভয় দেখিয়ে দু'এক হাজার বার ক'রে নিচ্ছি। আমি প্রেমানন্দ, থলে সেলাই ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি, তা বোঝাই না ক'রে হঠাৎ আর ফির্‌ছি না। 'দেখা যাক্—ভাগ্যং ফলতে সর্ব্বত্র, ন চ বিদ্যা ন চ পৌরুষং।—' হে অপদেবতার দল! কেউ বাবা হিংসা ক'রো না, আমি কিছু বাগিয়ে নিই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

তুলসীদাসের কুটীর।

গীতকণ্ঠে সান্ধ্যবালাগণের প্রবেশ।

সান্ধ্যবালাগণ—

গীত।

সূয্যি মামা বস্‌লো পাটে জ্বল্‌ছে সাঁঝের বাতি।
ধূপ-ধুনা গঙ্গাজল দিয়ে শাঁখ বাজাবে এয়োতি॥
মিটি-মিটি উঠ্‌ছে তারা, ছড়িয়ে দিয়ে প্রেমের ধারা,
কর্‌বে তারা দিশেহারা, গুটি-গুটি জুট্‌ছে তাই সাথী।

ঝিঙের ফুল ফুট্‌লো ঐ, ভাল ক'রে দেখ্‌লো সই,
সেই রসের নাগর এল কৈ, যার তরে তুই জাগবি রাতি॥

[প্রস্থান।

তুলসীদেবীর প্রবেশ।

তুলসীদেবী। কৈ, এখনও তো তুলসী এলো না; আজ বড় দেরী হ'য়ে যাচ্ছে! অন্য দিন তো এমন সময়ে এসে পড়ে। জানি না, অলক্ষ্যে ব'সে ভগবান আজ দুঃখিনীর কি সর্ব্বনাশ কর্‌ছেন! তাই তো, আকাশে একটু মেঘ দেখা দিল যে! কি করি, আমি যে স্থির থাক্‌তে পার্‌ছিনে,—প্রাণের মধ্যে আকুলি-বিকুলি কর্‌ছে! যাই—মোহনের কাছে যাই, সে ভিন্ন এ বিপদে আর আমার কেউ নেই।

[প্রস্থান।

তুলসীদাসের প্রবেশ।

তুলসীদাস। [প্রবেশপথে] আজ হাট থেকে ফির্‌তে বড় বিলম্ব হ'য়ে গেছে। রত্ন আমার জন্য কত ভাব্‌ছে, ~~হয় তো বা সেই দিব্য ভাবোদ্ভাসিত জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিখানি অশুভ চিন্তার প্রবল প্রাবল্যে শুষ্ক পাংশুবর্ণ হ'য়ে গেছে~~। একি, হঠাৎ অন্ধকার হ'য়ে আস্‌ছে কেন! [ঊর্দ্ধে দৃষ্টি] উঃ—তাই তো, একখানা ভয়ঙ্কর মেঘ উঠে চাঁদখানাকে ঢেকে ফেলে দিয়েছে; তাই এমন হাস্যভরা রজনী অন্ধকারে মুখ ঢেকেছে। অহো! প্রকৃতির কি নির্ম্মম রহস্য! এই হাসি—এই কান্না, এই জন্ম—এই মৃত্যু, এই আলো—এই অন্ধকার। মানবজীবনও ঠিক এই প্রকৃতির প্রতিবিম্ব! এঁ্যা—তবে কি আমাকেও কাঁদ্‌তে হবে? না—না, এ আমার দুর্ব্বল মস্তিষ্কের কল্পনা। [প্রবেশ করিয়া] একি! রত্ন—রত্ন! এঁ্যা, না—না, রত্ন আমার সন্ধ্যাবেলায় জপ কর্‌তে

বসেছে, তাইতে উত্তর দিতে পার্‌ছে না। আচ্ছা, আমি ঠাকুরঘরটা দেখ্‌ছি—[কিঞ্চিৎ অগ্রসর] কৈ না, ওখানেও তো নাই। রত্ন! রত্ন! রত্নবতী! আমার! সাড়া দাও, আমাকে আর কষ্ট দিও না, সাড়া দাও। কৈ—কেউ তো সাড়া দিচ্ছে না—তবে কি আমার সন্দেহ সত্যে পরিণত হ'লো—প্রকৃতির ঘনান্ধকার আমার অন্তরে প্রতিবিম্বিত হ'লো? না—না, মাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করি! মা! মা! ওমা, শুন্‌তে পাচ্ছ না?

চঞ্চলপদে হুলসীদেবীর প্রবেশ।

হুলসীদেবী। কে বাবা, তুলসী এসেছ?

তুলসীদাস। আস্‌বো না, আর কোন্ চুলোয় যাবো? বলি—সব কোথায় গেল? কাউকে দেখ্‌তে পাচ্ছি নে কেন?

হুলসীদেবী। কার কথা জিজ্ঞাসা করছো বাবা? বৌমার কথা?

তুলসী। এটা আর বুঝ্‌তে পাচ্ছ না—বাড়ীতে কি আর তের জন লোক আছে! যাও, ওকে পাঠিয়ে দাও গে, এসে আমার গামছাখানা আজাড় ক'রে দিক্; পিপাসায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে—হাত পা ধুয়ে এখনই জল খেতে হবে। যাও, দাঁড়িয়ে রইলে যে?

হুলসীদেবী। ও মোহন—মোহন, বাবা ছুটে আয়,—কি বল্‌তে হবে, বল্‌বি আয়। [রোদন]

তুলসীদাস। মোহন কি বল্‌বে মা, তুমি কাঁদ্‌ছ কেন? আমার বড় সন্দেহ হ'চ্ছে; কি ঘটেছে, শীগ্‌গির বল?

হুলসীদেবী। বাবা—লক্ষ্মী বাবা আমার, রাগ ক'রো না।

তুলসীদাস। আহা, কি হয়েছে বল; তা নয় রাগ ক'রো না—রাগ ক'রো না, রাগ যে আপনি বেড়ে ওঠে।

হুলসীদেবী। বাবা, তোমার শ্বশুরের নিদেন অবস্থা, সেখান থেকে

পাল্কী আর লোক এসেছিল—তাই একটা দিন কড়ার ক'রে বৌমাকে পাঠিয়ে দিয়েছি।

তুলসীদাস। কি সর্ব্বনাশ করেছ—পাঠিয়ে দিয়েছ? আমি তাকে এত ক'রে বারণ ক'রে গেলাম, তবু সে চ'লে গেল। ওঃ নারীর হৃদয় এত নির্ম্মম!

হুলসীদেবী। না বাবা, তার ওপর রাগ ক'রো না, সে বেচারীর কোন দোষ নেই; সে যেতে চায় নি, আমি তাকে জোর ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছি।

তুলসীদাস। কেন তুমি তাকে জোর ক'রে পাঠালে, আমি তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে ব'লে গিয়েছিলাম?

হুলসীদেবী। বুড়ো বামুনের মনোক্ষুণ্ণ করলে পাছে বাবা তোর অকল্যাণ হয়, তাই এ কাজ করেছি। তা বাবা, কোন চিন্তা নাই—কাল সকাল বেলাতেই তাকে দিয়ে যাবে।

তুলসীদাস। ও কথায় আমি বিশ্বাস করি না, আর ও আমি শুন্‌বোও না; এই রাত্রেই আমি সেখানে যাবো। যদি সে ঘুমে ঘুরে যায়, তা হ'লে দশ দিন আর আস্‌তে পাবে না। তা তুমি যাই মনে কর মা, আমি সে সহ্য করতে পারবো না। যদি আজ রাত্রে তাকে ফিরিয়ে আন্‌তে পারি—তবেই আস্‌বো, নইলে এই আমার শেষ যাত্রা।

[প্রস্থানোদ্যত]

হুলসীদেবী। বাবা, ঝড়-জল আস্‌ছে, এ রাত্রে যেও না বাবা। সে অনেক পথ, বড় কষ্ট হবে। আমি মা হই, আমার কথা রাখ বাবা!

তুলসীদাস। কিসের ঝড়-জল মা? জানি না, প্রকৃতির বিরাট গর্ভ-নিহিত কোন এক অব্যক্ত কারণে আমার অন্তঃকরণে যে এক প্রচণ্ড

ঘূর্ণি উত্থিত হয়েছে, যে এক ভীষণ বজ্রধ্বনি হুঙ্কার ছাড়্ছে, তার তুলনায় এ বাহিরের ঝড়-জল, আকাশের বজ্র অতি তুচ্ছ—অতি লঘু! মা! যদি পার, এ দুর্দ্দিনে আমাকে ক্ষমা ক'রো।

[বেগে প্রস্থান।

হুলসীদেবী। ওঃ—শুন্লে না, বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করেছিলাম, তবু শুন্লে না। হায়—হায়, তুলসী নিশ্চয়ই পাগল হয়েছে, রুদ্রমূর্ত্তিতে কি কতকগুলো ব'লে গেল, বুঝ্তে পার্লাম না। ওঃ, ভগবান্! জগদীশ্বর! মায়ের প্রাণে আর কত সয়! মোহন—মোহন! ছুটে আয় বাপ্—দেখে যা, আজ আমার কি সর্ব্বনাশ হ'লো!

বেগে মোহনচাঁদের প্রবেশ।

মোহন। খুড়ী-মা! কাঁদ্ছ কেন, কি হয়েছে? তুলসী বাড়ী এসেছে তো?

হুলসীদেবী। বাড়ী এসে তুলসী বৌমাকে দেখ্তে না পেয়ে এই রাত্রে শ্বশুরবাড়ী ছুটেছে। মোহন! কি হবে বাবা? পথে সে নিশ্চয়ই মারা পড়্বে। হায়—হায়, ভগবান্! শেষে আমার এই কর্লে!

মোহনচাঁদ। ভগবান্ তো কিছু অন্যায় করেন নি খুড়ী-মা! মনে আছে, তুমি তুলসীকে সংসারী কর্বার জন্য দিনরাত না খেয়ে ভগবানের দ্বারে মাথা কুটে মাথায় ঘা ক'রে ফেলেছিলে? করুণাময় ভগবানও তোমার প্রার্থনার অনুরূপ ফল দিয়েছেন, এখন আর দুঃখ কর্লে কি হবে খুড়ী-মা!

হুলসীদেবী। মোহন! তুই আর এ দুর্দ্দিনে দুর্ব্বাক্য বলিস্ নে। এখন যা হয় একটা উপায় কর্ বাপ্! তুলসী যাবার সময় ব'লে গেছে, এই যাত্রাই তার শেষ যাত্রা। মোহন! কি হবে বাবা? ওঃ—

ঝড় উঠ্‌লো যে! সর্ব্বনাশ! ভয়ানক জল পড়্‌ছে—চিকুর হান্‌ছে। মোহন! তুলসী যদি না আসে? [রোদন]

মোহন। কতক্ষণ সে গেছে?

তুলসী। এই মাত্র; এখনও বোধ হয় গ্রাম পার হয় নি মোহন!

মোহনচাঁদ। ভয় কি খুড়ী-মা, আমি ছুটে গিয়ে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আস্‌ছি। তুমি কেঁদো না খুড়ী-মা, আমি কারও কান্না দেখ্‌তে পারি না। আশীর্ব্বাদ কর, যেন অচিরেই তোমার মুখে হাসি ফোটাতে পারি। তাই তো একগাছা লাঠি পেলে হ'তো! এই যে কি একটা প'ড়ে রয়েছে। [একগাছা বাঁক লইয়া] বাস্‌, গুরুজনের যদি আশীর্ব্বাদ থাকে, এতেই মোহন দুনিয়া জয় কর্‌তে পারে।

[বেগে প্রস্থান।

তুলসীদেবী। আহা, সত্যই মোহন দেবতা,—এই ঝড় জলে বেরিয়ে পড়্‌লো। কিন্তু ও যদি তুলসীকে ধর্‌তে না পারে, তা হ'লে কি হবে? মোহনও তো বিপদে পড়্‌বে! তাই তো, একি কর্‌লাম? এ যে আরও চিন্তায় পড়্‌লাম! এক বোঁটার দুটী ফুল এক সঙ্গে ছিঁড়ে ফেল্লাম। ভগবান্! একি দুর্বুদ্ধি দিলে!

গীতকণ্ঠে মনুয়ার প্রবেশ।

মনুয়া।—

গীত।

ভয় কি মা, কাঁদ্‌ছ কেন, আমি আছি তোর চাঁড়াল ছেলে।
ছায়াটী মোদের ছোঁয় না যে মা, নীচের ঘরে জন্ম ব'লে॥
শ্বশুরবাড়ী দাদা গেছে, আমি যাবো তার পাছে পাছে,
অন্ধকারে ভয় কি আছে, পথে দেবো মা আলো জ্বেলে॥

তুলসী আমার দাদা হয়, বুকে তুলে নিয়ে কথা কয়,
তার কি কোন আছে ভয়, সেথা ঝড় বৃষ্টি যাবে চ'লে ॥
পড়ুক বজ্র কিবা ভয়, খেলুক তড়িৎ আকাশময়,
চাঁড়াল ছেলে আছে সহায়, নে মা একবার কোলে তুলে ॥

[মনুয়াকে বক্ষে লইয়া তুলসীদেবীর প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

দশাশ্বমেধ ঘাট।

গীতকণ্ঠে যোগীগণের প্রবেশ।

যোগীগণ—

গীত।

জয় সুন্দর শঙ্কর, হর হর ভোলা।
জয় ব্যোমকেশ, বিভূতিবেশ, জয় ভবপারের ভেলা ॥
জয় গঙ্গাধর মহাকাল, জয় জলদনল-কপাল,
জয় মদননাশন ভাল, জয় ব্যোম-ব্যোম বোলা।
জয় আশুতোষ দিগম্বর, জয় জটাকটাহধর,
জয় গৌরীহর, কাশীশ্বর, জয় ভূত সঙ্গে খেলা ॥

[প্রস্থান।

কিষণলাল ও আশালতার প্রবেশ।

কিষণলাল। আহা! কি মনোরম তীর্থস্থান! কোন্ অনাদি অনন্তকাল হ'তে প্রত্যহ এমনিভাবে একটা জলস্রোত এই দশাশ্বমেধ

ঘাটের উপর প্রবাহিত হ'চ্ছে। আর ঐ দেখ, নিম্নে কল-কলনাদিনী পূতপাবনী কেমন অবিরামগতিতে চলেছে। প্রত্যহ কত শত মহা-পাপীর পাপ-কালিমা এখানে বিধৌত হ'চ্ছে, আবার কত ভক্তিমান মহাসাধকের পূত পদস্পর্শে এই তীর্থশীলার গৌরব বৃদ্ধি হ'চ্ছে।

আশালতা। ভগবানের অপার করুণায় এই পবিত্রতম তীর্থের শাসনভার আপনার উপর অর্পিত হয়েছে। এখন ভগবানের নিকট কায়মনপ্রাণে প্রার্থনা করুন, যেন আপনার শাসনদণ্ডের পবিত্রতা রক্ষা করতে সর্ব্বদা সমর্থ হন।

কিষণলাল। দিল্লীর সম্রাট আকবর সা যখনই এই পবিত্র কাশী-ধামের শাসনভার আমাকে অর্পণ করেছিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই বাবা বিশ্বনাথকে স্মরণ ক'রে আমি শাসনদণ্ড গ্রহণ করেছিলাম। সুতরাং প্রিয়ে! বাবার কৃপায় যে আমার শাসনদণ্ড ন্যায়পথে চালিত হবে, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এখন প্রার্থনা—মৃত্যু যখন অনিবার্য্য, সেই মৃত্যু যেন এই পবিত্র স্থানে সংঘটিত হয়।

আশালতা। এখানে মৃত্যু হ'লে কি হয় নাথ?

কিষণলাল। এখানে মৃত্যু হ'লে মৃত্যুঞ্জয় হয়, শিবত্বপ্রাপ্তি হয়।

আশালতা। তবে কাল থেকে বাবা বিশ্বনাথের মাথায় এই ব'লে সচন্দন বিল্বপত্র দান কর্‌বো, যাতে এই পবিত্র তীর্থস্থানে আমাদের দেহান্ত হয়। নাথ! প্রভু কি এ আবেদন পূর্ণ কর্‌বেন না?

কিষণলাল। অবশ্যই কর্‌বেন। শুদ্ধচিত্তে সজলনয়নে প্রাণের ব্যথা নিবেদন কর্‌লে তিনি যদি না শোনেন, তাঁর আশুতোষ নামের সার্থকতা থাক্‌বে কি ক'রে প্রিয়ে!

আশালতা। ঐ দেখুন নাথ, তীর্থবাসী প্রজাবৃন্দ আপনাকে নূতন শাসনকর্ত্তা পেয়ে প্রাণের ব্যথা জানাবার জন্য ছুটে আস্‌ছে।

গীতকণ্ঠে প্রজাগণের প্রবেশ।

প্রজাগণ—

গীত।

এস—এস হে হিন্দুবীর।
মুছে দাও মোদের নয়ন-নীর॥
দস্যুর পীড়নে মথিত হৃদয, নিরাশা-আঁধার চারিভিতে রয়,
অশান্তি-পবন মহাবেগে বয, ক'রে দাও মোদের চিত্ত স্থির॥
কলুষপ্রবাহ করিছে গর্জ্জন, মিথ্যার অশনি নাদিছে ভীষণ,
অধর্ম্ম-পিশাচ করিছে নর্ত্তন, ছেড়ে গেছে দেবতা শ্রীমন্দির॥
পতিতা রমণী দিবস যামিনী, ফেলিছে অশ্রু বসি একাকিনী,
শুনিলে তাদের মরম কাহিনী, সরমে নুইয়া পড়িবে শির॥

আশালতা। প্রজাগণের দুঃখের কাহিনী শুন্‌লেন, মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝ্‌লেন? এখন প্রজাগণের বিপদ, নিজের বিপদ মনে ক'রে নিয়ে প্রজাবৎসল শাসনকর্ত্তা তীর্থের পবিত্রতা রক্ষা করুন—এই আমার প্রার্থনা।

কিষণলাল। আমি স্তম্ভিত হ'য়ে যাচ্ছি প্রিয়ে, প্রত্যহ অগণিত হিন্দুসন্তান অবনতমস্তকে যেখানকার ধূলিকণা মস্তকে ধারণ ক'রে নিজেকে পবিত্র মনে করেন, সেই তীর্থস্থানের এই অবস্থা! যেখানে ধর্ম্মপ্রাণা হিন্দুললনা অসঙ্কোচে সঙ্কোচের যবনিকা ছিন্ন ক'রে হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জ্জন কর্‌বার জন্য ছুটে আসে, সেই তীর্থস্থানের এই অবস্থা! সেই পবিত্র তীর্থের অধিবাসীগণ করুণকণ্ঠে গান গাচ্ছে—

"পতিতা রমণী দিবস যামিনী, ফেলিছে অশ্রু বসি একাকিনী,
শুনিলে তাদের মরমকাহিনী, সরমে নুইয়া পড়িবে শির।"

আর নয়—যাও তীর্থবাসী প্রজাবৃন্দ, নিশ্চিন্তচিত্তে গৃহে ফিরে যাও। এর জন্য যদি অকাতরে হৃদয়শোণিত ঢেলে দিতে হয়, এর জন্য যদি আবার আমাকে রাজরোষে পতিত হ'তে হয়, তাতেও আমি প্রস্তুত,—আমি যেমন ক'রে পারি, তীর্থের পাপ-কালিমা ধুয়ে ফেল্‌বো। এস প্রিয়ে, মণিকর্ণিকার ঘাট দর্শন করিগে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

প্রজাবৃন্দ। জয় কিষণলালজী জয়—জয় কিষণলালজী জয়!

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

প্রান্তর।

গীতকণ্ঠে মেঘবালাগণের প্রবেশ।

মেঘবালাগণ—

গীত।

সোঁ সোঁ সোঁ ছুটে চল্, ছুটে চল্, ছুটে চল্।
আজ এক নিমিষে ভাসিয়ে দেবো, সারা ভূমণ্ডল॥
কড় কড় কড় ডাক্ না, ছড় ছড় ছড় পড়্ না,
নদী নালা সাগর ভূধর ভাসিয়ে দিয়ে চল্ না,
প্রাণভ'রে ডাকুক্ তারা কল্-কল্-কল্।

পাগলা বাতাস আস্‌ছে ঐ, ভেসে ভেসে চল্ না সই,
বিদ্যুচ্ছলে মুচকে হেসে দুটো প্রাণের কথা কই,
ঝম্ ঝম্ ঝম্ পড়ুক জল, পড়ুক জল, পড়ুক জল॥

[প্রস্থান।

ধনুর্ব্বাণহস্তে মনুয়ার প্রবেশ।

মনুয়া। ওঃ, ঝম্-ঝম্ বৃষ্টি পড়ছে, সোঁ-সোঁ ক'রে বাতাস বইছে, ঘন ঘন বিদ্যুত চম্‌কাচ্ছে, জমাটী মেঘে আকাশটা ঢেকে রেখেছে। উঃ—কি অন্ধকার! তুলসী আমার এই দুর্যোগে শ্বশুরবাড়ী বেরিয়েছে! অহো! পত্নীপ্রেমের কি গভরীতা! যেদিন এই উদ্যম প্রেমপ্রবাহ প্রাণারাম রাম নাম মুখে নিয়ে আমার দিকে ছুটবে, সেই দিন আচারভ্রষ্ট ভারতবাসীর পাপকালিমা বিধৌত ক'রে দেবে—আবার আমার লীলা-নিকেতন এই ভারতভূমি পূত পবিত্র হবে। ধন্য ভক্ত বাল্মিকী, সুপ্ত ভারতে রাম নামের লুপ্ত গরিমা ফুটিয়ে তুলতে স্বীয় শিষ্য ভরদ্বাজকে আজ তুলসীদাসরূপে প্রেরণ করেছ, তাই আজ ভক্তের চিত্তশুদ্ধি রাখ্‌তে আমাকেও এক নূতনভাবে খেলাচ্ছ! যাই—আর দাঁড়াবার অবকাশ নাই, তুলসীর গমনপথে আলো ধর্‌বো ব'লে ভক্তিমতী ব্রাহ্মণকন্যাকে মাতৃ-সম্বোধন ক'রে শপথ করেছি। আর বিলম্ব কর্‌লে চল্‌ছে না—ঐ যে তুলসী আমার এসে পড়েছে!

[প্রস্থান।

তুলসীদাসের প্রবেশ।

তুলসীদাস। ওঃ—রত্ন আমার যেতে চাই নি, মা আমার তাকে জোর ক'রে পাঠিয়েছে। সেই প্রাতঃকাল, আর এই নিশার প্রথম যাম

অতীতপ্রায়, এই সুদীর্ঘকাল আমি রত্নকে দেখিনি। আমি বেঁচে আছি কি না, সন্দেহ হ'চ্ছে; না—এই তো হৃদয়মধ্যে বেশ স্পন্দন অনুভূতি হ'চ্ছে! তবে তো আমি নিশ্চয়ই বেঁচে আছি। কেন বেঁচে আছি, বুঝ্তে পাচ্ছি নে। হয়েছে—সেই স্বর্গের দেবীকে দেখ্তে পাবো, এই আশায় বেঁচে আছি। তাই তো, এ যে ঘোর অন্ধকার, এতক্ষণ কি আমি এতই অন্যমনস্ক ছিলাম? একি! বৃষ্টি পড়ছে না কি? সর্ব্বনাশ! সর্ব্বাঙ্গ যে ভিজে গেছে। হু-হু ক'রে ঝড় বইছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে,—কতদুর এলাম, তাও তো বেশ বুঝ্তে পাচ্ছি নে। অন্ধকারে পথ চেন্‌বার উপায় নাই; তাই তো—কি করি, কোথায় যাই? আজ রাত্রির মধ্যে রত্নকে একটী বার দেখ্তে না পেলে নিশ্চয়ই আমার মৃত্যু ঘট্‌বে। ও কি! একটা ক্ষীণ আলোকরেখা বহুদূর হ'তে এদিকে আস্‌ছে নয়! একি! সঙ্গে সঙ্গে এক অস্পষ্ট মধুর সঙ্গীতের স্বরও ভেসে আস্‌ছে,—যাই হোক, একটু দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে হয়েছে।

গীতকণ্ঠে মনুয়ার প্রবেশ।

মনুয়া।—

গীত।

আয় রে আয় প্রাণের সখা এই পথেতে আয়।
বৃথা দাঁড়িয়ে ভাবিস্ কেন, তোর সময় ব'য়ে যায়॥

[প্রস্থান।

তুলসীদাস। যা থাকে অদৃষ্টে, আমি ঐ আলোকরেখা ধ'রে চ'লে যাবো।

গীতকণ্ঠে মনুয়ার পুনঃ প্রবেশ।

মনুয়া।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ক্ষণস্থায়ী তোর মানবজীবন, পদ্মপত্রের জলটী যেমন,
বাতাসে তার হবে পতন, তখন করবি রে হায় হায়।

[প্রস্থান।

তুলসীদাসের পুনঃ প্রবেশ।

তুলসীদাস। কি আশ্চর্য্য! যতদুর চ'লে যাচ্ছি, আলোকরেখা যেন সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। কি আকর্ষণী শক্তি, আমিও যেন ছায়ার মত অনুসরণ করছি। সুন্দর দেখতে পাচ্ছি—

[বেগে প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে মনুয়ার পুনঃ প্রবেশ।

মনুয়া।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

তুমি যেমন তার প্রেমে পাগল, তোর প্রেমে আমি তেমনি পাগল,
আজ তাইতে এত বেধেছে গোল, দেখবো আজ কে কাকে পায়॥

[প্রস্থান।

তুলসীদাসের পুনঃ প্রবেশ।

তুলসীদাস। ঐ যে—ঐ যে বেশ দেখতে পাচ্ছি—সম্মুখে একটা ভীষণ শ্মশান, তারপর ঐ যে সেই প্রান্তর, ঐ যে সেই বটবৃক্ষ, চিনতে

পেরেছি—আমার বিবাহের দিন বাহকেরা ঐখানে শিবিকা নামিয়ে-ছিল; ওরই অনতিদূরে আমার রত্নবতীর পিতৃভবন। আঃ—মুহূর্ত্ত-মধ্যে আমি দেবীসন্দর্শনে সমর্থ হবো। আঃ—কি প্রাণস্পর্শী কল্পনা! যাই, আর বিলম্ব করবো না।

[বেগে প্রস্থান।

বেগে মোহনচাঁদের প্রবেশ।

মোহনচাঁদ। উঃ—কি ভীষণ অন্ধকার, নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে না। ঐ যে—ঐ যে বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে! ওঃ—আকাশটা এখনও মেঘে জমাট বেঁধে রয়েছে, মুষলধারায় বৃষ্টি পড়্‌ছে, পথ ঘাট সব জলে ভেসে গেছে। এত কষ্ট ক'রে ছুটে আস্‌ছি, কৈ—তুলসীকে তো দেখ্‌তে পেলাম না। ও কি! ও কি! ঐ সম্মুখের শ্মশানে তুলসীর মত কে ছুট্‌ছে নয়? তুলসীই তো! হয়েছে—তুলসী! তুলসী! একটু দাঁড়াও, দয়া ক'রে একটু দাঁড়াও; আমি তোমার বাল্য-সখা, আমার অনুরোধ পায়ে ঠেলো না ভাই—একটু দাঁড়াও। [ছুটিতে গিয়া হোঁচট খাইয়া পতন] ওঃ—সখা! এইবার বুঝি শেষ হ'য়ে গেল! খুড়ী-মা! তোমার চোখের জল মুছিয়ে দিতে পার্‌লাম না। ওঃ—বড় যাতনা—প্রাণ যায়! [মূর্চ্ছা]

গীতকণ্ঠে রামদাস বাবাজীর প্রবেশ।

রামদাস।—[মোহনচাঁদকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া]

গীত।

তুলসীর দেখা পাবিনে রে তুই, কেন বৃথা এলি ধেয়ে।
ভগার ইচ্ছা থাকতো যদি পড়্‌তিস্ না তুই হোঁচট্ খেয়ে।

পারিবে না এখন তুলসীর দেখা, তোর ভাগ্যপটে আছে লেখা,
তোর অশ্রুরেখা দেখলে সখা, তার বিরাগ রেখা যাবে ধুয়ে ॥
দুইটা ফুলের একটা বোঁটা, বড় কঠিন তোর যুক্তি কাটা,
তুই বাধাস্ ভাব বৈরাগ্য ল্যাটা, তোকে রাখলে তাই সরিয়ে ॥

[মোহনচাঁদকে লইয়া প্রস্থান ।

সপ্তম দৃশ্য ।

রত্নবতীর পিতৃ-ভবন ।

বিষণ্ণবদনে রত্নবতীর প্রবেশ ।

রত্নবতী। ওঃ—কি দুর্ভাগ্য ! এত চেষ্টা ক'রে ছুটে এসেও বাবাকে দেখ্‌তে পেলাম না। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে যন্ত্রণাকাতর ক্ষীণকণ্ঠে বাবা কতবার আমার নাম ধ'রে ডেকেছিলেন, আর তাঁর হতভাগিনী কন্যা একটীবার চোখের দেখা দিয়ে বৃদ্ধ পিতার জীবনের শেষ আকাঙ্ক্ষাটুকু মেটাতে পার্‌লে না। ধিক্ আমার জীবনে, আর শত ধিক আমার নারীজন্মে ! নারীর পরম দেবতা স্বামী, সেই স্বামী অত্যধিক অনুরাগ-ভরে আমাকে নয়নের আড়ালে রাখ্‌তে পারেন না, তাই আমার আস্‌তে বিলম্ব হ'য়ে গেল—তাই আমি তাঁকে দেখ্‌তে পেলাম না। তাঁর উষ্ণ নিশ্বাসের তীব্র জ্বালা বুকে নিয়ে আমাকে বেঁচে থাক্‌তে হ'লো ! ওঃ—আর কত সয় ! [বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রুমোচন]

শশব্যস্ত তুলসীদাসের প্রবেশ।

তুলসীদাস। রত্ন! চেয়ে দেখ, তোমার সম্মুখে এসে কে দাঁড়িয়েছে!

রত্নবতী। একি! স্বামী—প্রভু! আপনি এখানে এসেছেন? আমি যে বিস্ময়ে আত্মহারা হ'য়ে পড়্ছি। এই ঝড়-বৃষ্টি, এই ঘনান্ধকার, এই মহা দুর্য্যোগ, এই সুদূর পথ, আপনি কেমন ক'রে এলেন? এ যে অসম্ভব! আমি যে ধারণা ক'রে উঠ্তে পার্চ্ছিনে।

তুলসীদাস। সত্যই রত্ন, আজ আমি যা করেছি, তা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেমন ক'রে যে সম্ভব হ'লো, তার নিগূঢ় তত্ত্ব আমিই ধারণা ক'রে উঠ্তে পাচ্ছিনে। হাট থেকে ফিরে এসে যখন তোমাকে দেখ্তে পেলাম না, তখন চতুর্দ্দিকে শূন্য দেখ্তে লাগ্‌লাম। জল-স্থল, আকাশ-পাতাল, অন্তর-বাহির—সব শূন্য! আমি সেই মহাশূন্যের মাঝে প্রাণের উন্মত্ত হাহাকারের প্রেরণায় জননীর নিষেধ সত্ত্বেও তোমার উদ্দেশ্যে বহির্গত হ'লাম।

রত্নবতী। পথের ধারে তো কোন লোকালয় ছিল না; ঝড় বৃষ্টির সময় কোথায় আত্মরক্ষা কর্‌লেন প্রভু?

তুলসীদাস। কক্ষচ্যুত উল্কাপিণ্ডের মত মহাশূন্যের মাঝে যখন আমি লক্ষ্যহীনগতিতে ছুটে আস্‌ছিলাম, তখন ঝড় বৃষ্টি কি বজ্রের হুঙ্কার কিছুই আমার অনুভূত হয়নি। তারপর হঠাৎ জানি না, কেন আমি এক চৈতন্যের রাজ্যে ফিরে এলাম; তখন আমার সব স্মরণ হ'লো। দেখি, আমার সর্ব্বাঙ্গ জলে ভিজে গেছে—আকাশের জমাটী মেঘের ঘোর অন্ধকার আমার গন্তব্য পথ আটক ক'রে দাঁড়িয়েছে। বড় বিপন্ন হ'য়ে পড়্‌লাম; আজ রাত্রের মধ্যে তোমাকে একটীবার দেখ্তে পাবো না, এই দুশ্চিন্তায় আমার হৃদ্‌পিণ্ড মুচুড়ে যেতে

লাগ্‌লো। আশ্চর্য্য রত্ন, ঠিক এমনি সময় তুমিই যেন করুণার মূর্ত্তিমতী-রূপে বহুদূর হ'তে এক স্বর্গীয় আলোকছটা আমার গগনপথে ফেলে দিয়ে আমাকে পথ চিনিয়ে দিলে। আরও আশ্চর্য্য! তোমার ঐ ক্ষুদ্র অঞ্চলখানি দিয়ে আকাশমণ্ডল এমনভাবে ছেয়ে ফেল্লে যে, আমার গাত্রে এক ফোঁটা জল পড়্‌লো না—একটু বাতাস লাগ্‌লো না। আমি নিরাপদে পরমানন্দে দেবীদর্শনে চ'লে এলাম। দেবী!

রত্নবতী। আদেশ করুন।

তুলসীদাস। আর বিলম্ব ক'রো না। চল—এই রাত্রেই আমাদের বাড়ী ফিরে যেতে হবে। আমি হাট থেকে ভাল ভাল ফলমূল কিনে রেখে এসেছি, আমরা ফিরে না গেলে মা তো জলযোগ করবেন না—জান তো দেবী! মায়ের কাল একাদশী, কত কষ্ট হবে। চল দেবী, আর বিলম্ব ক'রো না।

রত্নবতী। এই রাত্রেই? এ যে অসম্ভব!

তুলসীদাস। না প্রিয়ে, আমার এখানে আসা যখন অসম্ভব হয় নাই, তখন যাওয়াও অসম্ভব হবে না। রত্ন! তোমাকে যখন একবার দেখ্‌তে পেয়েছি, তখন অযুত হস্তীর বল আমি ফিরে পেয়েছি। লোক জন চাই না—আলোক চাই না—শিবিকা চাই না, আমি তোমাকে বক্ষে ধারণ ক'রে বিদ্যুৎগতিতে চ'লে যাবো। ঐ দেখ দেবী, আমাদের গগনপথে আলো ধর্‌বার জন্য মেঘোন্মুক্ত শশধর মধ্যগগনে দেখা দিচ্ছে। চল দেবী, আর বিলম্ব ক'রো না।

রত্নবতী। প্রভু! আজ এখানে আস্‌বার পূর্ব্বেই আমার পিতার মৃত্যু হয়েছে। বৃদ্ধা মা আমার বাবার শোকে মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা যাচ্ছেন, তাঁকে একটু সান্ত্বনা দেবার দ্বিতীয় লোক এখানে কেউ নেই। একেই সময় থাক্‌তে আপনি আমাকে পাঠান নি ব'লে নারী হ'য়ে স্বামীর

নিন্দা শুন্‌তে হ'চ্ছে। এ অবস্থায় আমি এখনই কেমন ক'রে যাই প্রভু? তার চেয়ে আপনি ফিরে যান; সেখানেও মায়ের চক্ষে জল পড়্‌ছে, ছুটে গিয়ে তাঁর চোখের জল মুছিয়ে দিন্ গে,—প্রাণে বেশ শান্তি পাবেন। আমি যত শীঘ্র পারি, যাবার চেষ্টা কর্‌বো।

তুলসীদাস। তোমার নিকট এরূপ উত্তর প্রত্যাশা ক'রে এখানে আসিনি বত্ন! একটু ভেবে চিন্তে উত্তর দাও।

রত্নবতী। কি কর্‌বো প্রভু, সমস্তই বুঝ্‌তে পাচ্ছেন; আমার অবস্থা বিবেচনা ক'রে আমাকে মার্জ্জনা করুন।

তুলসীদাস। আমার অবস্থা তুমি যদি বিবেচনা না কর, তোমার অবস্থা আমি কেমন ক'রে বিবেচনা কর্‌বো? এই ভীষণ অন্ধকারে আকাশের বজ্র তুচ্ছ ক'রে, পাহাড় জঙ্গল, নদী নালা, শ্মশান-প্রান্তর হেলায় অতিক্রম ক'রে, তোমার তরে ছুটে এলাম, আর তুমি তার গুরুত্ব কিছুমাত্র বুঝ্‌লে না! আমি হৃদয়ভরা অনুরাগের পুষ্পপাত্র তোমার চরণতলে এনে নামালাম, তুমি অবজ্ঞার ফুৎকারে তাচ্ছিল্যের পদাঘাতে সেগুলোকে দূরে ফেলে দিলে। ওঃ—এই তোমার হৃদয়, ওঃ—তুমি আবার আমার সহধর্ম্মিণী! ছিঃ—ছিঃ!

রত্নবতী। আর আপনি পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে বেদ-বেদান্ত অধ্যয়ন ক'রে সামান্য রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হ'য়ে ধর্ম্মের মাথায় পদাঘাত করতে চান। অনিত্য নারীর মোহে মুগ্ধ হ'য়ে আপনি যে অসম্ভব কার্য্য সম্পন্ন করেছেন, আজ যদি তার শতাংশের এক অংশও করুণাময় প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে সম্পন্ন কর্‌তেন, তা হ'লে দেখ্‌তেন, এ তো একটা তুচ্ছ নারী, লক্ষ লক্ষ নারী, কোটী কোটী নর অগণিত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পরম পুলকে আজ আপনার চরণতলে প'ড়ে মহানির্ব্বাণ লাভ কর্‌তো।

তুলসীদাস। [ক্ষণিক চিন্তা করিয়া] রত্ন, এ তুমি আমাকে কি শোনাচ্ছ? নীলিমাময় মোহ-যবনিকা ছিন্ন ক'রে হিরণ্ময় ব্রহ্মকোষের অরুণছটায় আমার তমসাচ্ছন্ন হৃদয়-আকাশের পূর্ব্বদিক আলো ক'রে তুল্‌ছ। দেবী, এ আমাকে কি শোনাচ্ছ? যদি শোনালে হে পত্নী-রূপী গুরু, তবে এতদিন পূর্ব্বে শোনালে না কেন? ওঃ—সত্যই আজ আমি কোথায়! ছিঃ—ছিঃ, লজ্জায় মুখ ঢাকি কোথায়! ~~ধরিত্রী! সংসার-বিদ্বেষী তুলসীকে আজ দয়া ক'রে একটু স্থান দাও।~~

রত্নবতী। প্রভু! আমাকে মার্জ্জনা করুন। আপনার হাতে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, সংসার-মোহে মুগ্ধ হ'য়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে পড়্‌লে আমি সজাগ প্রহরিণীর মত আপনাকে সতর্ক ক'রে দেবো। কতদিন চেষ্টা করেছি, শত বাধা এসে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ ক'রে দিয়েছে। আমি চরণাশ্রিতা দাসী, আমাকে মার্জ্জনা করুন; আমার কঠোর বাক্যে আপনার প্রাণে নিশ্চয়ই ব্যথা লেগেছে,—আমার মহা অপরাধ হয়েছে—আমাকে ক্ষমা করুন! [পদতলে পতন]

তুলসীদাস। রত্ন! রত্ন! [রত্নবতীকে তুলিয়া লইয়া] তুমি অনু-তপ্ত হ'য়ো না। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কর্‌ছি—এতে তোমাকে কণিকা মাত্র পাপস্পর্শ করে নাই। তুমি যথার্থই সহধর্ম্মিণীর কাজ করেছ। তুমি আজ যা করেছ, জগতের ধর্ম্মপত্নীগণ তাঁদের স্ব স্ব স্বামীর প্রতি যদি এরূপ আচরণ করেন, তা হ'লে এই মায়াময় বিশ্ব-সংসার একদিনে স্বর্গে পরিণত হয়। ওঃ, সময় চ'লে যায়—আমার রাম নাম বল্‌বার সময় চ'লে যায়, আর বিলম্ব কর্‌বার অবসর নাই। দেবী আমার, বন্ধু আমার, গুরু আমার, ভবপারের উত্তরসাধিকে দেবী আমার, আমি শ্রীরামচন্দ্রদর্শনে যাত্রা কর্‌ছি—প্রসন্নচিত্তে বিদায় দাও। প্রভুর নিকট প্রার্থনা জানাও, আমি যেন তাঁর চরণদর্শনে বঞ্চিত না

হই। ওঃ—বহুদূরে পেছিয়ে পড়েছি—অনেক দূরে যেতে হবে। ভগবান্! দয়া কর—রক্ষা কর।

[বেগে প্রস্থান।

রত্নবতী। এ কি! সত্য সত্যই কি স্বামী আমায় ত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন! না, কিছুতেই আমি যেতে দেবো না। যেমন ক'রে পারি, তাঁকে ফিরিয়ে আন্‌বো। প্রভু, এ আজ আমার কি সর্ব্বনাশ কর্‌লেন! আমি এই ভয়েই যে প্রাণের ব্যথা গোপনে চেপে রেখেছিলাম!

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে রামদাস বাবাজীর প্রবেশ।

রামদাস বাবাজী।—

গীত।

প্রেমের পাখী আজ কেটেছে শেকল।
পারবে না বেগ ধর্‌তে তুমি, কেঁদে সারা হবে কেবল॥
মহাশূন্যে যাবে উড়ে, (যেথা) তপ্-তপ্ শব্দ ছাড়ে,
পরমহংস দেখ্‌বে ওরে, তার আপন হবে ভূমণ্ডল॥
মহামন্ত্র রাম নাম, পুরাবে তার মনস্কাম,
যাবে চ'লে মোক্ষধাম, কেন ফেল্‌ছ অশ্রুজল॥
বৈরাগ্য মলয় বহে, আর কি সে গৃহে রহে,
ভূপতিচরণে কহে, ঐ রকম তার কর্ম্মফল॥

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

প্রান্তরস্থ বটবৃক্ষতল।

মধুসিংয়ের প্রবেশ।

মধুসিং। কি করি—কোন্ উপায় অবলম্বন কর্‌লে রত্নবতীকে গুরুজীর হাত থেকে রক্ষা কর্‌তে পারি? হায়—হায়, অর্থের লোভ কি ভীষণ! গুরুজীর মত অমন বীরহৃদয় অর্থের মোহে সত্যানন্দ ঠাকুরের হাতে একটা পুঁতুল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কেন এমন হয়? যাক্—ও চিন্তার এখন অবসর নাই। এখন কি করি? পিতৃহীনা ব্রাহ্মণ-কন্যাকে কি উপায়ে রক্ষা কবি? গুরুজী যদি এ কাজে হাত না দিতেন, তা হ'লে নয় এই লাঠীগাছটার সদ্ব্যবহার করা যেতো। বুঝিয়ে দেখেছি—অনুরোধ ক'রে দেখেছি—শেষে পায়ে ধ'রে কেঁদে দেখেছি, গুরুজী কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হ'লেন না। তা হ'লে আমার কর্ত্তব্য? ঠিক হয়েছে! দোষ কি? এই আবাল্য অভ্যস্থ লাঠীই আমার সকল সন্দেহ দূর ক'রে দিয়েছে। গুরুজী লাঠী ধরেছেন সতী নারীর সতীত্ব লুণ্ঠন কর্‌তে, আর আমি লাঠী ধর্‌লাম সতী-নারীর সতীত্ব রক্ষা কর্‌তে দেখি; কোন্ লাঠীর জয় হয়। গুরুজী পৌছাবার পূর্ব্বেই আমি রত্নবতীকে সেখান্ থেকে সরিয়ে রাখ্‌বো।

[বেগে প্রস্থান।

ভগীরথসিং সূর্য্যসিং ও অনুচরবর্গের প্রবেশ।

ভগীরথসিং। খুব হুঁসিয়ার সূর্য্যসিং—পা টিপে টিপে চল। এই

প্রান্তরটা পার হ'তে পার্লেই তাদের বাড়ী। ঝড় জল না এলে তো এতক্ষণ কাজ সেরে দিতাম। আজ ভোর রাত্রে তার বাপ মারা পড়েছে, আমি সন্ধ্যাবেলা স্বচক্ষে দেখে এসেছি সুন্দরী ব'সে ব'সে কাঁদ্‌ছে।

সূর্য্যসিং। তখনই কাজ সেরে দিলেই হ'তো, তা হ'লে আর এই জলটা ভোগ কর্‌তে হ'তো না।

ভগীরথসিং। কি জান সূর্য্যসিং, যত জানাজানি কম হয়, ততই ভাল। আমরা অর্থলোভে যাই করি, এটা তো বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি যে কাজটা ভাল নয়!

সূর্য্যসিং। আমার মতে কাজটা মন্দও নয়। গুরুজী! দু'টো চলে না; ধার্ম্মিকও হবো, আবার বড়লোকও হবো, একসঙ্গে এ দু'টো চলে না গুরুজী! এই সংসারে দেখ্‌বেন—যত যত বড়লোক আছেন, প্রায়ই দিনে ডাকাতি ক'রে বড়লোক হয়েছেন। আমারা তো রাত্রে ডাকাতি ক'রে থাকি; আমরা তাঁদের চেয়ে ঢের ভাল।

ভগীরথসিং। তা তুমি যা বলেছ, সে কথা ঠিক। ধর্ম্মপথে অর্থ আসে না। মধুসিংয়ের অর্থের প্রয়োজন নেই—আমাদের সংসর্গ ত্যাগ কর্‌লে; লোকটা ছিল ভাল।

সূর্য্যসিং। না গুরুজী, আমি তা স্বীকার কর্‌বো না। এ সব কাজে গায়ে জোর চাই, বুকে সাহস চাই, মনে বল চাই। মধুসিংয়ের এ সব কিছুই নেই, কাপুরুষ গো-বেচারা কাজেই খ'সে পড়্‌লো; আর বাহাদুরী দেখিয়ে গেল—আমার অর্থের প্রয়োজন নেই, কেন পাপ সংসর্গে থাক্‌বো? ঠিক সেই শৃগালের গল্প—দ্রাক্ষাফল নাগাল পেলে না, কাজেই সেটা টক হ'লো।

ভগীরথসিং। না—না সূর্য্যসিং, তাকে কাপুরুষ মনে ক'রো না।

তাকে আমি বেশ জানি। তার হৃদয়ে এমন একটা জিনিষ আছে, যা আমাদের মধ্যে নাই। তুমি ছিলে না, সে পায়ে ধ'রে কেঁদেছিল,—শেষে ব'লে গেল, হয় তো আমাকে গুরুদ্রোহী হ'তে হবে।

সূর্য্যসিং। এ কার্য্যে সে বিরোধী হবে আপনার? মনেও ভাব্‌বেন না। এখন চলুন, শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর কাজটা সেরে আসা যাক্‌। এরকম কাজ তো আপনি বহু করেছেন। ভয় কি? গুরুজী! গুরুজী! দেখুন, একটা স্ত্রীলোক এদিকে আস্‌ছে নয়?

ভগীরথসিং। তাই তো, এই গভীর রাত্রে শ্মশানের দিকে স্ত্রীলোক! দেখ্‌তে হয়েছে; চুপ কর—খুব হুঁসিয়ার! চল, গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়িগে,—আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে চ'লে এস।

[সকলের প্রস্থান।

রত্নবতীর প্রবেশ।

রত্নবতী। কৈ—কোন্ দিকে তিনি চ'লে গেলেন, আমি তো কিছু সন্ধান ক'রে উঠ্‌তে পাচ্ছি নে। বাড়ী থেকে চ'লে এসেছি, আমাকে দেখ্‌তে না পেয়ে সেদিকে যে কি হ'চ্ছে, তা ভগবানই জানেন। জ্যোৎস্নালোকে দূর হ'তে যা দেখ্‌ছি, মনে হ'চ্ছে, ঐ বুঝি আমার স্বামী। ছুটে গিয়ে দেখ্‌ছি কিছুই নয়—হয় তো বা গাছ, নয় তো একটা ঝোপ। এইভাবে কতদূর এসে পড়েছি, তাও বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড গাছ নয়? ওঃ—ওখানটা কি অন্ধকার! এখনও পাতা গড়িয়ে টপ্-টপ্ ক'রে জল পড়্‌ছে, মনে হ'চ্ছে যেন কারা কথা কইছে; ~~হয় তো বা আমার স্বামী, আমার ভয়ে ঐ অন্ধকারে লুকিয়ে ব'সে আছেন।~~ যখন পা বাড়িয়েছি, তখন যা থাকে অদৃষ্টে,—শেষ না দেখে যাবো না। [অগ্রসর]

অনুচরসহ ভগীরথসিং ও সূর্য্যসিংহের প্রবেশ।

ভগীরথসিং। যার জন্য আমাদের এত চেষ্টা, আপনা হ'তে সেই শিকার জুটে গেছে। সূর্য্যসিং! শীঘ্র বেঁধে ফেল। খুব হুঁসিয়ার, এ সুযোগ ফস্কে গেলে আমার শির যাবে।

সূর্য্যসিং। কোন চিন্তা নাই, আমি নিজে বেঁধে ফেলেছি। [রত্নবতীকে বন্ধন করিতে লাগিল]

রত্নবতী। একি, তোরা দস্যু? তোদের মনে এই ছিল? ভগবান্! এই নির্জ্জন প্রান্তরে তুমি ভিন্ন যে আমার কেউ নেই প্রভু! ওঃ— বেঁধে ফেল্‌লে—আমাকে বেঁধে ফেল্‌লে,—কে আছ, আমাকে রক্ষা কর!— [ইতস্ততঃ ছুটাছুটিকরণ]

~~ভগীরথসিং। চুপ কর মাইজী, কোন ভয় নেই,—খুব সুখে থাক্‌বে।~~

রত্নবতী। কে তুই পাষণ্ড? আমায় ছেড়ে দে—দয়া ক'রে আমায় ছেড়ে দে।

ভগীরথসিং। আরে সব শূয়ারকী বাচ্ছা, আগাড়ি মুখ্‌মে কাপড়া— লাগাও। এ শিকার ফস্‌কে গেলে তোদের শির কেটে নেবো।

রত্নবতী। ওঃ—দস্যু! আমাকে আর বন্ধন ক'রো না; তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে হত্যা কর—আমাকে হত্যা কর।

বেগে মোহনচাঁদের প্রবেশ।

মোহনচাঁদ। ভয় নেই রমণী! তুমি যেই হও, তুমি যখন বিপন্ন, তখন তুমি আমার মা। প্রাণ ভ'রে ভগবানকে ডাক মা! আমি অন্ধকারে দেখ্‌তে পাচ্ছি নে,—তোমার কণ্ঠস্বর শ্রবণ ক'রে আমি একটা অনুমান ক'রে নি, তুমি কোথায়?

রত্নবতী। কে তুমি দয়াময়? যদি দয়া ক'রে এসেছ, তবে আমাকে রক্ষা কর।

সূর্য্যসিং। সাবধান রমণী, বৃথা চীৎকার ক'রো না। কার শক্তি, আমাদের হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করে? [মোহনচাঁদের দিকে অগ্রসর হইয়া] কে তুমি দুর্ভাগ্য, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে ছুটে এসেছ? স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক, এক পদ এগিয়েছ কি মরেছ!

মোহনচাঁদ। আর্ত্ত রমণী ভয়ে কাঁপ্‌ছে, এখানে বাক্‌যুদ্ধের অবসর নেই। দুর্ব্বৃত্ত! আমি অন্ধকারে দেখ্‌তে পাচ্ছি নে, নতুবা—

সূর্য্যসিং। নতুবা কি হ'তো অর্ব্বাচীন? এই দেখ্‌—[আক্রমণ]

মোহনচাঁদ। তোর কণ্ঠস্বর লক্ষ্য ক'রে আঁধারের বুকে প্রহার করলাম—[প্রহার]

সূর্য্যসিংহ। উঃ, গুরুজী! দারুণ আহত হয়েছি—দাঁড়াতে পাচ্ছি নে! এ বড় শয়তান আছে, পালিয়ে যান। ওঃ—আমায় ধ'রে নিয়ে চল, প্রাণ যায়—[অনুচরের স্কন্ধে ভর দিয়া সূর্য্যসিংহের পলায়ন]

ভগীরথসিং। কি আশ্চর্য্য! এই ঘোর নিশীথে কে এসে আমাদের এই কার্য্যে বাধা দিচ্ছে। জান না হে অপরিনামদর্শী, এখানে তোমার দ্বিতীয় যম ভগীরথসিং দাঁড়িয়ে আছে!

মোহনচাঁদ। এই তোর কণ্ঠস্বর লক্ষ্য ক'রে আবার আমি আঁধারের বুকে প্রহার করলাম। যা থাকে অদৃষ্টে! [বাঁকের দ্বারা প্রহার ও ভগীরথসিং দারুণ আহত হইল]

ভগীরথসিং। ওঃ—প্রাণ যায়, মস্তকে দারুণ আঘাত করেছে। অদ্ভুত শিক্ষা! প্রাণ যায়! ওঃ—কি করি—কি করি, দাঁড়াতে পাচ্ছি নে! কে আছে—কে আছে? সব পালিয়েছে! উঃ—প্রাণ যায়! পতন]

বেগে মধুসিংয়ের প্রবেশ।

মধুসিং। ভয় কি গুরুজী, আমি এসেছি, আমার কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়ান। [ভগীরথের তথাকরণ] আস্তে আস্তে চলুন, কোন ভয় নেই। আমি এক হাতে আপনার মাথা বাঁচাবো, অন্য হাতে আপনাকে বুকে ক'রে নিয়ে যাবো। [মোহনচাঁদকে লক্ষ্য করিয়া] পথ ছেড়ে দাও হে ধর্ম্মের রক্ষক, নতুবা এ লাঠীর সাহায্যে পথ পরিষ্কার করতে বাধ্য হবো।

মোহনচাঁদ। অন্ধকারে তোমাকে চিন্‌তে পাচ্ছি নে। হে গুরু-ভক্ত! তুমি নির্ভয়ে চ'লে যাও; প্রয়োজন হয়, এই দীন ব্রাহ্মণ তোমার সাহায্য করতে প্রস্তুত আছে।

মধুসিং। বিপন্ন রমণীকে মুক্ত ক'রে দিন, তা হ'লেই আমার সাহায্য করা হবে।

[ভগীরথসিংকে লইয়া মধুসিংহের প্রস্থান।

মোহনচাঁদ। কে এই মহাপুরুষ, আমি বেশ বুঝে উঠ্‌তে পারলাম না।

রত্নবতী। ঠাকুরপো, তোমার কণ্ঠস্বরে আমি চিন্‌তে পেরেছি, তুমি এসে এ দুর্দ্দিনে আমাকে রক্ষা করলে। আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি নে, নিকটে এসে আমার বন্ধন খুলে দাও।

মোহনচাঁদ। কি আশ্চর্য্য! দেবী, তুমি এখানে? তোমার এই অবস্থা? ভগবান্! ধন্য তোমার দয়া—ধন্য তোমার সংযোগ—ধন্য তোমার প্রেরণা! [রত্নবতীর নিকটে যাইয়া বন্ধনমোচন] দেবী, আমি যে কিছু ধারণা করতে পাচ্ছি নে। এই গভীর রাত্রে তুমি এখানে কি করতে এসেছ দেবী?

রত্নবতী। ঠাকুরপো, আজ আমার সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে, আমার স্বামী আমাকে ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন। হৃদয়ভাঙ্গা যাতনায় জ্ঞান-হারা হ'য়ে আমি তাঁর সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিলাম, তারপর এই বিপদ। ভাই! আমার কি উপায় হবে—আমি কোথায় দাঁড়াবো?

[অশ্রুমোচন]

মোহনচাঁদ। ওঃ, তুলসী চ'লে গেছে; যা ভেবেছি—তাই হয়েছে। পথে যদি অজ্ঞান হ'য়ে না পড়্‌তাম, বোধ হয় এ ঘটনা ঘট্‌তো না। বুঝ্‌তে হবে, সবই দয়াময়ের ইচ্ছা। যাক্‌, চল দেবী, তোমাকে পিত্রালয়ে রেখে আসি। কোন চিন্তা নাই! এই সুপ্তা রজনী, উপরে ঐ অনন্ত আকাশ, তার নিম্নে তুমি সতী-শিরোমণি,—কোন চিন্তা নাই। মোহনচাঁদ যদি বেচে থাকে, সে আজ প্রতিজ্ঞা করছে তোমার স্বামীকে সে এনে দেবে। অশ্রুবর্ষণ ক'রো না দেবী, যেমন ক'রে পারি, তুলসীর সঙ্গে তোমার মিলন ঘটাবো—এ বিরহ-কালিমা মিলনের শ্বেত চন্দনে মুছে ফেল্‌বো। এস দেবী!

[উভয়ের প্রস্থান।

———

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বনপথ।

গীতকণ্ঠে ব্যাধ ও ব্যাধপত্নীর প্রবেশ।

গীত।

ব্যাধ— তুহু মেরা জান সই, তুহু মেরা জান।
ব্যাধপত্নী—তুহার মধু মাসে মরা গাঙে ডেকেছে বাণ॥
ব্যাধ— সাম্‌লে চলিস্, আঁকড়ে ধরিস্, আজ বেজায় টান।
ব্যাধপত্নী—ও সব টান সহা আছে, তু আছিস্ বড়া শয়তান॥
ব্যাধ— ভড়কাও মাৎ, প্রেমের তরী দেবে পাড়ি, ছুটছে শান্-শান।
ব্যাধপত্নী—আজ চোরা বালির মাঝে তুহার ভাঙ্গা তরী হবে খান-খান॥

ব্যাধপত্নী। আরে চুপ—চুপ! ঐ দেখ্ সর্দ্দার, একঠো পাগলা লোক আস্‌তে লেগিয়েছে। পালিয়ে চল্—পালিয়ে চল্।

ব্যাধ। তাই তো বটে রে সর্দ্দারণী, সেই পাগলা ঠাকুর নয় তো? তা হ'লে তো দেখ্‌ছি, আজ জানটা রেখিয়ে যেতে হবে।

উদাসভাবে তুলসীদাসের প্রবেশ।

তুলসীদাস। ঐ যে—ঐ যে প্রভু, তুমি অনন্ত গগনে গাঢ় নীলিমা-রূপে বিরাজ কর্‌ছো। ঐ যে—ঐ যে দয়াময়, তুমি কুসুমিত শ্যামল বনভূমির কোমল ক্রোড়ে উপবেশন ক'রে রয়েছ; তবে প্রত্যক্ষরূপে

দর্শন দাও। কত দিন কত রাত চ'লে গেল, তবু তোমার দয়া হ'লো না। হে রঘুকুলতিলক, হে জানকীবল্লভ, এখনও কি সংসার-মোহে মুগ্ধ লক্ষ্য-ভ্রষ্ট তুলসীর কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত সমাধা হয় নি? আর কত দিন দয়াময়, আর কত দিন এমনিভাবে ঘোরাবে? এ কি! এরা কে? ও চিনেছি—চিনেছি, এরা যে পরমভক্ত গুহক চণ্ডালের বংশধর—আমার পূর্ব্ব পরিচিত সেই ব্যাধ দম্পতী।

ব্যাধ। কি ঠাকুর, আজকেও যে পথ আটক ক'রে দাঁড়ালে, সেদিনকার রাগ বুঝি এখনও রহিয়ে গেছে?

তুলসীদাস। না—না বন্ধু, প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্গসৌরভ এখনও তোমাদের রক্তকণায় মিশিয়ে আছে, গুহকের সেই প্রাণভরা প্রেমময় আলিঙ্গনের মধুর স্মৃতি এখনও তোমাদের পবিত্র দেহে জড়িয়ে আছে। যদি দর্শন দিয়েছ, দয়া ক'রে একবার আলিঙ্গন দাও,—তোমরা ভক্তের বংশধর, তোমাদের চরণে ধরি, দয়া ক'রে একবার আলিঙ্গন দাও। [ব্যাধকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত]

ব্যাধ। [পিছাইয়া গিয়া] না—না, তুহার মৎলব হামরা সমজিয়েছে, তুই হামাদের টিপিয়ে মারতে চাস্, তু পাগলা আছিস্, তুকে হামরা বিশ্বাস করতে পারে না। চল্—চল্, পালিয়ে চল্।—

[ব্যাধ ও ব্যাধপত্নীর বেগে প্রস্থান।

তুলসীদাস। আমার কর্ম্মের দোষে আজ নিরক্ষর ব্যাধ-দম্পতীও আমাকে বিশ্বাস করলে না। বনের পাখীগুলো আমাকে দেখে কত ধিক্কার দিতে দিতে উড়ে যায়, শৃগাল-কুকুরেও একবার ফিরে চায় না। পাপীর সংসর্গে সহজে কেউ আসতে চায় কি? তবে প্রভু রামচন্দ্র এত সহজে আমায় দয়া করবেন কেন? ওঃ—তবে আমি কোথায় যাই, কার আশ্রয় গ্রহণ করি? তেমন গুরু কোথায় পাই,

যিনি আমার প্রাণের ব্যথা অনুভব ক'রে ভগবানের চরণ দর্শন করিয়ে দেন ? ওঃ—ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, কি করেছি—কি করেছি ! জীবনের মূল্যবান সময় বৃথা অপব্যয় করেছি ! কাঁচমূল্যে কষিত কাঞ্চন বিক্রয় ক'রে ফেলেছি, স্বর্গীয় আলোক তুচ্ছ ক'রে এতদিন একটা আলেয়ার পশ্চাতে ছুটেছি । উঃ, আজ চণ্ডালে পর্য্যন্ত আমার ছায়াটুকু স্পর্শ করলে না ! ওঃ—আমি কি করেছি । প্রভু রামচন্দ্র ! আর সহ্য করতে পারি না · দয়া ক'রে আমার মাথায় বজ্রাঘাত কর । [অশ্রুবর্ষণ]

বেগে মনুয়ার প্রবেশ ।

মনুয়া । দাদা ! দাদা ! তুমি কাঁদ্‌ছ কেন ?

তুলসীদাস । কে—মনুয়া ? পালিয়ে যা—পালিয়ে যা, আমার ছায়া স্পর্শ করিস্ নে । তুই জানিস্ নে বালক, আমার ছায়া স্পর্শ করলে তোদের চাঁড়াল বংশ অপবিত্র হ'য়ে যাবে । পরম ভাগবত গুহকের বংশে কলঙ্ক লেপন করিস্ নে, পালিয়ে যা—পালিয়ে যা ।

মনুয়া । দাদা, তুমি ওকি বল্‌ছ ? তুমি যে ব্রাহ্মণ !

তুলসীদাস । ব্রাহ্মণ—ভক্তিহীন আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বিষহীন অজগর সর্প । আহা, এইজন্যই প্রভু বলেছিলেন, ভক্তি ক'রে ডাক্‌লে আমি চণ্ডালেরও হই, অভক্তিতে ডাক্‌লে আমি ব্রাহ্মণেরও নই । বুঝ্‌ছিস পাগল, ভক্ত ভগবানের কথা ? এখানে জাতির বিচার নেই—এখানে সমাজের কচকচানি নেই ।

মনুয়া । দাদা, তবে আমাকে বুকে তুলে নাও,—আমি যে তোমার ছোট ভাই ।

তুলসীদাস । কোলে আস্‌বি আয়, এসে কিন্তু সুখ পাবি নে ; এখানটা দাউ-দাউ ক'রে জ্বল্‌ছে ।

মনুয়া। আমাকে ~~কোলে তুলে নাও~~, আমি এমন ওষুধ লাগিয়ে দেবো, সব জল হ'য়ে যাবে।

তুলসীদাস। বটে! তবে [illegible] আয়. ~~এতক্ষণ দেরী করলি কেন?~~ [বক্ষে গ্রহণ] আঃ—~~তাই তো~~রে মনুয়া, এ যে সপ্ত সমুদ্রের শীতল জল ঢেলে দিলি! এ যে তুষারমণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তুলে এনে আমার বুকে প্রলেপ দিয়ে দিলি!

মনুয়া। দাদা! চল তোমাকে কাশীধামে নিয়ে যাই, সেখানে একটি পবিত্র আশ্রম আছে, সেই আশ্রমে তোমাতে আমাতে বেশ আনন্দে থাক্‌তে পাবো।

তুলসীদাস। ব্যাধকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে তোর এত দয়া ভাই! তবে চল্, আমি নয়ন মুদ্রিত ক'রে প্রভুর নাম স্মরণ করতে থাকি, আর তুই আমার হাত ধ'রে গান গাইতে গাইতে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্।

মনুয়া—

গীত।

কাশীধামে যাবি যদি এই পথেতে আয়।
মোক্ষধামের পথ যে এটা নাহি কোন ভয়॥
মণিকর্ণিকায় করবি স্নান, (সেথা) বামুন চাঁড়াল সবই সমান,
দিতে হবে তোকে ঘাটের দান, তুই রাম নামের পুঁজি নিয়ে আয়।
তোকে সুষুম্না পথে যেতে হ'লে, গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলে,
দু'দিন থাক্‌তে হবে দশ দলে, তারপর যাবি চ'লে আড়ায়॥

[উভয়ের প্রস্থান।

মোহনচাঁদের প্রবেশ।

মোহনচাঁদ। এত অনুসন্ধান করছি, তুলসীকে তো দেখ্‌তে পেলাম

না। সেই রাত্রে বৌদিদিকে পিত্রালয়ে রেখে এসেছি, জানি না তিনি কেমন আছেন। খুড়ী-মা কেঁদে সারা হ'চ্ছেন, তাঁকে অনেক করে বুঝিয়ে এসেছি। মায়ের চ'ক্ষে জল পড়্‌ছে, আর তোর ধর্ম্ম হ'চ্ছে! আমি মূর্খ, জানি না ধর্ম্মের কি জটিল রহস্য! যাক্, তুলসী রাম নাম মুখে ক'রে বেরিয়েছে শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন কর্‌তে, আর আমি রামনাম সম্বল ক'রে বেরিয়েছি তুলসীকে ফিরিয়ে এনে সংসারী করতে,—দেখি ভগবান কার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে রামদাস বাবাজীর প্রবেশ।

রামদাস বাবাজী।—

গীত।

গগন ভেদিয়া লহর তুলিয়া গাহ রে শ্রীরাম নাম।
নামের মহিমা দিতে নারে সীমা, বিরিঞ্চি শঙ্কর শ্যাম॥
যে নামের বলে সাগরের জলে ভাসিল ওরে পাষাণ।
যে নাম স্মরিলে প্রেমেরও সলিলে ভেসে যায় রে বয়ান॥)
যে নাম স্মরিয়া সাগর লঙ্ঘিয়া অশোক কাননে দেখিনু মা,
(যাহার লাগিয়া এ বনে আসিয়া আজি মোর পূরিল কামনা,)
সেই প্রাণারাম রামনাম গাহ অবিরাম॥ (সময় চ'লে যায়)



দ্বিতীয় দৃশ্য।

গভীর বনপথ।

কিষণলালের প্রবেশ।

কিষণলাল। এই তো সেই ভীষণ অরণ্য পথ, রমণীনিগ্রহের প্রধান আড্ডা! এত অনুসন্ধান ক'রেও দুর্ব্বৃত্তদের সন্ধান পেলাম না; অথচ প্রত্যহ শুনতে পাই, দু' দশটা অনাথা রমণীর পবিত্র ধর্ম্ম এই বন-প্রদেশেই লুণ্ঠিত হ'য়ে থাকে। কি করি, এদিকে সন্ধ্যার কাল ছায়া নেমে আস্‌ছে, আর তো অধিকক্ষণ অপেক্ষা করতে পারি না। এক এক ক'রে সপ্তাহকাল অতি গোপনভাবে এই নির্জ্জন বনপ্রদেশ অনুসন্ধান কর্‌লাম, কোন সন্ধানই পেলাম না। তবে কি এ রমণীনিগ্রহ পরম দয়াল ভগবানের ইচ্ছাপ্রসূত? না—কথনই না, নিশ্চয়ই আমার কোথাও ত্রুটী আছে! হয় তো আমার সমস্ত প্রাণটুকু মিশিয়ে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'তে পারি নি! আচ্ছা, কাল থেকে অন্য চেষ্টা দেখ্‌বো; তাতেও যদি অসমর্থ হই, এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার সম্রাটের নিকট প্রত্যর্পণ ক'রে অবসর গ্রহণ করবো।

[প্রস্থান।

ভগীরথসিং ও মধুসিংহের প্রবেশ।

ভগীরথসিং। মধুসিং, তোমার যুক্তিই অভ্রান্ত! আজ থেকে আমি এ পাপ পথ ত্যাগ কর্‌লাম। কত শত অনাথা রমণীর পবিত্র

ধর্ম্ম আমারই প্রচেষ্টায় লুণ্ঠিত হয়েছে, পাপাচারী সত্যানন্দঠাকুরের কামানলে আমিই এ পর্য্যন্ত ইন্ধন যুগিয়ে তাকে আরও উদ্দীপ্ত ক'রে তুলেছি,—আর নয়। ঠিক বলেছ, ভিক্ষান্নে উদরপূর্ত্তি অথবা অনশনে মৃত্যু এর চেয়ে সহস্রগুণে শ্লাঘনীয়—এর চেয়ে লক্ষগুণে শান্তিপ্রদ। মধুসিং! ঐ সূর্য্যদেব অস্ত যাচ্ছেন, এই অবসরে খানকতক শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ কর, তাতে অগ্নিসংযোগ কর, বিলম্ব ক'রো না—অগ্নিসংযোগ কর।

মধুসিং। আপনার আদেশ এই মুহূর্ত্তে প্রতিপালন কর্‌ছি গুরুজী, কিন্তু অগ্নিসংযোগ ক'রে কি হবে প্রভু?

ভগীরথসিং। মধুসিং! দেখ্‌ছ আমার এই লাঠিগাছাটা? এ আমার বাল্যের সখা—যৌবনের বন্ধু—প্রৌঢ়ের মিত্র,—এ আমার বড় প্রিয়! একে আমি বড় ভালবাসি ব'লে প্রত্যহ তেলে জলে মিশিয়ে সিক্ত ক'রে পরিপুষ্ট ক'রে এসেছি, কিন্তু জান্‌তাম না—এতদিন বুঝ্‌তে পারি নি, এই লাঠিগাছটা আমার সর্ব্বনাশ ক'রে এসেছে! কত সোনার সংসার বস্‌তে না বস্‌তে ভেঙ্গে দিয়েছে, কত সতী রমণীর কাতর প্রার্থনা উপেক্ষা ক'রে তার পবিত্র ধর্ম্মের মাথায় আঘাত করেছে—কত গ্রাম উচ্ছেদ করেছে—কত নগর-নগরী ধ্বংস করেছে! ওঃ—এর গাঁটে গাঁটে, এর পাশে পাশে পাপের মূর্ত্তিমতী ছবি ফুটে উঠেছে! মধুসিং! অগ্নিসংযোগ কর, আর কিছু কর্‌বো না—এই লাঠিগাছটা পুড়িয়ে ফেল্‌বো। শীঘ্র অগ্নিসংযোগ কর—শীঘ্র অগ্নিসংযোগ কর।

মধুসিং। গুরুজী, আমি এখনি অগ্নিসংযোগ ক'রে দিচ্ছি—কিন্তু লাঠিগাছটা পুড়িয়ে ফেলে কোন ফল হবে না। ও তো তুচ্ছ বাঁশের লাঠি, ওর অপরাধ কি?

ভগীরথসিং। তবে অপরাধ কার?

মধুসিং। অপরাধ আপনার প্রবৃত্তির। যতদিন আপনার অন্তরে

কুপ্রবৃত্তি থাকবে, ও লাঠি পুড়িয়ে ফেল্‌লেও অমন দশগাছা লাঠি এসে আবার জুটবে। গুরুজী! অগ্নিসংযোগ করতে হবে না—আপনারই অন্তরে মনকোষের মাঝখানে সুপ্ত বিবেক-অনলকে প্রজ্বলিত করুন, সেই প্রজ্বলিত বিবেক-অনলে আপনার পাপ প্রবৃত্তির পূর্ণাহুতি দান করুন।

ভগীরথসিং। ঠিক্ বলেছ মধুসিং, ঠিক্ বলেছ, কিন্তু তেমন গুরু কোথায় পাই, যিনি দয়া ক'রে আমার সুপ্ত বিবেককে জাগিয়ে দেবেন?

সূর্য্যসিংহের প্রবেশ।

সূর্য্যসিং। আর জাগিয়ে দিতে হবে না গুরুজী! এদিকে সত্যানন্দ ঠাকুর আপনার সব জাগিয়ে তুলেছে।

ভগীরথসিং। কি হয়েছে—কি হয়েছে, সূর্য্যসিং?

সূর্য্যসিং। সর্ব্বনাশ হয়েছে, সত্যানন্দ ঠাকুর আপনার একমাত্র পুত্রকে ধ'রে নিয়ে এসে আবদ্ধ ক'রে রেখেছে। আজ সপ্তাহের শেষ দিন। আজ রাত্রের মধ্যে যদি রত্নবতীকে সত্যানন্দ ঠাকুরের কাছে পৌঁছিয়ে না দিতে পারেন, কাল প্রাতঃকালে—গুরুজী, কি আর বল্‌বো—আপনার পুত্রের শিরশ্ছেদ হবে।

ভগীরথসিং। এ্যাঁঃ! কাল প্রাতে আমার পুত্রের শিরশ্ছেদ হবে? কেন শিরশ্ছেদ হবে সূর্য্যসিং? আমি যদি স্বেচ্ছায় আমার শির নিয়ে গিয়ে তাঁকে প্রদান করি? আমার অকৃতিত্বের জন্য আমি দণ্ডার্হ, আমার পুত্রের অপরাধ কি?

সূর্য্যসিং। ভুল কর্‌ছেন গুরুজী, সত্যানন্দ ঠাকুরের কাছে কি কোন ন্যায় বিচার আছে? তা যদি থাক্‌তো, রত্নবতীর কি অপরাধ?

ভগীরথসিং। হুঁ, ঠিক্ বলেছ ; তবে কি উপায় ? একমাত্র পুত্র—আমার বংশধর, ওঃ—কি করি, আজই রাত্রে রত্নবতীকে পৌছিয়ে দিতে হবে, নতুবা কাল সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রাণপুত্রের শির যাবে! তাই তো, কি করি! রত্নবতী আজ কোথায় ? সে সন্ধানও আজ ক'দিন ছেড়ে দিয়েছি। তাই তো সূর্য্যসিং, কি করি ?

সূর্য্যসিংহ। চিন্তা কি গুরুজী, আপনার আশীর্ব্বাদে আমি সে পথ পরিষ্কার ক'রে রেখেছি। রত্নবতী আবার পিত্রালয় ত্যাগ ক'রে স্বামীর অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে, বহু কৌশল ক'রে তাকে এই পথে নিয়ে আস্‌বার চেষ্টা করেছি, সে এখনই এসে পড়্‌বে।

ভগীরথসিং। কেউ এসে বাধা দেবে না তো ? সে দিক্‌টা লক্ষ্য রেখেছ ?

সূর্য্যসিং। কোন চিন্তা নেই গুরুজী, আমিও বহু লাঠিয়াল অতি গোপনভাবে লুকিয়ে রেখে এসেছি।

ভগীরথসিং। তাই তো সূর্য্যসিং! কিন্তু কি করি—কোন্ পথে যাই ? মধুসিং! প্রাণাধিক মধুসিং! বল্ তো বাপ্, কোন পথে যাই ?

মধুসিং। ধর্ম্মপথই শ্রেষ্ঠ পথ গুরুজী, তাতে যদি পত্নীত্যাগ কর্‌তে হয়, রাজা হরিশ্চন্দ্রকে স্মরণ করুন,—তাতে যদি পুত্রত্যাগ কর্‌তে হয়, দানবীর কর্ণকে স্মরণ করুন,—তাতে যদি ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করতে হয়, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে স্মরণ করুন,—তাতে যদি প্রাণত্যাগ করতে হয়, মহামুনি দধিচীকে স্মরণ করুন। আমি আর নূতন পথ কি দেখাবো গুরুজী ?

সূর্য্যসিং। দেখ মধুসিং, এখন ও সব নিয়ে তর্ক কর্‌বার সময় নয়। মোটের উপর দেখ্‌ছি, তুমি একটু উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হয়েছ। গুরুজী! আর বিলম্ব কর্‌বেন না; কিসের পাপ ? ভোগের জন্য পৃথিবীতে এসেছি,—অর্থহীন দুর্ব্বল ব্যক্তিরাই ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে মাথা ঘামায়।

ভগীরথসিং। তা বটে সূর্য্যসিং, কিন্তু এই পাপ পথ ত্যাগ কর্‌বো ব'লে পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি। তাই তো, এ যে উভয় সঙ্কট!

সূর্য্যসিং। কিসের সঙ্কট গুরুজী? ঐ দেখুন, বনপথের মধ্য দিয়ে বেশ দেখা যাচ্ছে, রত্নবতী এদিকে আস্‌ছে! শিকার হাতে পেয়ে ছেড়ে দেবেন গুরুজী? আপনার হৃদয় কি মরুভূমি? একবার ভেবে দেখুন দেখি, কি ভাবে আপনার প্রাণপুত্র আজ আবদ্ধ হ'য়ে রয়েছে? আপনার ক্ষণিক দৌর্ব্বল্যে তাঁর মূল্যবান জীবন কালের কবলে নিজ হাতে তুলে দিচ্ছেন। তার ম্লান মুখখানি একবার ভেবে দেখুন; পিতা হ'য়ে পুত্রের জীবন—

ভগীরথসিং: স্থির হও সূর্য্যসিং, আর উত্তেজিত ক'রো না, কুমতি সুমতির দ্বন্দ্বে তোমার জয় হয়েছে। মধুসিং! আমাকে ক্ষমা কর,—আমি দুর্ব্বল পিতা, আমাকে ক্ষমা কর। পুত্রের জীবনরক্ষার জন্য আমি আবার দ্বাদশ সূর্য্যের মত জ্ব'লে উঠ্‌বো! ক্ষমা কর্‌তে যদি না পার মধুসিং, ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে এখান থেকে চ'লে যাও। এস সূর্য্যসিং, শিকার ফস্‌কে যাবে, একটু অন্তরালে অবস্থান করিগে চল।

[সূর্য্যসিংহসহ ভগীরথসিংহের বেগে প্রস্থান।

মধুসিং। যাও গুরুজী, আমি জীবিত থাক্‌তে তোমাদের আশা কিছুতেই সফল হবে না। আজ যদি সহস্র ভগীরথসিং, লক্ষ সূর্য্যসিং আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়, তথাপি ঐ রমণীর কেশাগ্র স্পর্শ কর্‌তে দেবো না।

[বেগে প্রস্থান।

রত্নবতীর প্রবেশ।

রত্নবতী। কত লোককে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, কেউ আমার স্বামীর

সন্ধান ব'লে দিতে পার্‌লে না। কেবল দু'একটি লোক দয়া ক'রে ব'লে দিলেন, তিনি এইদিকে এসেছেন। কৈ, এদিকেও তো এত পথ চ'লে এলাম, তাঁর তো দেখা পেলাম না! আজ কত দিন তাঁর চরণ দর্শন করি নি, তবু আমি বেঁচে আছি। ওঃ—আমার হৃদয় কি নিষ্ঠুর!

বহু অনুচরসহ সূর্য্যসিংহ ও ভগীরথসিংহের প্রবেশ।

ভগীরথসিং। চার দিক থেকে ধ'রে ফেল, মুখে কাপড় লাগিয়ে দাও।

রত্নবতী। কে কোথায় আছ, রক্ষা কর—কে কোথায় আছ, রক্ষা কর—দয়া ক'রে আমার ধর্ম্মরক্ষা কর!

বেগে মধুসিংয়ের প্রবেশ।

মধুসিং। ভয় কি মা, আমি তোমার চরণের দাস, আমি জীবিত থাক্‌তে কা'র শক্তি তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করে?

সূর্য্যসিং। মধুসিং! তোমাকে ভদ্রভাবে বল্‌ছি, তুমি এ কার্য্যে বাধা দিও না।

মধুসিং। দিলে কি হবে?

সূর্য্যসিং। আমাদের হাতে আজ তোমার মৃত্যু হবে।

মধুসিং। মধুসিং তাতে গৌরব বোধ করে। একজন সতী নারীর ধর্ম্মরক্ষা কর্‌তে আমার মৃত্যু হবে, এমন সৌভাগ্য আমি কি করেছি সূর্য্যসিং?

ভগীরথসিং। সাবধান মধুসিং, আজ আমি উন্মাদ।

মধুসিং। আমি যে চিরহিতৈষী চিকিৎসক গুরুজী!

ভগীরথসিং। তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না মধুসিং, আমি আজ দ্বাদশ সূর্য্যের মত জ্ব'লে উঠেছি।

মধুসিং। আপনিও বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না গুরুজী, আমি আজ গাঢ় মেঘমালায় সে দীপ্ত সূর্য্যকিরণ ঢেকে ফেল্‌তে এসেছি।

সূর্য্যসিং। সাবধান উন্মাদ! এ লাঠির আঘাতেই তোকে শমনসদনে প্রেরণ কর্‌বো।

মধুসিং। আমিও দুর্ব্বলহস্তে লাঠি ধরি নি মূর্খ!

[উভয়ের ভীষণ যুদ্ধ, সূর্য্যসিংয়ের পলায়ন; ভগীরথসিংয়ের সহিত ভীষণ যুদ্ধ, ভগীরথসিংহের পতন ও অনুচরগণের পলায়ন।]

মধুসিং। গুরুজী, মস্তকে তো আমার অধিকার নেই যে, এক লাঠির আঘাতে শেষ করে দেবো। চরণে আমার অধিকার, এই চরণ দু'খানা বেঁধে এইখানে ফেলে রাখ্‌বো। [চরণ বন্ধন করিতে উদ্যত]

ভগীরথসিং। মধুসিং! গুরুর আদেশ, তুমি হত্যা কর—তুমি দয়া ক'রে আমায় হত্যা কর। মৃত্যুই আমার পরম শাস্তি!

মধুসিং। যখনই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছেন, তখনই আপনার মৃত্যু হয়েছে; সুতরাং আপনার আদেশপালনে আমি অসমর্থ! ক্ষমা করুন গুরুজী!

[অতি সন্তর্পনে সূর্য্যসিংহের পুনঃ প্রবেশ ও মধুসিংহের পৃষ্ঠে অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত। রত্নবতী "তোমার চরণে ধরি, হত্যা ক'রো না" বলিয়া বাধা প্রদান করিল, তথাপি সূর্য্যসিংয়ের অস্ত্রে মধুসিং আহত হইল]

মধুসিং। ওঃ—সূর্য্যসিং! তুই এত নীচ? ছিঃ-ছিঃ, ধিক কাপুরুষ! উঃ—প্রাণ যায়! গুরুজী, মৃত্যুতে আমার ভয় নেই; আমি ভাগ্যবান

যে, আপনার চরণতলে প'ড়ে আজ মহানির্ব্বাণ লাভ করতে ছুটেছি। [পতন ও মূর্চ্ছা]

ভগীরথসিং। [উঠিয়া] এঁ্যা! সূর্য্যসিং, কি করলি? একটা দেব-মন্দিরে বজ্রাঘাত করলি! তুই যা হয় কর, দেখি যদি আমি মধুসিংকে বাঁচাতে পারি।

[মধুসিংকে স্কন্ধে লইয়া প্রস্থান।

সূর্য্যসিং। যত সব দুর্ব্বলচিত্ত নিয়ে কি এই সব কাজ করা যায়। লাঠীয়ালগণ! ছুটে এসে রমণীকে বন্দী কর।

লাঠীয়ালগণের প্রবেশ ও রত্নবতীকে বন্ধন করণ।

রত্নবতী। ভগবান—ভগবান, আজ তুমি কোথায়?

বেগে গঙ্গারামের প্রবেশ।

গঙ্গারাম। একি সূর্য্যসিং, তোমাদের এই কাজ? তুমি নয় চণ্ডেশ্বরের মঠাধ্যক্ষ পরমতান্ত্রিক মহা মাননীয় সত্যানন্দ ঠাকুরের দক্ষিণ হস্ত, তুমি এত হীনচরিত্র! তুমি অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত, বাহুবলে তোমাকে পেরে উঠবো না। করযোড়ে প্রার্থনা জানাচ্ছি, পরস্ত্রী স্পর্শ ক'রো না। ঐ দেখ, পাশবদ্ধা বিহঙ্গিনী কত প্রার্থনাজড়িত কাতরদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছে, দয়া ক'রে ছেড়ে দাও। আমি ব্রাহ্মণ।

সূর্য্যসিং। এখানে কেন বাবা, দশাশ্বমেধ ঘাটের ধারে কাপড় পেতে ব'সো গে না!

গঙ্গারাম। কি আশ্চর্য্য, আমার কাতর প্রার্থনা তোমার অন্তরে স্পর্শ করলে না! ওঃ—কি বলবো, আজ আমার হাতে একগাছা লাঠিও নেই।

সূর্য্যসিং। গঙ্গারাম! পথ ছেড়ে দাঁড়াও, অন্ধকার হ'য়ে আস্ছে।

গঙ্গারাম। যদি না দিই, তা হ'লে বোধ হয় ব্রহ্মহত্যাতেও ইতস্ততঃ করবে না?

সূর্য্যসিং! নিশ্চয়ই—[গঙ্গারামের শির লক্ষ্য করিয়া লাঠির আঘাত করিতে উদ্যত, গঙ্গারাম ক্ষিপ্রহস্তে লাঠি কাড়িয়া লইয়া ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করিল।]

গঙ্গারাম। আর রক্ষা নাই নরপিশাচ, জয় শঙ্করদেবের জয়! যুদ্ধকরণ]

সূর্য্যসিং। ভাই সব, বড় বিপদে পড়েছি, ছুটে এস—চারিদিক থেকে আক্রমণ কর, নইলে আর রক্ষা নাই।

অনুচরগণ। জয় সূর্য্যসিংয়ের জয়! [অগ্রসর ও যুদ্ধ]

গঙ্গারাম। আরে আরে পিশাচের দল, এক সঙ্গে আক্রমণ করলি! কর্—যতক্ষণ প্রাণ থাক্‌বে, ততক্ষণ আমি দেখ্‌বো।

সূর্য্যসিং। এই যে তোর শেষ পুরস্কার! [গঙ্গারামের মস্তকে লাঠির আঘাত, মস্তক ফাটিয়া রক্তধারা প্রবাহিত হইল]

গঙ্গারাম। উঃ—দারুণ আঘাত করেছে। ওঃ—দাঁড়াতে পাচ্ছিনে, প্রাণ যায়! [টলিতে টলিতে পতন ও মূর্চ্ছা]

সূর্য্যসিং। চল্—চল্, আর বিলম্ব করলে চল্‌বে না।

রত্নবতী। ভগবান! রক্ষা কর—রক্ষা কর, আমার ধর্ম্মরক্ষা কর।

[রত্নবতীকে লইয়া অনুচরগণ ও সূর্য্যসিংয়ের প্রস্থান।

বেগে কিষণলালের প্রবেশ।

কিষণলাল। এদিকে 'এক করুণ স্ত্রীকণ্ঠ "আমাকে রক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর" ব'লে ধ্বনিত হ'লো না? তারপর শুনতে পেলাম

পুরুষকণ্ঠের এক হৃদয়ভেদী করুণ আর্ত্তনাদ! তবে কি আমার অস্ত্র-বলকে উপেক্ষা ক'রে, আমার বুদ্ধি-কৌশলকে তুচ্ছ ক'রে দুর্ব্বৃত্তেরা অবাধে রমণীনিগ্রহ কর্‌তে লাগলো? মনে হয়, এতে দেশের অবস্থাপন্ন লোক সংশ্লিষ্ট আছে। চণ্ডেশ্বরের অধিকারীর প্রতি আমার কতকটা সন্দেহ হয়, কিন্তু প্রমাণ সংগ্রহ কর্‌তে পারি নাই। একি! কে একজন যবক রক্তাক্ত-কলেবরে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে রয়েছে নয়! একে দেখে মনে হয়, নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি রমণীনিগ্রহ ব্যাপারে সংশিষ্ট আছে। যত্ন ক'রে বাঁচাতে পার্‌লে এই ব্যক্তির দ্বারা এ রহস্যের কতকটা উদ্ধার হ'তে পারে। [বংশীধ্বনিকরণ]

কতিপয় অনুচরের প্রবেশ।

কিষণলাল। এই আহত ব্যক্তিকে যত্ন ক'রে তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ কর।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অভিরাম স্বামীর আশ্রম।

অভিরামস্বামী ও গীতকণ্ঠে তাপসগণের প্রবেশ

তাপসগণ।—

গীত।

এস হে এস হে গোপিকারঞ্জন,
চন্দনচর্চ্চিত বনফুলভূষিত হসিতবদন ॥
ওহে দীনবন্ধু, দাও কৃপাবিন্দু,
তুমি প্রেম-সিন্ধু, তুমি ভবভয়বারণ ।
ওহে ভবসখা, ওহে নয়নবাঁকা,
দাঁড়াও প্রভু দেখা, ও রাধিকামানভঞ্জন ॥

অভিরামস্বামী। তোমাদের মধুর নাম-সংকীর্ত্তনে বড় তৃপ্ত হ'লাম। আজ প্রাণের মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবোচ্ছ্বাস সমুত্থিত হ'চ্ছে! অনুমান হ'চ্ছে, মুহূর্ত্তে ভাবসমাধিতে নিমগ্ন হবো। যাও বৎসগণ আতুরের সেবায় অতিথির শুশ্রূষায় মন-প্রাণ সমর্পণ করগে।

তাপসগণ। যথা আজ্ঞা প্রভু!

[প্রস্থান।

অভিরামস্বামী। আর কতদিন প্রভু, কলির ব্রাহ্মণ হ'য়ে এমনি ভাবে থাক্‌বো? দিন চ'লে যায়, কৈ প্রভু, তুমি তো নয়নপথে এসে দেখা দিলে না! আহা! সেই যমুনার জলখেলা, সেই নিকুঞ্জ বনের রাসলীলা, সেই গোপবধূর প্রেমের মেলা মানস-চক্ষে একবার দেখাও প্রভু! [সমাধিস্থ হইলেন]

গীতকণ্ঠে তাপসকুমারগণের প্রবেশ।

তাপসকুমারগণ।—

গীত।

দেখ্‌ছে স্বপন ভাবের ভাবুক নয়ন মুদে প্রেমের মেলা।
মধুর সমীরে যমুনার তীরে প্রেমিকরাজ কর্‌ছে খেলা॥
অধরে মুরলী ধরিয়া, সপ্তমে সে স্বর তুলিয়া,
গোপবধূ মন হরিয়া, নব নটবর কর্‌ছে লীলা।
উঠিছে প্রেমের লহরী, উজিয়া যমুনাবারি,
নাচিছে গোপকুলনারী, নাহি সেথা আর বিরহ-জ্বালা॥

[অভিরামস্বামীকে বেষ্টন করিয়া নর্ত্তন]

বেগে মনুয়ার প্রবেশ।

মনুয়া। ভাই সব, আশ্রমের বাহিরে এক সাধু পুরুষ ভাবসমাধিতে আচ্ছন্ন হ'য়ে প'ড়েছেন, তোমরা যদি দয়া ক'রে তাঁকে নিয়ে এস, বড় ভাল হয়।

তাপসকুমারগণ। বেশ তো, চল—চল, সব যাই চল।

[প্রস্থান।

মনুয়া। কেউ জানে না, কে এই মহাপুরুষ। দ্বাপরের শেষে বৃন্দাবনলীলায় ইনি আমার সেই শ্রীদাম সখা। শ্রীমতীর অভিশাপে কলির ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ ক'রে আমার বিরহ-যাতনা ভোগ কর্‌ছেন। কলিযুগে বৃন্দাবনে যেদিন রামকৃষ্ণের পুনর্মিলন হবে, সেই দিন সখা আমার শাপমুক্ত হবেন। আমিও তাই কৌশল ক'রে, ভক্ত তুলসীকে এই পথে নিয়ে এসেছি। তুলসী আমার রামরূপে তন্ময়—সখা আমার

কৃষ্ণরূপে তন্ময় ; উভয়েই আমাতে আমিত্ব মিশিয়ে দিয়ে পরমহংসত্ব লাভ করেছেন। ঐ যে ভক্ত আমার এসে পড়েছে।

প্রবেশপথে সমাধিস্থ তুলসীদাসকে লইয়া তাপসকুমারগণের পুনঃ প্রবেশ।

মন্নুয়া। যাও—যাও ভাই সব, যথেষ্ট উপকার হয়েছে, আর আস্‌তে হবে না—আমি এইবার নিয়ে যেতে পার্‌বো।

[তাপসকুমারগণের প্রস্থান।

তুলসীদাস। [সহসা চক্ষু উন্মীলন করিয়া] এ আমাকে কোথায় নিয়ে এলে।

মন্নুয়া। দাদা! এই সেই আশ্রম ; আর ঐ যোগাসনে উপবিষ্ট পরমহংস অভিরামস্বামী। তুমি ওঁর শিষ্যত্ব স্বীকার ক'রে যোগ-মার্গের সূক্ষ্ম তত্ত্ব অনুসন্ধান কর। আমি চাঁড়ালের ছেলে দাদা, আর বয়সে বালক,—কি উপদেশ দেবো! এখন আসি, আবার দেখা হবে।

[বেগে প্রস্থান।

তুলসীদাস। আঃ, আশ্রম কি শান্তিপ্রদ স্থান! এখানে সে-কোলাহল নাই, আমিত্ব নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা নাই, অহমিকার কর্ণভেদী ঝঙ্কার নাই, ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য গলায় ছুরী দেওয়া নাই, নিজের সুবিধার জন্য ধর্ম্মের মাথায় পদাঘাত নাই। এখানে আছে ভোগের বধ্যভূমি, ত্যাগের সিংহাসন,—এখানে আছে দুঃখের পূর্ণাহুতি, শান্তির বিমল জ্যোতিঃ। মন্নুয়া, তুই বেঁচে থাক্ ; এখানে এসে আজ বড় শান্তি পেলাম।

অভিরামস্বামী। দয়াময়! হৃদয় অন্ধকার ক'রে চ'লে গেলে! আজ এখানে কেন ধ্যান ভাঙ্গিয়ে দিলে প্রভু? একি, আমার আশ্রমে এক

শান্ত শিষ্ঠ যুবক বিষণ্ণবদনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? আমার শিষ্যগণ কি এঁকে আতিথ্যগ্রহণ কর্‌বার জন্য অনুরোধ করেন নি!

তুলসীদাস। প্রভু, দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন। [প্রণাম]

অভিরামস্বামী। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্—ভগবানের অনুগ্রহ লাভ কর। বৎস! তোমাকে দর্শন ক'রেই এক অনির্ব্বচনীয় দিব্যভাবে আমার মনপ্রাণ ভ'রে উঠেছে। আজ এক নূতন ভাবে আমার হৃদ্‌পদ্ম নৃত্য কর্‌তে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। বৎস! যদি কোন বাধা না থাকে, তোমার পরিচয় প্রদান ক'রে আমার কৌতূহল চরিতার্থ কর।

তুলসীদাস। প্রভু, আমি আচারভ্রষ্ট স্ত্রৈণ ব্রাহ্মণকুলকলঙ্ক, আমার নাম তুলসীদাস। আমি এসেছি প্রভু, আমাকে নিরাশ কর্‌বেন না। আমাকে যোগমার্গে দীক্ষা প্রদান ক'রে আমার মানবজীবন সফল করুন।

অভিরামস্বামী। কি সর্ব্বনাশ! আমি অতি তুচ্ছ, অতি হেয়, আমি সম্পূর্ণ অসিদ্ধ; সুতরাং আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অক্ষম।

তুলসীদাস। আমি অতি দুর্ভাগ্য; বহু আশা ক'রে এসেছি, আমাকে বঞ্চিত কর্‌বেন না।

অভিরামস্বামী। ছিঃ—ছিঃ, অমন কথা ব'লো না, আমার পাপ হবে। অন্যত্র গমন কর যুবক; আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি—তোমার সিদ্ধ গুরু লাভ হবে।

তুলসীদাস। প্রভু! আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্ ব'লে প্রণামকালে আমাকে আশীর্ব্বাদ করেছেন।

অভিরামস্বামী। এঁ্যা—তাই তো! দয়াময় হরি, এ আমাকে কি বিপদে ফেল্লেন!

মনুয়া। [নেপথ্যে] বৎস, এ কে দীক্ষা দিলে তোমাকে পাপস্পর্শ কর্‌বে না, ইনি পবিত্র।

অভিরামস্বামী। দয়াময়! তবে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্; চল বৎস, ঐ লতাকুঞ্জমাঝে আমার পবিত্র বেদীতে চল।

তুলসীদাস। ~~জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু।~~

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

সত্যানন্দ ঠাকুরের প্রাসাদ।

সত্যানন্দ ঠাকুরের প্রবেশ।

সত্যানন্দ। অজস্র অর্থব্যয় ক'রে, প্রাণপাত চেষ্টা ক'রে এতদিনে আমার আশা ফলবতী হয়েছে; আজ রত্নবতীকে আমি হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছি, আজীবন প্রাণ ভ'রে তাঁর সৌন্দর্য্য উপভোগ কর্‌বো। কিন্তু এক অন্তরায় সুবেদার কিষণলাল, সে আমার এ অভিসন্ধি জান্‌তে পেরেছে। আবার শুন্‌ছি, রত্নবতীর স্বামী তুলসীদাস সম্প্রতি কাশীধামে এসে অভিরামস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে পরমহংসত্ব লাভ করেছে, প্রত্যহ অসংখ্য নর-নারী তার নিকট গিয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ কর্‌ছে; উত্তম! আমার নাম সত্যানন্দ, অতুল ঐশ্বর্য্য আমার অধিকারে। কিসের ভয়, এক ব'ড়ের চালে সব মাৎ ক'রে দেবো—সব মাৎ ক'রে দেবো।

সূর্য্যসিংয়ের প্রবেশ।

সূর্য্যসিং। প্রভু! প্রণাম গ্রহণ করুন।

সত্যানন্দ। উত্তম। গঙ্গারামের সংবাদ কি বল?

সূর্য্যসিং। প্রভু! সে বেটা সুবেদার সাহেবের যত্নে বেঁচে গেছে, এখন সুস্থশরীরে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওঃ—আমারই ভুলে এইটে ঘট্‌লো। মনে করেছিলাম বেটা ম'রে গেছে, নইলে আর এক লাঠী চালাতাম।

সত্যানন্দ। হ'লে ভাল হ'তো; কিন্তু যাক্, তার জন্য কোন চিন্তা নেই। আমি গোপনে উপযুক্ত লোক লাগিয়ে রেখেছি; তার মৃত্যু তো আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। এখন জিজ্ঞাস্য, মধুসিং কেমন আছে?

সূর্য্যসিং। আজ্ঞে, সে আহাম্মুকটাও বেঁচে উঠেছে।

সত্যানন্দ। বেঁচে উঠেছে? তাই তো, এই মধুসিং আমাকে বড় ভাবিয়ে তুল্‌লে। ভগীরথসিং কোথা?

সূর্য্যসিং। আজ্ঞে, তিনি এখনই এখানে আস্‌বেন।

সত্যানন্দ। রত্নাবতীহরণে ভগীরথ কি কোন বিরুদ্ধাচরণ করেছিল?

সূর্য্যসিং। আজ্ঞে না।

সত্যানন্দ। উত্তম। যাও, ভগীরথসিংয়ের প্রতি একটু বিশেষ লক্ষ্য রাখ্‌বে। এ কার্য্যের হাজার টাকা পুরস্কার দিলাম। আর শোন, মহামান্য উজির সাহেব বৈরামখাঁ আমার সঙ্গে গোপনভাবে দেখা কর্‌তে আস্‌ছেন; খুব সাবধান, ঘুণাক্ষরে যেন কেউ জান্‌তে না পারে। দরজায় কড়া পাহারা দেবে।

সূর্য্যসিং। যো হুকুম মহারাজ!

[প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

ইন্দুমতীর প্রবেশ ।

সত্যানন্দ। একি, ইন্দুমতী! তুমি এখানে? যাও—যাও, কেউ দেখে ফেল্‌বে।

ইন্দুমতী। ক্ষমা করুন, আমি এখনই চ'লে যাচ্ছি প্রভু! কেবল একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি; আমি যা শুন্‌ছি, তা কি সত্য?

সত্যানন্দ। না ইন্দুমতী, সম্পূর্ণ মিথ্যা। জনসাধারণ আমার ঐশ্বর্য্যে ঈর্ষান্বিত হ'য়ে ঐ সব কুৎসা রটিয়েছে।

ইন্দুমতী। তুমি শপথ ক'রে বল্‌তে পার, রত্নবতী নামে কোন রমণীর প্রতি অনুরক্ত হও নি? কৌশলে তাকে অপহরণ ক'রে নিয়ে এসে কোন নিভৃত স্থানে লুকিয়ে রাখ নি?

সত্যানন্দ। ইন্দুমতী! তুমি আমার শাস্ত্রসম্মতা ভৈরবী, তুমি আমার ধর্ম্মপথের একমাত্র সঙ্গিনী, তুমি আমার দুর্লভ যোগমার্গের উত্তর-সাধিকা, তুমি যে আমার এই মায়াময় সংসার-সমুদ্রের তরণীকা; তোমার মস্তক স্পর্শ ক'রে আমি শপথ করছি, আমার বিরুদ্ধে তুমি যা যা শুনেছ, সব মিথ্যা। সুবেদার কিষণলাল আমার পরম শত্রু, তিনি কৌশলে এই দুর্নাম রটিয়েছেন।

ইন্দুমতী। কাশীধামের অসংখ্য নর-নারীর কণ্ঠে তাঁর প্রশংসা ধ্বনিত হয়, তবে কেন তিনি কেবল তোমার শত্রু হ'য়ে দাড়ালেন?

সত্যানন্দ। দেখ, অর্থই যত অনর্থের মূল। কিষণলাল নূতন সুবেদার হ'য়ে এসেই পাঁচ লক্ষ টাকা অতি গোপনে আমার নিকট নজর চান; আমি দিতে অস্বীকার করায় এই অনর্থ বেধেছে।

ইন্দুমতী। বটে! ওঃ, মানুষের চরিত্র তো সহজে বোঝা যায় না। কিষণলাল এত নীচ?

সত্যানন্দ। সে আমাকে গদীচ্যুত কর্‌বার জন্য বিশেষ চেষ্টা কর্‌ছে। ইন্দুমতী! তুমি আমার সিদ্ধমন্ত্র ভৈরবী, তুমি যদি এ সময়ে আমাকে সন্দেহের চ'ক্ষে দেখ, তবে আমি দাঁড়াই কোথায়? ~~আমার প্রাণের তীব্র জ্বালা কোমল করস্পর্শে কে শীতল ক'রে দেবে?~~ ইন্দুমতী! আমি সব সহ্য কর্‌তে পারি, এই মুহূর্ত্তে অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ ক'রে পথের ভিখারী হ'তে পারি, কিন্তু তুমি সন্দেহের চক্ষে দেখ্‌লে সে যাতনা আমি কিছুতেই সহ্য কর্‌তে পারি নে।

ইন্দুমতী। না—না প্রভু, আর আমার কোন সন্দেহ নেই; আপনি ক্ষুণ্ণ হবেন না, আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি।

সত্যানন্দ। বুঝ্‌তে পেরেছ, তা পার্‌বে বৈ কি! তুমি যে জগতের আদর্শ রমণী—তুমি যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রত্ন। তা ইন্দুমতী, তা হ'লে এখন তুমি যাও, কেউ এসে পড়বে।

ইন্দুমতী। হাঁ প্রভু, আমি এখন আসি। তোমাকে নিরাপদ কর্‌তে ইন্দুমতী নিজের প্রাণ অতি তুচ্ছ বোধ করে।

[প্রস্থান।

সত্যানন্দ। যথার্থই ইন্দুমতী আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে; কিন্তু কি করি, রত্নবতীর রূপের মোহ যে আমাকে উন্মাদ ক'রে দিয়েছে। কিন্তু একটা কথা, ইন্দুমতী এ সংবাদ জান্‌তে পার্‌লে কি ক'রে? এক প্রেমানন্দ ব্যতীত—তবে কি তাই? আচ্ছা, চিন্তা ক'রে দেখি।

ভগীরথসিংয়ের প্রবেশ।

ভগীরথসিং। প্রভু, প্রণাম! শ্রীচরণের কুশল তো?

সত্যানন্দ। কে—ভগীরথসিং? বেশ—বেশ, উত্তম। মধুসিং ভাল

হ'য়ে উঠেছে তো ? বেশ—বেশ, তাকে একবার নিয়ে এলে না কেন ? আহা বেচারা বড় ভাল।

ভগীরথসিং। প্রভু! আপনি কি আমাকে সন্দেহের চক্ষে দেখ্‌ছেন ?

সত্যানন্দ। সে কি কথা ভগীরথ ? রাধাকৃষ্ণ ! হরেরাম—হরেরাম। তোমার উপর সন্দেহ ? তুমি যে সত্যানন্দের দক্ষিণ হস্ত ! পাঁচ জনে পাঁচ রকম বলে বটে, কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি নে। রত্নবতী-হরণে তুমি যথেষ্ট পরিশ্রম করেছ—আমি বড় সন্তুষ্ট হয়েছি ; এই নাও, মুক্তার মালাগাছাটা তোমাকে উপহার দিলাম। তোমাকে অবিশ্বাস ! সে দিন চন্দ্র-সূর্য্য খ'সে পড়্‌বে ভগীরথ, সে দিন চন্দ্র-সূর্য্য খ'সে পড়্‌বে।

ভগীরথসিং। [মুক্তার মালা মস্তক পাতিয়া লইয়া] দাসের প্রতি আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ ! এমন নইলে প্রভু ! সুখে থাকুন মহারাজ, সুখে থাকুন।

সত্যানন্দ। সুখে থাকা না থাকা, সে তোমাদের পাঁচ জনের দয়া। এই আমার বল্‌তে যা কিছু, সবই তো তোমাদের জন্য ! এই আমার স্ত্রীও নেই, পুত্রও নেই। তোমার ছেলেটীকে বড় ভালবাসি ব'লে এই কয়েক দিন থেকে নিজের কাছে এনে রেখেছি। তা তার জন্য কোন চিন্তা নেই ভগীরথ,—সেও মাতৃহীন বালক, আদর-যত্ন পেয়ে ভুলে আছে। তোমাকে পাঁচ জায়গায় যেতে হয়, সে আমার কাছে বেশ আছে।

ভগীরথসিং। ক'দিন তাকে দেখি নি মহারাজ ! একবার যদি—

সত্যানন্দ। কেন ব্যস্ত হ'চ্ছো ভগীরথ ! সে পাঁচ রকমে বেশ ভুলে আছে। তা দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়, দেখো এখন ! ব্যস্ত কেন ? এখন আমি বড় ব্যস্ত,—আজ রাত্রে উজীর সাহেব গোপনে আমার সঙ্গে

দেখা কর্‌তে আস্‌ছেন। যাও, সদর দরজায় কড়া পাহারা দাও গে। খুব সাবধান, দেখো যেন কেউ জান্‌তে না পারে।

ভগীরথসিং। যথা আজ্ঞা মহারাজ!

[ক্ষুণ্নমনে প্রস্থান।

সত্যানন্দ। যাও ভগীরথ, যতক্ষণ মধুসিংকে আমার হাতে এনে না দেবে, ততক্ষণ তোমার ছেলেকে আমিও ছেড়ে দিচ্ছি নে। হাঃ-হাঃ-হাঃ, সাপ নিয়ে খেলা করাটা দেখ্‌ছি বেশ অভ্যাস হ'য়ে এসেছে। ঐ আবার একটা সাপ্ আস্‌ছে।

প্রেমানন্দের প্রবেশ।

প্রেমানন্দ। মহারাজ! আজ আর এক নূতন সংবাদ। দেখ্‌ছি আপনাকে হঠাৎ জাল-দড়া গোটাতে হ'চ্ছে।

সত্যানন্দ। কেন—কেন প্রেমানন্দ, আবার কি ঘটেছে?

প্রেমানন্দ। আজ্ঞে, সম্প্রতি তুলসীদাস গোস্বামী নামে একজন পরম ভক্ত মহাশয় ব্যক্তি হঠাৎ কাশীধামে পদার্পণ করেছেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সকলেই শাস্ত্রের মীমাংসা বিধি-ব্যবস্থা জান্‌বার জন্য হঠাৎ পঙ্গপালের মত ছুট্‌ছে। হঠাৎ আর কেউ আপনার কাছে আস্‌বে না; দেখ্‌ছি, আপনার পসারটুকু নষ্ট হ'য়ে গেল।

সত্যানন্দ। ওর জন্য কোন চিন্তা নাই প্রেমানন্দ! হুজুগে দেশ, হুজুগ ক'মে গেলেই সব ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে। এখন বৈরামখাঁ আস্‌ছেন, তাঁর অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হও। ঐ যে খাঁ-সাহেব এসে পড়েছেন; যাও—যাও প্রেমানন্দ, নর্ত্তকীদের সংবাদ দাও গে।

প্রেমানন্দ। [স্বগত] এ যে দেখ্‌ছি বেজায় পিরীত বাবা, হঠাৎ বেমালুম এতখানি এগিয়ে পড়েছ! [প্রস্থান।

বৈরামখাঁর প্রবেশ।

সত্যানন্দ। সেলাম আলেকম খাঁ সাহেব, সেলাম আলেকম। [পুনঃ পুনঃ কুর্ণিশ করিয়া সম্মান প্রদর্শন]

বৈরামখাঁ। সেলাম ঠাকুরজী! বেশ কুশলে আছেন? [আসন গ্রহণ]

সত্যানন্দ। দয়া ক'রে অধীনকে যেমন রেখেছেন।

প্রেমানন্দসহ গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

নীল আকাশে চাঁদ উঠেছে দেখ্‌বি যদি আয়।
হাস্‌ছে ধরা পুলকভরা মিলন-জ্যোছনায়॥
নদীর বুকে ঢেউ খেলেছে, গাছে গাছে ফুল ফুটেছে,
বিষাদ-রেখা মুছে গেছে, মিলন-বাতাস ব'য়ে যায়।
দুঃখের দিবা অবসান, মরা প্রাণে পেলাম প্রাণ,
ডেকে গেল প্রেমের বান, এমন মিলন কারা পায়॥

[প্রস্থান।

বৈরামখাঁ। আপনার অভ্যর্থনায় বড় প্রীতিলাভ কর্‌লাম। হাঁ—ঠাকুরজী, এ স্থানটা একটু নির্জ্জন হ'লেই ভাল হ'তো।

সত্যানন্দ। এখানে তেমন কেউ নাই। [প্রেমানন্দকে লক্ষ্য করিয়া] যিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, উনি আমার পরম হিতৈষী। হাঁ—তুমি যাও তো, একবার ভগীরথসিংকে সংবাদ দিয়ে এস তো! বেশী বিলম্ব ক'রো না।

প্রেমানন্দ। যথা আজ্ঞা মহারাজ! [স্বগত] হঠাৎ আবার কৌশল ক'রে সরালে বাবা!

[প্রস্থান।

বৈরামখাঁ। আপনার পত্রের উত্তরে যে সমস্ত সর্ত্ত আমি লিখে পাঠিয়েছিলাম, তাতে আপনি সম্মত আছেন কি?

সত্যানন্দ। আমি সম্পূর্ণ সম্মত আছি খাঁ সাহেব! লোকবল অর্থবল, আপনি যখন যা চাইবেন, আমি সর্ব্বপ্রকারে আপনাকে সাহায্য কর্‌বো।

বৈরামখাঁ। উত্তম, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; দাম্ভিক কিষণলালের বিরুদ্ধে যে কোন উপায়ে দিল্লীব দরবারে একটা অভিযোগ উপস্থিত করুন, তা হ'লেই জান্‌বেন অতি সহজ উপায়ে পৃথিবীর বুক থেকে কিষণলালের অস্তিত্ব মুছে ফেল্‌বো। কিন্তু খুব সাবধান! আমি আজ এখানে এসেছিলাম, তা যেন কিষণলাল জান্‌তে না পারে।

সত্যানন্দ। ভারত সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তা হ'য়ে আপনাকে এতখানি আত্মগোপন করতে হ'চ্ছে, এর কারণ কি খাঁ-সাহেব?

বৈরামখাঁ। ভারতসম্রাট আকবর সা এখনও বালক। অপরিণত বুদ্ধির দৌর্ব্বল্যে তিনি কিষণলালের প্রতি মুগ্ধ, আর আমার প্রত্যেক কার্য্যে তিনি বিরক্ত; এইজন্য আমাকে বিশেষ সাবধানতা গ্রহণ করতে হয়েছে। তা যাক্—আমি খুব সাবধানেই এসেছি; এখনই চ'লে যাবো। আপনার কোন ভয় নেই, আমি সব ঠিক ক'রে দেবো। হ্যাঁ, তা হ'লে সেই টাকাটা?

সত্যানন্দ। এই যে খাঁ-সাহেব! [টাকার তোড়া প্রদান] আদাব।

বৈরামখাঁ। সেলাম।

[প্রস্থান।

সত্যানন্দ। এক লক্ষ টাকা ঝেড়েছি। এইবার দেখে নেবো কিষণলাল, কেমন বুক ফুলিয়ে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য কর।

প্রেমানন্দের পুনঃ প্রবেশ।

প্রেমানন্দ। কৈ মহারাজ, ভগীরথসিংকে তো দেখ্‌তে পেলাম না।

সত্যানন্দ। তাই তো প্রেমানন্দ, তোমার কেবল কষ্ট হ'লো। খাঁ-সাহেব তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন; তোমার আস্‌তে বিলম্ব হওয়াতে তিনি বিশেষ দুঃখিতও হ'লেন।

প্রেমানন্দ। বটে! কেঁদে ফেল্লেন না কি? হঠাৎ আমার প্রতি তাঁর এতটুকু শুভদৃষ্টি হ'লো কেন? এতে বুঝ্‌তে হবে আমার পড়্‌তা ফিরেছে, তা এদিকেই হোক্ আর ও দিকেই হোক্,—কেমন মহারাজ? ওকি—সেই গঙ্গারাম না কি? সর্ব্বনাশ! এখনও গায়ে ব্যথা আছে।

সত্যানন্দ। গঙ্গারাম! গঙ্গারাম আস্‌ছে না কি? উত্তম—উত্তম!

বিষণ্ণবদনে গঙ্গারামের প্রবেশ।

সত্যানন্দ। কে—বৎস গঙ্গারাম? এস; এতদিন আস নাই কেন? রাগের মাথায় কি বলেছিলাম না বলেছিলাম, তাতে কি দুঃখ করতে আছে যাদু!

গঙ্গারাম। গুরুদেব! আমি ব্রহ্মহত্যা ক'রে ফেলেছি। আমি মহাপাপী, কেউ আমার ছায়াস্পর্শ কর্‌ছে না, [redacted] আমার মুখদর্শন কর্‌ছে না। সকলে আপনার নিকট পাঠিয়ে দিলে, আপনি যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা প্রদান করুন।

সত্যানন্দ। কি সর্ব্বনাশ! ব্রহ্মহত্যা করেছ? যে ব্রাহ্মণের পবিত্র পদরজঃ স্পর্শ করলে কত জনপদ ধন্য হয়, যে ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন

ভগবান্ স্বয়ং বক্ষে সযত্নে ধারণ ক'রে রেখেছেন, সেই ব্রাহ্মণকে তুমি হত্যা করেছ? না, এ আমার বিশ্বাস হয় না।

গঙ্গারাম। না গুরুদেব, যথার্থই আমি ব্রহ্মহত্যা করেছি। বাল্যকাল থেকে মল্লক্রীড়ায় আমার বড় অনুরাগ ছিল। কোন কারণে যদিও কাল থেকে আমার শরীরটা অসুস্থ ছিল, তথাপি কয়েকজন বন্ধুর অনুরোধে আজ অপরাহ্নে হরিশ্চন্দ্রঘাটের উপর এক ময়দানে মল্লক্রীড়ার অনুষ্ঠান হ'চ্ছে শুনে দর্শন করতে গিয়েছিলাম।

সত্যানন্দ। তাতে ব্রহ্মহত্যা করলে কি ক'রে?

গঙ্গারাম। বল্ছি গুরুদেব! সেই বন্ধুগণের আর কয়েকজন ভদ্রলোকের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে উৎফুল্ল হ'য়ে চিত্ত সংযত করতে না পেরে মল্লক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হ'য়ে গেলাম। আপনার আশীর্ব্বাদে এক এক ক'রে সকল মল্ল আমার নিকট পরাজিত হ'লো। শেষে এক মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণ মল্ল আমারই অসাবধানতায় আমার হাতে প্রাণ হারালে। গুরুদেব! আমি যে ব্রহ্মহত্যা করেছি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এখন দয়া ক'রে আমাকে একটা ব্যবস্থা দিন, যাতে পাপমুক্ত হ'তে পারি।

সত্যানন্দ। তা আমার কাছে এলে কেন ব্যবস্থা জানতে বাবা? আরও তো অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন!

গঙ্গারাম। আজ্ঞে, আপনার মত শাস্ত্রজ্ঞ বেদবিদ্ পণ্ডিত এখানে আর কে আছেন? তাই সকলে আপনার নিকট পাঠিয়ে দিলেন।

সত্যানন্দ। তাই তো বৎস, কি ভয়ানক মহাপাতকের অনুষ্ঠান করেছ! বৎস! এ ব্যবস্থা উচ্চারণ করতে আমার জিহ্বা জড়িয়ে আস্ছে; এর যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা তুঁষানলে কিম্বা গঙ্গার জলে প্রাণত্যাগ।

গঙ্গারাম। গুরুদেব! গুরুদেব! আমি তো ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যা করি নি!

সত্যানন্দ। বৎস! এ মর্ম্মভেদী কঠোর আদেশ প্রদান কর্‌তে আমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে। ব্রহ্মহত্যা ইচ্ছাকৃতই হউক্ আর অনিচ্ছাকৃতই হউক্, প্রাণত্যাগই এর একমাত্র ব্যবস্থা। না—আর এখানে দাঁড়াতে পার্‌বো না, বড় কষ্ট হ'চ্ছে! গঙ্গারাম! তোকে আমি বড় ভালবাস্‌তাম! কি করেছিস্ বাবা, কি করেছিস্! যাও—যাও বৎস, মণিকর্ণিকার ঘাটে গিয়ে এই রাত্রেই গঙ্গার জলে প্রাণত্যাগ করগে যাও।

[প্রস্থান।

প্রেমানন্দ। হঠাৎ ভুল কর্‌লে মহারাজ, অথবা এই তোমার ইচ্ছা; নতুবা সে কালকার নৈষ্ঠিক ব্রতাচারী ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত একালে হঠাৎ ব্যবহার কর্‌লেন কেন? আমার মনে হয়, আজ কালকার আমার মত আচারভ্রষ্ট অর্থলোভী একশত ব্রাহ্মণহত্যা কর্‌লে যে পাপ হয়, একটা নিরীহ নিরপরাধ পশুহত্যা কর্‌লে তার চেয়ে শতগুণ পাপ অধিক হয়।

[প্রস্থান।

গঙ্গারাম। উঃ—কি দুর্দ্দৈব! কোথায় সুবেদার সাহেবের সঙ্গে আজ রাত্রেই দুর্ব্বৃত্ত সূর্য্যসিংয়ের হাত থেকে সেই বিপন্ন রমণীকে উদ্ধার কর্‌বো, না গঙ্গার জলে জীবন বিসর্জ্জন কর্‌তে যাচ্ছি! সন্ধ্যার পূর্ব্বে সুবেদার সাহেবের সঙ্গে দেখা কর্‌বার কথা ছিল, কোথা থেকে এক বন্ধুর দল জুটে আমার সব সঙ্কল্প পণ্ড ক'রে দিলে। সুবেদার সাহেব হয় তো কত ভাব্‌ছেন। যাক্—নিজেই যখন চল্‌লাম, তখন আর লোকের ভাবনা ভেবে কি কর্‌বো?

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

মণিকর্ণিকার ঘাট।

তুলসীদাসের প্রবেশ।

তুলসীদাস। পবিত্র রাম নাম জপ কর্‌তে কর্‌তে, সেই অমরধামের ফুল্ল পারিজাত-সৌরভ বক্ষে ধারণ ক'রে তুষারধবল হিমালয়ের গোমুখী শৃঙ্গ ভেদ ক'রে মরুজগতে নেমে এসেছ; তোমার প্রতি জলকণায় পবিত্র রাম নাম অবিরত উচ্চারিত হ'চ্ছে। তোমার প্রতি জলবিন্দু প্রাণারাম রাম নামে অনুপ্রাণিত, তাই তুমি এত পবিত্র, তাই তোমার দর্শনমাত্রেই মহাপাপের ধ্বংস হয়, স্পর্শমাত্রেই মোহান্ধ জীব মুক্তি পায়। গাও মা, এই অন্ধকারের মাঝে, এই নিস্তব্ধতার মধ্যে মধুরস্বরে রাম নাম গাইতে গাইতে সাগরের বুকে ছুটে যাও। তোমার স্বর্গীয় কণ্ঠে অমিয়মাখা রাম নাম শোন্‌বার জন্য আশ্রম ত্যাগ ক'রে এসেছি। গাও মা, কর্ণ শীতল হোক্‌, জীবন সফল হোক্‌। [নিমিলিতনয়নে একান্তে উপবিষ্ট হইলেন]

গঙ্গারামের প্রবেশ।

গঙ্গারাম। এইতো সেই মণিকর্ণিকার ঘাট; আজ এইখানে আমার মহাপাপের ধ্বংস হবে, এইখানে আজ আমার জীবনলীলার শেষ হবে। পতিতোদ্ধারিণী মাতর্গঙ্গে! দাও মা, মনে বল দাও— সাংসারিক মায়াপাশ ছেদন ক'রে দাও—তোমার পবিত্র বক্ষে যত্ন ক'রে তুলে নাও।

তুলসীদাস। [দণ্ডায়মান হইয়া] কে যেন করুণকণ্ঠে মায়ের কাছে হৃদয়ব্যথা জানিয়ে মায়ের বক্ষে জীবন ত্যাগ করতে এসেছে! কার প্রাণে এমন কি ব্যথা বেজেছে, যে তাকে নদীর জলে প্রাণ-ত্যাগ করতে হবে?

গঙ্গারাম। মা! অনিচ্ছায় ব্রহ্মহত্যা ক'রে ফেলেছি—মহাপাপ করেছি। বাঁচবার বড় সাধ ছিল মা, জীবনত্যাগ ব্যতীত এ পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত নেই। কি করবো মা? দীনতারিণী তোর শীতলবক্ষে স্থান দিয়ে শীতল কর্ মা! উঃ—আর নয়। [ঝম্পপ্রদানে উদ্যত]

তুলসীদাস। আমি অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছি নে। তুমি যেই হও, তোমার বাঁচবার যখন ইচ্ছা, আমি করযোড়ে অনুরোধ করছি, তুমি প্রাণত্যাগ ক'রো না।

গঙ্গারাম। কে তুমি করুণাময় পথিক? তুমি জান না, আমি ব্রহ্মহত্যাকারী মহাপাপী। শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা গঙ্গার জলে জীবনত্যাগ ব্যতীত পাপক্ষয়ের আর দ্বিতীয় উপায় নাই; সুতরাং দয়া ক'রে আমাকে বাধা দিও না।

তুলসীদাস। হোক্ তোমার মহাপাপ—হোক্ তোমার ব্রহ্মহত্যা—হোক্ তোমার কোটীজন্মের অতি পাতক, তথাপি বলছি, জীবন ত্যাগ ক'রো না—পাপক্ষয়ের অন্য উপায় আছে।

গঙ্গারাম। কে আপনি মহাপুরুষ? আমি যে অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছি নে। আপনার পরিচয় না পেলে যে বিশ্বাস করতে পারছি নে।

তুলসীদাস। আমি প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের নগণ্য সেবক, আমার নাম শ্রীতুলসীদাস গোস্বামী। আমার কথায় বিশ্বাস কর বন্ধু, একবার প্রাণ-ভ'রে রামনাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তোমার সমস্ত পাপ ধ্বংস হ'য়ে যাবে।

গঙ্গারাম। আমি ব্রহ্মহত্যাকারী মহাপাপী, আমার বিশ্বাস করতে রুচি হ'চ্ছে না। একবার রামনাম উচ্চারণ করলে সমস্ত পাপ ধ্বংস হবে, এ যে ধারণা করতে পাচ্ছিনে প্রভু—এ যে অসম্ভব!

তুলসীদাস। রামনামের মাহাত্ম্যে কিছুই অসম্ভব নয়। যে নামের স্মরণে উত্তাল তরঙ্গায়িত সাগরবক্ষে পাষাণ ভেসেছিল, যাঁর চরণস্পর্শে পাষাণী মানবী হয়েছিল, সেই পবিত্র রামনাম বদন ভ'রে উচ্চারণ কর বৎস! তোমার সকল পাপ ধ্বংস হবে। /এ তো একটীমাত্র ব্রহ্মহত্যা, যে নাম জপ ক'রে কোটী কোটী ব্রহ্মঘাতী দস্যু রত্নাকর বাল্মিকী হয়েছিল, সে নামে বিশ্বাস হারিও না।

[প্রস্থান।

গঙ্গারাম। রাম—রাম—রাম! আঃ—কি মধুময় উপদেশ আজ আমাকে দান করলেন, শান্তির শ্বেত চন্দনে আমাকে স্নান করিয়ে দিলেন। কৈ, প্রভু কোথায় গেলেন? কৈ, আপনার তো আর সাড়া পাচ্ছিনে? অমাবস্যার রাত্রে যদি চাঁদের উদয় হ'লো, তবে এত শীঘ্র ডুবে গেল কেন? প্রভু! কোথায় যাই, কোথায় গেলে আপনার দর্শন পাই?

[বেগে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

সত্যানন্দের গুপ্তলীলা-নিকেতন।

রত্নবতী।

রত্নবতী। রঘুনাথ! এ কি বীভৎস নরকের মধ্যে আমায় নিয়ে এলে প্রভু? এ আমার প্রায়শ্চিত্ত না পরীক্ষা, আমি যে ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি নে দয়াময়! বহু আশায় বুক বেঁধে স্বামীর চরণদর্শন পাবো ব'লে তোমার নাম স্মরণ ক'রে আমি গৃহ হ'তে বহির্গত হয়েছি। আমার যে কিছু নাই দয়াময়,—সহায় নাই, রক্ষী নাই, পথ চেনা নাই, কেবল চিত্তের উন্মাদনায় তোমার বিপদবারণ রাম নাম মাত্র সম্বল ক'রে বেরিয়ে পড়েছি প্রভু! তবে কোথায় নিয়ে এসে আবদ্ধ কর্‌লে করুণাময়? [বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রুমোচন]

অতি সন্তর্পণে মধুসিংয়ের প্রবেশ।

মধুসিং। মা! আমি অতি সন্তর্পণে, অতি কৌশলে আপনার নিকট এসেছি; যদি আদেশ হয়, আমি আপনাকে নিরাপদস্থানে পৌঁছিয়ে দিতে পারি। আমায় বিশ্বাস করুন মা!

রত্নবতী। পবিত্র মাতৃশব্দে যখন আমায় সম্বোধন কর্‌ছো, তখন তোমাকে অবিশ্বাস কর্‌বার কিছু নাই বাবা! সেদিনও তুমি আমাকে রক্ষা কর্‌তে নিজের জীবন পণ ক'রে দাঁড়িয়েছিলে। কিন্তু আমাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গেলে তুমি নিরাপদ হবে তো?

মধুসিং। মা! আমার জন্য আপনি কিছু ভাব্‌বেন না। এ তুচ্ছ

জীবনের বিনিময়ে যদি একজন সতী নারীর পবিত্র ধর্ম্ম রক্ষা কর্‌তে পারি, তা হ'লে এ নশ্বর জীবনকে ধন্য ব'লে মনে কর্‌বো। মা! বেশী চিন্তা কর্‌বার অবসর নাই, এখনি দুর্ব্বৃত্ত সত্যানন্দ এখানে এসে পড়্‌বে।

রত্নবতী। বৎস! আমি তোমার সঙ্গে যাবো না। আমার পবিত্র ধর্ম্ম রক্ষা যেমন কর্ত্তব্য, তেমনি তোমার পবিত্র জীবন রক্ষা করাও আমার কর্ত্তব্য। আমি যেমন তোমার মা, তুমিও তেমনি আমার পুত্র।

মধুসিং। তবে কি বুঝ্‌বো, তোমার পবিত্র সতীধর্ম্ম এখানে লুণ্ঠিত হওয়াই তোমার ইচ্ছা? ওঃ—এ যদি পুর্ব্বে বুঝ্‌তাম, তা হ'লে নিজের জীবনকে এতখানি বিপন্ন ক'রে এখানে আস্‌তাম না। ওঃ—নারী! এতক্ষণে বুঝ্‌লাম, তোমাদের চরিত্র মানববুদ্ধির অতীত।

রত্নবতী। বৃথা উত্তেজনায় কেন অস্থির হ'চ্ছো বৎস? যে সতী রমণী স্বেচ্ছায় সতীধর্ম্ম বিসর্জ্জন না করে, এমন কোন শক্তি নাই যে তার সতীধর্ম্ম কেউ নষ্ট করে।

মধুসিং। এই নির্জ্জন গৃহমধ্যে অসহায়া তুমি, কেমন ক'রে কামোন্মত্ত সত্যানন্দের হাত থেকে সতীধর্ম্ম রক্ষা কর্‌বে নারী?

রত্নাবতী। সতী-শিরোমণি সীতাদেবী, বিশ্বত্রাসী রাবণের হাত থেকে কেমন ক'রে সতীধর্ম্ম রক্ষা করেছিল বৎস? যদি স্বামীপদে আমার মতি থাকে, আর সতীধর্ম্মে যদি কোন খাদমিশ্রিত না থাকে, তবে স্থির জেনো বৎস, সহস্র সত্যানন্দ প্রাণপাত চেষ্টা কর্‌লেও, আমি যেমন পবিত্র তেমনি পবিত্র থাক্‌বো।

মধুসিং। মা! মা! আমাকে ক্ষমা করুন; আমি অজ্ঞান সন্তান,—আপনার হৃদয়বল, আপনার মহত্ত্ব, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির ধারণার অতীত। আপনার এই ক্ষণিক সংসর্গে আমার ধর্ম্মবিশ্বাস হিমালয়ের মত দৃঢ়

হ'য়ে গেল—আকাশের চেয়ে বড় হ'য়ে গেল। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, কি করেছি! ক্ষুদ্র গোষ্পদ হ'য়ে মহাসমুদ্রের পবিত্রতা রক্ষা করতে ছুটে এসেছি!

[বেগে প্রস্থান।

রত্নবতী। তাই তো, একি কর্‌লাম, মধুসিংয়ের পবিত্র হৃদয়ে ব্যথা দিলাম! যদি বিপদ হয়, যদি হৃদয়বল ক্ষুণ্ণ হ'য়ে যায়, যদি সত্যানন্দের প্রবল প্রলোভনে আত্মবিস্মৃত হ'য়ে পড়ি, যদি সে কোন বশীকরণ মন্ত্রবলে আমাকে মুগ্ধ ক'রে ফেলে, তা হ'লে কি হবে? কেন মধুসিংয়ের অযাচিত সাদর আহ্বান উপেক্ষা কর্‌লাম? ভগবান্! একি কর্‌লাম? ওকি, শূন্যপথে কেমন এক মধুর সঙ্গীতের স্বর ভেসে আস্‌ছে না? এযে সেই বাবাজীর কণ্ঠস্বর! বল—বল প্রভু, এ বিপদে আমি কি করি?

গীতকণ্ঠে রামদাস বাবাজীর প্রবেশ।

রামদাস বাবাজী।—

গীত।

সকল চিন্তা ছেড়ে দিয়ে কর চিন্তামণির চরণ সার।
অন্তরে আলো উঠ্‌বে জ্ব'লে, ঘুচে যাবে সকল আঁধার॥
দেনা পাওনা চুকিয়ে নিয়ে, প্রাণটুকু সব মিশিয়ে দিয়ে,
গড়িয়ে পড় চরণতলে, হেলায় হবে সাগর পার।
কিসের বিপদ কিসের ভয়, যদি ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হয়,
এক মুহূর্ত্তে হবে লয়, (যথা) সাগরবুকে বিম্বাকার॥

[প্রস্থান।

রত্নবতী। ইচ্ছাময়! তোমার ইচ্ছায় গা ভাসিয়ে দিলাম। যা ইচ্ছা হয়, তাই কর প্রভু!

সত্যানন্দের প্রবেশ

সত্যানন্দ। সুন্দরী! আর চিন্তা নাই, আমি এসে পড়েছি। আমার একটী স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে এই মুহূর্ত্তেই তোমার ভাগ্যচক্রের এক বিরাট পরিবর্ত্তন সাধিত হবে। ছিলে তুমি এক দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণপত্নী, আর আমার প্রেমালিঙ্গনের পরমুহূর্ত্তে তুমি হবে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী, চণ্ডেশ্বরের অধ্যক্ষ মহারাজের প্রধানা ভৈরবী।

রত্নবতী। ছিঃ-ছিঃ, লজ্জায় মুখ ঢাকি কোথায়? তুমি ধর্ম্মের রক্ষক—তীর্থের রক্ষক—দেবমন্দিরের রক্ষক, তোমার এই কাজ? আমি স্বামীর মুখে শুনেছি, গৈরিক বসন পরিধান ক'রে যে ব্যক্তি কামিনী-কাঞ্চনের মোহ পরিত্যাগ করতে না পারে, পবিত্র হিন্দুশাস্ত্রে তাকেই পাষণ্ড বলে, আর সেই পাষণ্ডের মুখ একবার দর্শন করলে সপ্তজন্মের পুণ্যক্ষয় হয়। দূর হও পাষণ্ড, মুখ ফিরিয়ে চ'লে যাও!

সত্যানন্দ। হায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন অবলা রমণী, ধর্ম্ম অন্তরের জিনিস, বাহ্য ভোগ্য বস্তুতে তার কোন সম্বন্ধ নাই। প্রথমতঃ এইরূপ তর্জ্জন-গর্জ্জন অনেক রমণীকেই করতে শুনেছি। যাক্, বৃথা বাক্য-ব্যয়ে কোন প্রয়োজন নাই। তোমার ঐ পরিপুষ্ট যৌবনসুলভ সৌন্দর্য্য প্রাণ ভ'রে উপভোগ করবার জন্য বহু অর্থব্যয়ে তোমাকে হস্তগত করেছি, সুতরাং আমার ইচ্ছায় বাধা প্রদান করলে বলপ্রয়োগে বাধ্য হবো।

রত্নবতী। তোমার ও রক্তচক্ষুতে কোন ফলোদয় হবে না মূর্খ! তোমারই অবরোধমধ্যে অসহায় পেয়ে মনে করেছ আমার প্রতি অত্যাচার করবে? ভুল ধারণা! স্বামীর চরণে যদি আমার ঐকান্তিক অনুরাগ থাকে, ধর্ম্মে যদি আমার বিশ্বাস থাকে, পবিত্র রামনামে যদি

আমার ভক্তি থাকে, তা হ'লে তোর মত লক্ষ পাষণ্ড এখানে একত্রিত হ'লেও আমার কেশস্পর্শ করতে পারবে না।

সত্যানন্দ। আরে, আরে চপলা রমণী, এই দেখ্ তবে—

রত্নবতী। ভগবান্—ভগবান্! এই কি তোমার ইচ্ছা?

সত্যানন্দ। [অঙ্গ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলেন]

বেগে ইন্দুমতীর প্রবেশ।

ইন্দুমতী। সাবধান পাষণ্ড! ভগ্নী, ভয় কি? আমার পেছনে এসে দাঁড়াও; আমার প্রাণ থাক্‌তে কিছুতেই তোমার অঙ্গস্পর্শ হ'তে দেবো না। বিড়াল-তপস্বী! আমার মস্তকস্পর্শ ক'রে শপথ ক'রে ছিলে নয়, রত্নবতী ব'লে কোন রমণীর প্রতি অনুরক্ত হও নি?

সত্যানন্দ। ইন্দুমতী! পবিত্র তন্ত্রের গূঢ় রহস্য সকল সময়ে প্রকাশ্য নয়; সুতরাং এ তন্ত্রোক্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করতে আসা তোমার কোনমতে উপযুক্ত হয় নি। যাও, এই মুহূর্ত্তে এখান থেকে চ'লে যাও। এর নাম চক্রসিদ্ধি; এ সকলকে দেখ্‌তে নেই। আমি অনুরোধ কর্‌ছি, এই মুহূর্ত্তে চ'লে যাও।

ইন্দুমতী। সাবধান ভণ্ড! আজ—এক লহমায় সারাজীবনের জমাটা আঁধার কেটে গেছে; পুনরায় যদি পবিত্র তন্ত্রের নাম মুখে আন্‌বি, তা হ'লে [illegible] তোর জীবটা কেটে টেনে বার করবো।

সত্যানন্দ। দেখ, তুমি আমার মন্ত্রসিদ্ধা প্রধানা ভৈরবী ব'লে এ ঔদ্ধত্য এখনও [redacted] নীরবে সহ্য কর্‌ছি। যাও—তোমাকে এই শেষবার বল্‌ছি, এই মুহূর্ত্তে তুমি এখান থেকে চ'লে যাও।

ইন্দুমতী। আমিও তোমাকে অনুরোধ কর্‌ছি, তুমিও এখান থেকে এই মুহূর্ত্তে চ'লে যাও, নতুবা আজ এক মহা অনর্থ ঘ'টে

যাবে। মিথ্যা শাস্ত্রবাক্যে ভুলিয়ে আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছ, আজ তার প্রতিফল পাবে। নিজে গণিকা হয়েছি ব'লে আর একজন সতী নারীকে গণিকা হ'তে সহায়তা করবো, তা ভেবো না। নিজে দুর্ব্বার নরকপথের যাত্রী হয়েছি ব'লে আর একজনকে সঙ্গিনী করবো— তা মনে ক'রো না। তোমার সংসর্গে থেকেছি ব'লে তোমার মত আমি নীচ নই।

সত্যানন্দ। তা হ'লে বুঝলাম, এই মুহূর্ত্তই তোর জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত। নিরুপায! এখানে এ ভিন্ন আমার আত্মরক্ষার দ্বিতীয় উপায় নাই। নে পিশাচী, তোব শেষ পুবস্কার! [ইন্দুমতীর বক্ষে অস্ত্রাঘাত]

ইন্দুমতী। কি করলি! ওঃ—বড় যাতনা, প্রাণ যায়। ওঃ— ভগ্নী, পারলাম না। [~~পতন ও মৃত্যু~~]

রত্নবতী। পাষণ্ড! পাষণ্ড! কি করলি! পশুপ্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য নারীহত্যা করলি! হে জানকীনাথ, এ আমাকে কি দেখাচ্ছ প্রভু!

বেগে কিষণলালের প্রবেশ।

কিষণলাল। কি সর্ব্বনাশ! এই কি তীর্থগুরুর চরিত্র! এক নারী চরণতলে পতিতা-নিহতা, অন্য নারী সম্মুখে অশ্রুনয়না ভীতা চকিতা, তথাপি বদনে করুণার ছায়া নাই—দুঃখের চিহ্ন নাই— কাতরতার লেশ নাই। ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ!

রত্নবতী। বাবা! জানি না, আপনি কে? যদি দয়া ক'রে এসেছেন, আমাকে রক্ষা করুন, ~~আমাকে অভয় দিন~~। [চরণ ধরিতে উদ্যত]

কিষণলাল। সতী-শিরোমণি জননী! কোন ভয় নেই মা, আমি তোমার সন্তান,—আমি প্রাণ দিয়ে এ বিপদ থেকে তোমাকে রক্ষা করবো।

সত্যানন্দ বংশীধ্বনি করিলে ভগীরথসিং, সূর্য্যসিং প্রভৃতি কতিপয় সশস্ত্র অনুচরের প্রবেশ।

সত্যানন্দ। ভগীরথ! সূর্য্যসিং! ইস্কো শির লেও।

ভগীরথসিং। কোন ভয় নেই মহারাজ! আমি আপনার কাজে আজ প্রাণ দেবো।

সূর্য্যসিং। মূর্খ সুবেদার সাহেব! আজ নিজের জালে নিজে বন্দী হয়েছ। এই কাশীধামে সত্যানন্দ ঠাকুরের প্রতাপ কতখানি, তা আজ জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে দেখে নাও।

ভগীরথসিং। আক্রমণ কর—আক্রমণ কর! দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌ছ? [আক্রমণ ও যুদ্ধ]

সত্যানন্দ। যে আগে সুবেদার সাহেবের মাথা নিতে পার্‌বে, লক্ষ টাকা পুরস্কার পাবে।

কিষণলাল। [যুদ্ধ করিতে করিতে] বৃথা চেষ্টা দস্যুদল, আমি বহুপূর্ব্বে সাবধান হ'য়ে এসেছি। [বংশীধ্বনিকরণ ও কতিপয় সশস্ত্র সৈনিকের প্রবেশ।] এই মুহূর্ত্তে ঐ দুর্ব্বৃত্তদের বন্দী কর; আর আমি নিজে সত্যানন্দ ঠাকুরের হাতে শৃঙ্খল পরিয়ে দিচ্ছি। তারপর কাল প্রাতে এই গুপ্ত রহস্য সাধারণের নিকট প্রকাশ কর্‌বো। [সকলকে বন্দী করণ]

সত্যানন্দ। মহামাননীয় সুবেদার সাহেব! আমি এই মুহূর্ত্তে আপনাকে দশলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান কর্‌ছি,—আপনি দয়া ক'রে এ বিপদে আমাকে রক্ষা করুন।

কিষণলাল। ক্ষমা কর্‌বেন,—অর্থমূল্যে আমার বিবেক ক্রয় কর্‌তে পার্‌বেন না।

সত্যানন্দ। সুবেদার সাহেব! আমাকে এ বিপদে বাঁচাতেই হবে। চণ্ডেশ্বরের সমুদয় সম্পত্তির মূল্য দশ কোটী মুদ্রা; আমি সমুদয় আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি, আপনি দয়া ক'রে আমাকে বাঁচান। আপনাকে বাঁচাতেই হবে,—আমি আপনার শরণাগত।

কিষণলাল। বলেছি তো, অর্থমূল্যে আমাকে ক্রয় কর্‌তে পার্‌বেন না। কি সামান্য দশ কোটী টাকার সম্পত্তি দেখাচ্ছেন, সমগ্র ভারত-খণ্ড প্রদান কর্‌লেও তা আমি পার্‌বো না। তবে আপনি যদি একটী কার্য্য করেন, আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হ'তে পারি।

সত্যানন্দ। আদেশ করুন।

কিষণলাল। আপনাকে সত্য প্রতিশ্রুতি দিতে হবে—আপনাকে প্রতিজ্ঞা কর্‌তে হবে যে, আজ হ'তে আপনি এই পাপ বাসনা ত্যাগ কর্‌বেন—আজ হ'তে আপনি চরিত্রবান হবেন?

সত্যানন্দ। আজ আপনার এ দেবভাব দেখে যথার্থই আমি অনুতপ্ত; আমাকে সৎপথে নিয়ে চলুন। আমি এখনি প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি,—যা বল্‌বেন, তাই ব'লে প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, তার পূর্ব্বে কৃপা ক'রে আপনি প্রতিজ্ঞা করুন যে, আজকের ঘটনা আপনি গোপনে রাখ্‌বেন?

কিষণলাল। দেখুন, আপনারা হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক—হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ; একমাত্র আপনারাই ইচ্ছা কর্‌লে এই পদদলিত সনাতন ধর্ম্মের উন্নতিসাধন কর্‌তে পারেন। আপনাদের এ কলঙ্ক-কাহিনী সাধারণ্যে প্রকাশিত হ'লে কিম্বা রাজদরবারে উপস্থিত হ'লে জগতের যাবতীয় অহিন্দুজাতি [illegible] ক'রে উপহাস কর্‌বে, তা আমি দেখ্‌তে চাই না। আমার জাতীয় গৌরব ক্ষুণ্ণ হবে, ধর্ম্মোন্নত হিন্দু-শির মাটির সঙ্গে নুয়ে পড়্‌বে, এমন কাজ আমার আদৌ অভিপ্রেত

ব্রজ। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, এ কলঙ্ক-কাহিনী আমি গোপন রাখ্‌বো—আমার প্রাণান্ত পর্য্যন্ত গোপন রাখ্‌বো।

সত্যানন্দ। দেখ্‌ছি আপনি দেবচরিত্র। আমি এই দেবতা স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা করছি—[কিষণলালকে স্পর্শ করিয়া] জীবনে আর পাপপথে অগ্রসর হবো না। আজ থেকে আমি আদর্শ চরিত্রবান হবো। দেবতার সংসর্গে আজ আমার জ্ঞান-চক্ষু উন্মিলিত হয়েছে।

কিষণলাল। উত্তম! এই মুহূর্ত্তে সব বন্ধন মুক্ত ক'রে দাও। এস মা, নির্ভয়ে আমার সঙ্গে চ'লে এস, এস সৈন্যগণ!

[কিষণলাল, রত্নবতী ও সৈন্যগণের প্রস্থান।

সত্যানন্দ। বাস্, বাঁচা গেল। ভগীরথ! এই মৃতদেহ সযত্নে রক্ষা ক'রে অতি শীঘ্র আমার সঙ্গে দেখা করবে।

[প্রস্থান।

ভগীরথ। যথা আজ্ঞা প্রভু! সূর্য্যসিং! ধর—ধর, মৃতদেহটা এখান থেকে নিয়ে গিয়ে ভাল জায়গায় রাখ্‌তে হবে।

[সাঙ্গচর ভগীরথসিংয়ের মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

আশ্রম।

তুলসীদাসের প্রবেশ।

তুলসীদাস। "বুদ্ধিহীনং মনঃ কৃত্বা ক্ষেত্রজ্ঞং পরমাত্মনি।
একীকৃত্য বিমুচ্যেত যোগোঽয়ং মুখ্য উচ্যতে ॥"

নির্ব্বাত দীপের ন্যায় মনকে ব্যাপারশূন্য ক'রে জীবাত্মা ও পরমাত্মা একীভূত করলে যে সুখ-দুঃখমুক্ত হওয়া যায়, তাহাই মুখ্য যোগ ব'লে উক্ত হয়েছে। আমি প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে শ্রীগুরুর কৃপায় সেই যোগমার্গে প্রবিষ্ট হ'তে সক্ষম হয়েছি, অনিত্য দেহের এর চেয়ে আর কি সৌভাগ্য হ'তে পারে? ইড়া-পিঙ্গলারূপিনী গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে পরমানন্দের লহর উঠেছে—আকাশ-পাতাল-প্লাবিত ক'রে দিয়েছে, সেই দিগন্তহীন অসীম প্রেম-প্রবাহের উপর পরমহংস নৃত্য করছে। সময় চ'লে যায়—ঐ দিনমণি অস্ত যায়। এস প্রভু রঘুকুলতিলক, অনাথপালক, ভুলোক-গোলোকজীবন, অন্তরে এস—অন্তরে এস—অন্তরে এস! [ধ্যানস্থ হইয়া উপবেশন]

গঙ্গারামের প্রবেশ।

গঙ্গারাম। এক এক ক'রে কত স্থান অনুসন্ধান করলাম, কৈ—সে মহাপুরুষের তো দর্শন পেলাম না। সেই অন্ধকার রজনীতে তাঁরই বাক্যে বিশ্বাস ক'রে গঙ্গার জলে প্রাণবিসর্জ্জনের সঙ্কল্প ত্যাগ করলাম। পবিত্র রাম নাম দিবারাত্র জপ করছি, কিন্তু কৈ, কেউ তো আমাকে

বিশ্বাস করে না যে আমি পাপমুক্ত হয়েছি; ঘৃণায় সকলে মুখ ফিরিয়ে চ'লে যায়, ছায়াটী পর্য্যন্ত স্পর্শ করে না। সেই মহাপুরুষের দর্শন না পেলে দেখ্‌ছি আমার দাঁড়াবার স্থান নেই। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে প্রভু তুলসীদাসকে যদি গুরুত্বে বরণ কর্‌তে না পারি, প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ কর্‌বো। কি আশ্চর্য্য, এত লোককে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, কেউ তাঁর সন্ধান ব'লে দিতে পার্‌লে না। দেখি এ দিকটা সন্ধান ক'রে, যদি কোন উপায় হয়। [অগ্রসর] ও কে? কে একজন সাধু ব'সে রয়েছেন নয়? ওঁকেই একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি। বলি মহাশয় দয়া ক'রে বল্‌তে পারেন, প্রভু তুলসীদাস কোথায় আছেন? একি! আপনি উত্তর দিচ্ছেন না যে? আমার প্রশ্নের গুরুত্ব বুঝে শীঘ্র উত্তর দিন। ওঃ, ঐ সূর্য্যদেব অস্ত যায়! সন্ন্যাসী! উত্তর দাও, আমার বিশ্বাস, তুমি নিশ্চয়ই জান,—শীঘ্র উত্তর দাও। কি, উত্তর দেবে না? আমার গুরুদেবের সন্ধান ব'লে দেবে না? তবে এই নাও তার পুরস্কার! [তুলসীদাসের গণ্ডদেশে ও মস্তকে তিন চারিবার চপেটাঘাত]

তুলসীদাস। [দণ্ডায়মান হইয়া] একি! একি! কে বৎস তুমি? কি কারণে আমাকে প্রহার করলে? আমি তো তোমার কোন অনিষ্ট করি নি!

গঙ্গারাম। সন্ন্যাসী! তোমরা সর্ব্বজ্ঞ; আমার প্রাণের ব্যথা বুঝ্‌তে পেরেও তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও নি। আমি ব্রহ্মঘাতী মহাপাপী, আমার নাম গঙ্গারাম। প্রভু তুলসীদাসকে গুরুত্বে বরণ কর্‌বো ব'লে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'য়ে বেরিয়েছি। ঐ সূর্য্যদেব অস্ত যায়,—তাঁর দর্শন পেলাম না, এখনি আমাকে প্রাণত্যাগ করতে হবে। এই আমার অবস্থা সন্ন্যাসী! বোঝার উপর শাকের আঁটী, দাও আমায় অভিশাপ! ওঃ, প্রভু শ্রীরামচন্দ্র! তোমার মনে এই ছিল? পেলাম না—শ্রীগুরুর চরণ-

দর্শন পেলাম না। ওঃ, এমন মানবজন্ম বৃথা গেল ; গুরুদর্শন পেলাম না ! দয়া ক'রে অভিশাপ দাও—আমাকে ধ্বংস কর—আমাকে পুড়িয়ে ভস্ম ক'রে অনন্তের বুকে উড়িয়ে দাও।

তুলসীদাস। বৎস ! রোদন সম্বরণ কর ; তুমি যার অনুসন্ধানে বেরিয়েছ, আমিই সেই নগণ্য তুলসীদাস।

গঙ্গারাম। গুরুদেব ! তবে আমি কি করেছি ! আমি আপনাকে প্রহার করেছি—সর্ব্বনাশ করেছি ; এ পাপেব বুঝি আর প্রায়শ্চিত্ত নেই ! ওঃ—আমি কি করেছি !

তুলসীদাস। বৎস ! এ কার্য্যে তোমার কোন পাপ হয়নি। বাজারে এক পয়সায় একটা মজুর মাটীর হাঁড়ী কিন্‌তে গেলে লোক কতবার তাকে বাজায়, আর তুমি বৎস, ভক্তির মূল্যে ভবপারাবারের তরণী কিন্‌তে বেরিয়েছ, তুমি আমাকে বাজাবে না ? বেশ করেছ বাজিয়েছ, উত্তম করেছ—উচিৎ কার্য্য করেছ। আমি আজ বড় সন্তুষ্ট হয়েছি বৎস ! "লাখ্ লাখ্ গুরু মিলা চেলা মিলা এক।" কোন চিন্তা নাই। চল বৎস, সময় চ'লে যায় ; ঐ লতাকুঞ্জমাঝে পবিত্র বেদীতে এই মুহূর্ত্তে তোমাকে দীক্ষাদান ক'রে ভক্তের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করি চল।

[গঙ্গারামের হাত ধরিয়া প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

দরবার-কক্ষ।

সিংহাসনে আকবর সমাসীন, পার্শ্বে বৈরামখাঁ উপবিষ্ট।

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

কুসুম-সুষমা আসিছে ভাসিয়া দেখ না ওগো চাহিয়া।
মলয় পবন বহে ধীরে ধীরে পরাণ উঠিছে নাচিয়া॥
চল চল চল ছু'ট চল সই, মুদিতনয়নে কথা দুটো কই,
শীতল পরশে অমিয় বরষে হরষে থাকিব ডুবিয়া।
কোকিলকূজনে সুরের লহরী, গগন পবনে শ্রবণ কুহরি,
পশিয়া মরমে কবে কত কথা আবার উঠিবে জাগিয়া॥

[প্রস্থান।

আকবর। খাঁ-বাবা! আপনার কি বিশ্বাস, সুবেদার কিষণলালের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ উপস্থিত হয়েছে, তা সত্য?

বৈরামখাঁ। না বাবা, কোন কোন বিষয়ে কিষণলালের প্রতি আমার ভ্রান্ত ধারণা থাকলেও এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না যে, সে চরিত্রহীন—সে কামাসক্ত হ'য়ে এক অবলা রমণীর প্রাণসংহার করেছে।

আকবর। কিন্তু এও কি সম্ভব, হিন্দুর শ্রেষ্ঠ তীর্থ বারাণসী-ক্ষেত্রের তীর্থগুরু সত্যানন্দ ঠাকুর তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করেছে?

বৈরামখাঁ। বাবা, এ সংসারে কিছুই অসম্ভব নয়। এও সত্য হ'তে পারে, ও-ও সত্য হ'তে পারে; এর জন্ত কোনরূপ চিন্তিত হ'য়ো না। যখন যেমন প্রমাণ পাবে, ঠিক সেইরূপভাবে বিচার ক'রে চ'লে যাবে। প্রকৃত সত্য মিথ্যা ঈশ্বর ব্যতীত কেউ জানে না।

আকবর। উত্তম। কোন্ হ্যায়?

জনৈক দৌবারিকের প্রবেশ।

আকবর। যাও, সুবেদার কিষণলালকে তলপ দাও।

দৌবারিক। যো হুকুম খোদাবন্।

বৈরামখাঁ। [স্বগত] সত্যানন্দ ঠাকুর যে চাল চেলেছে, আর তাকে আমি যে রকম উপদেশ দিয়েছি, তাতে এবার আর সেবারকার মত শিকার ফস্‌কাচ্ছে না।

কিষণলালের প্রবেশ।

কিষণলাল। [কুর্ণিশ করিয়া] সম্রাট! আপনার জরুরী আদেশ পেয়ে সাত দিনের পথ প্রাণপণে অশ্ব ছুটিয়ে তিন দিনে উপস্থিত হয়েছি। সম্রাট! রাজ্যের কুশল তো? কোনরূপ বিদ্রোহ উপস্থিত হয় নি তো?

আকবর। রাজপুত! খোদার ইচ্ছায় রাজ্যে কোনরূপ অমঙ্গল ঘটে নাই; কিন্তু আমার হৃদয়ে এক দারুণ বিদ্রোহ উপস্থিত হয়েছে, সে বিদ্রোহের কথা প্রকাশ ক'রে বল্‌তে আমার জিহ্বা জড়িয়ে আস্‌ছে। কিষণলাল! তুমি অভিযুক্ত।

কিষণলাল। আমি অভিযুক্ত? কে অভিযোগ করেছে সম্রাট, আর সে অভিযোগের বিষয় কি?

আকবর। তুমি কামাসক্ত হ'য়ে কোন রমণীর প্রতি অত্যাচার

করতে গিয়েছিলে ; সে তোমার জঘন্য প্রস্তাবে স্বীকৃত হয় নি ব'লে, ক্রোধে ক্ষোভে তার প্রাণবধ করেছ, এই তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ; এখন আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রস্তুত হও।

কিষণলাল। সম্রাট! আমি বিস্ময়ে আত্মহারা হ'য়ে প'ড়ছি। আমি দৃঢ়তার সহিত বল্‌তে পারি, এ সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ—কোন দুষ্টপ্রকৃতি নীচাশয়ের ষড়যন্ত্র। উত্তম ; আপনি অভিযোক্তাদের এখানে উপস্থিত করুন ; এখনই সত্য মিথ্যা প্রমাণিত হ'য়ে যাবে।

আকবর। কোন্ হ্যায় ? [দৌবারিকের প্রবেশ] যাও, সাক্ষীসহ বাদীগণকে হাজির কর ; আর সেই মৃতদেহটীকে এই খানে নিয়ে এস।

[দৌবারিকের প্রস্থান।

কিষণলাল। মৃতদেহ! কি বল্‌ছেন সম্রাট্‌ ?

আকবর। হাঁ রাজপুত! অভিযোগ গুরুতর ব'লে অভিযোক্তা তৈলপাত্র ক'রে সেই মৃতদেহ এখানে উপস্থিত করেছে।

কিষণলাল। [স্বগত] তবে কি চণ্ডেশ্বরের মঠাধিকারী সত্যানন্দঠাকুর সেই ইন্দুমতীর মৃতদেহ নিয়ে এতখানি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন ? না—না, তা হ'তে পারে না ; তিনি যে আমার কাছে সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সত্যানন্দ, ভগীরথসিং, প্রেমানন্দ, সূর্য্যসিং, ~~অন্যান্য সাক্ষীগণসহ ইন্দুমতীর মৃতদেহ লইয়া বাহকগণ ও~~ দৌবারিকের প্রবেশ।

কিষণলাল। একি! এও কি সম্ভব হ'লো! সর্ব্বনাশ! আমার যে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন উপায় নাই। আমি যে সত্যানন্দের এ গুপ্ত কাহিনী গোপন রাখ্‌বো ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'সে আছি।

আকবর। ঠাকুরজী! কে ঐ রমণীর প্রতি পাশবিক অত্যাচার কর্‌তে গিয়েছিল, আপনি এখানে চিনিয়ে দিতে পারেন?

সত্যানন্দ। সম্রাট! আমি ও মহাপাপীর মুখদর্শন কর্‌বো না, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র নিষেধ আছে। সূর্য্যসিং! তুমি তো সেখানে উপস্থিত হয়েছিলে, তুমিই দেখিয়ে দাও।

সূর্য্যসিং। ডুনিয়ার মালিক সম্রাট! আমার বড় ভয় কবছে। [কিষণলালের প্রতি অঙ্গুলি দেখিয়া] উনি আমাদের সুবেদার সাহেব— আমাদেব দণ্ডমুণ্ডেব কর্ত্তা; ওঁকে দেখিয়ে দিতে বড় ভয় কর্‌ছে সম্রাট্!

আকবর। আমি সম্রাট্—বিচারকর্ত্তা, আপনাদের কোন ভয় নাই! যা সত্য, ভগবানের নাম স্মরণ ক'বে নির্ভয়ে আমার নিকট বলুন।

বৈরামখাঁ। তা বৈকি! যা স্বচক্ষে দেখেছ, তাই বল্‌বে। খুব সাবধান, কোন ভয় নাই! এখানে বৈবামখাঁ ব'সে আছে,—দেখো যেন একটীও মিথ্যা ব'লো না।

কিষণলাল। [স্বগত] উত্তম চাল চেলেছ বৃদ্ধ! এতক্ষণে সব বুঝ্‌তে পেরেছি। এ ক্ষেত্রে আমি আত্মপক্ষ সমর্থন কর্‌তে যাই যদি, তীর্থগুরুর চরিত্র প্রকাশ হ'য়ে পড়্‌বে—হিন্দুধর্ম্মের কলঙ্কগাথা সারা ভারতে প্রতিধ্বনিত হবে,—তোমরা দরবারে ব'সে আমাদের বিরুদ্ধে টিট্‌কারী দেবে—আমার চির-উন্নত হিন্দুশির মাটির সঙ্গে নুয়ে পড়্‌বে; আর যদি আত্মপক্ষ সমর্থন না করি, জগতের বুক থেকে আমার অস্তিত্ব মুছে ফেল্‌বে। বাঃ—উত্তম চাল চেলেছ বৃদ্ধ!

আকবর। ঠাকুরজী! ঐ রমণীটী আপনার সম্বন্ধে কে হয়? আর কেনই বা আপনার আশ্রমে বসবাস কর্‌ছিলেন?

সত্যানন্দ। সম্রাট! আমরা সর্ব্বত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসী লোক, আপনার

বল্‌তে কেউ নেই। আশ্রমে অতিথিসেবার ত্রুটী হয়, দেবসেবার বিশৃঙ্খলা ঘটে, তাই ও রকম দু' একটী স্ত্রীলোক রাখ্‌তে হয়। বালিকা অবস্থায় ওকে পথে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। ওঃ—নারায়ণ! তোমার মনে শেষে এই ছিল! বুকে ক'রে মানুষ করেছিলাম সম্রাট, বুকে ক'রে মানুষ করেছিলাম। সম্বন্ধে ওটী আমার কন্যা হয়।

কিষণলাল। [কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া স্বগত] ঈশ্বর! মৃত্যুই আমার বাঞ্ছনীয়। চক্ষের সাম্‌নে ধর্ম্মের এ অধঃপতন দেখ্‌তে পার্‌বো না প্রভু!

বৈরামখাঁ। আহা! সত্যই ঠাকুরজী প্রাণে বড় ব্যথা পেয়েছেন। সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী কি না, তাই এতটা সহ্য কর্‌তে পেরেছেন।

আকবর। খাঁ-বাবা! আমার অনুরোধ, বিচার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আপনি কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ কর্‌বেন না। হাঁ, [প্রেমানন্দের প্রতি] আপনি এ সম্বন্ধে কি জানেন?

প্রেমানন্দ। কিছুই জানি না সম্রাট, অথচ হঠাৎ সবই জান্‌তে হ'লো।

আকবর। আপনার কথার তো কোন তাৎপর্য্য বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে!

সত্যানন্দ। আজ্ঞে খোদাবন্! উনি অদ্বিতীয় দার্শনিক পণ্ডিত লোক,—ওঁর সকল কথাতেই দার্শনিক ভাব মাখানো আছে।

বৈরামখাঁ। বাঃ—বাঃ, বেশ তো! তা হ'লে বর্ত্তমানে এ কথার কি অর্থ হ'লো?

সত্যানন্দ। আজ্ঞে উনি বল্‌ছেন—পরমাত্মা কিছুই জানে না অর্থাৎ জগতের সকল বিষয়েই নির্ব্বিকার। আর জীবাত্মা, তাকে সবই জান্‌তে হয়।

আকবর। আচ্ছা, বুঝ্‌লাম; ওর সাক্ষীর বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। [ভগীরথসিংয়ের প্রতি] আচ্ছা, তুমি এ বিষয়ে কি জান?

ভগীরথসিং। আজ্ঞে সম্রাট! ঐ স্ত্রীলোকটী বহু দিন থেকে ঠাকুর-জীর আশ্রমে আছেন; হঠাৎ রাত্রে শুন্‌লাম, সুবেদার সাহেব ওকে খুন করেছেন।

আকবর। কার নিকট হ'তে প্রথমে শুন্‌লে?

ভগীরথসিং। আজ্ঞে, সেটা গোলমালের মধ্যে বেশ স্মরণ ক'রে উঠ্‌তে পার্‌ছি নে। আমি লাঠি হাতে ক'রে ছুটে গিয়ে দেখ্‌লাম, রক্তে ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

আকবর। আচ্ছা; এখন জিজ্ঞাস্য, কিষণলাল যে রমণীকে হত্যা করেছে, কে প্রত্যক্ষ দেখেছে?

সূর্য্যসিং। আজ্ঞে খোদাবন্‌, আমি চীৎকার শুনে ছুটে গিয়ে দেখ্‌লাম, সুবেদার সাহেব ইন্দুমতীর বুকে অস্ত্র চালিয়ে দিচ্ছেন। আমি মরিয়া হ'য়ে আট্‌কাতে গেলাম, আমাকে একটা সজোরে লাথি মেরে পালিয়ে গেলেন।

আকবর। বাস্‌, আর সাক্ষীর কোন প্রয়োজন নাই। কিষণলাল! তোমার আত্মপক্ষসমর্থনের কিছু আছে?

কিষণলাল। [স্বগত] না, তীর্থগুরুর চরিত্র ব্যক্ত ক'রে কোন ফল নাই। এ ভণ্ডামী প্রকাশ পেলে বিধর্ম্মীরা আমার ধর্ম্মের মুখে নিষ্ঠিবন ত্যাগ কর্‌বে—স্বধর্ম্মীরা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ কর্‌বে—হিন্দুধর্ম্মে মহা-হাহাকার উঠ্‌বে। তার চেয়ে এ ক্ষণভঙ্গুর নশ্বর দেহ বিসর্জ্জন দিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন ক'রে পাপিষ্ঠের আসুরিক প্রবৃত্তি ঝল্‌সে দেবো। আমার আত্মত্যাগের ঘৃতধারায় সত্যানন্দের হৃদয়ে চৈতন্যের প্রদীপ জেলে দেবো। নিজের জীবন দিয়ে ধর্ম্মের জীবন রক্ষা কর্‌বো।

আকবর। তুমি যখন নিরুত্তর, তখন মর্‌তে হবে তোমার

আত্মপক্ষ সমর্থনের কিছুই নাই। এখন প্রশ্ন, এই সাধুজীর বিরুদ্ধে তোমার বল্‌বার কিছু আছে ?—

কিষণলাল। [স্বগত] প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি; না—কিছুই বল্‌বো না। প্রতিজ্ঞাভঙ্গ মহাপাপ, তাতে আমি রাজপুত।

আকবর। তথাপি নিরুত্তর ! উত্তম। তবে শোন্ রাজপুত, তোমার শাস্তি প্রাণদণ্ড। কোন্ হ্যায়, বন্দী কর। [প্রহরী বন্ধন করিতে লাগিল] যান সাধুজী ! মৃতদেহের সৎকারের ব্যবস্থা করুন গে।

সত্যানন্দ ও অনুচরগণ। জয় দিল্লীর সম্রাট আকবরকী জয় ! জয় দিল্লীর সম্রাট আকবরকী জয় !

[সত্যানন্দ, ভগীরথসিং, সূর্য্যসিং, প্রেমানন্দ প্রভৃতি ও মৃতদেহ লইয়া বাহকগণের প্রস্থান ।]

বেগে আশালতার প্রবেশ।

আশালতা। সম্রাট ! কন্যার অভিবাদন গ্রহণ করুন।

আকবর। তুমি কেমন ক'রে এমন সময় এলে মা ?

আশালতা। যে মুহূর্ত্তে শুন্‌লাম—আমার স্বামী আপনার জরুরী আদেশ পেয়ে আমার সঙ্গে দেখা না ক'রেই রাজ-আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছেন, আমিও সেই মুহূর্ত্তে পলমাত্র বিলম্ব না ক'রে প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম। তারপর এসে যা শুন্‌লাম, তাতে বিস্মিত হ'য়ে গেলাম। বুঝ্‌লাম আমার স্বামীর প্রাণদণ্ড বাবা বিশ্বনাথের ইচ্ছা। এক্ষণে সম্রাট ! কন্যার একটা প্রার্থনা !

আকবর। বিচারে যে তোমার স্বামীর প্রাণদণ্ড হয়েছে মা ! কি ক'রে তোমার প্রার্থনা রক্ষা করি ? কন্যা ! আমায় ক্ষমা কর; ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘন কর্‌তে আমাকে অনুরোধ ক'রো না মা !

আশালতা। সম্রাটের কন্যা অত নীচ নয় যে, রাজ-আজ্ঞা প্রত্যাহার কর্‌বার প্রার্থনা কর্‌বে।

আকবর। তবে কি প্রার্থনা মা? বল—বল, আমি এই দণ্ডেই পূরণ কর্‌বো।

আশালতা। সম্রাট! আমরা হিন্দু; আমাদের বিশ্বাস, কাশীধামে জীব দেহত্যাগ কর্‌লে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়—অমরত্ব লাভ করে। আমার স্বামীর প্রাণদণ্ডই যখন স্থিরীকৃত হয়েছে, তখন সেই প্রাণদণ্ড কাশীধামে সংসাধিত হউক, আর আমাকে সেই মৃতদেহ সৎকারের অধিকার দেওয়া হউক। এই আমার প্রার্থনা সম্রাট!

আকবর। উত্তম; তাই হবে মা! আমি ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। খাঁ-বাবা! আপনি বন্দীর সঙ্গে কাশীধামে যাত্রা ক'রে সেইখানে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ক'রে দিন। আমার কন্যার এই প্রার্থনা যাতে বর্ণে বর্ণে প্রতিপালিত হয়, সেই দিকে পূর্ণ দৃষ্টি রাখ্‌বেন।

[প্রস্থান।

বৈরামখাঁ। এখন বুঝ্‌লে রাজপুত, বুঝ্‌তে পেরেছ—ছ'দিন আগে আর ছ'দিন পরে। চল—চল, সব চল।

[কিষণলালকে লইয়া প্রহরীর অগ্রে অগ্রে গমন, তৎপশ্চাৎ আশালতা ও বৈরামখাঁর প্রস্থান।]

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বাজার।

লাঠিহস্তে মধুসিংয়ের প্রবেশ।

মধুসিং। ওঃ, মানুষ এত নীচ হ'তে পারে, তা আমি কখনও ভাব্‌তে পারি নি। অর্থ, তুমিই ধন্য! ধন্য তোমার শক্তি! দিনকে রাত কর্‌তে পার, রাতকে দিন কর্‌তে পার; নইলে সুবেদার সাহেবের মত মহাপুরুষের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়!

প্রেমানন্দের প্রবেশ।

প্রেমানন্দ। বলি ও মধুসিং, মধুসিং হে! বলি কেমন আছ? আর তো আমাদের ও দিকে যাও না, কাজকর্ম্ম তো ছেড়ে দিলে। বলি ভাল আছ তো?

মধুসিং। তা আপনাদের কৃপায় এক রকম চ'লে যাচ্ছে।

প্রেমানন্দ। মঠের চাকরী তো ছেড়ে দিলে, চাক্‌রী-বাক্‌রী জোটাতে পেরেছো? নইলে পেট চল্‌ছে কি ক'রে হে?

মধুসিং। শৃগাল কুকুরের যখন পেট চলে, তখন আমার চল্‌বে না কেন ঠাকুর? মেয়েমানুষ চুরী কর্‌তে হবে, সতীর সতীত্বনাশের সহায়তা কর্‌তে হবে, মিথ্যা সাক্ষী দিতে হবে, মানুষকে ভূত বল্‌তে হবে, ভূতকে মানুষ বল্‌তে হবে,—এত ক'রে যদি পেট চালাতে হয়, মধুসিং তেমন পেট ফাঁসিয়ে দেয়। যাক্‌, ঠাকুর! কিছু মনে কর্‌বেন

না। বলি চালটা একটু বদ্‌লে ফেলুন না—ক্ষতি কি? কেবল অর্থ অর্থ ক'রে ম'লেন, একটু পরমার্থ চিন্তা করুন না!

প্রেমানন্দ। দেখ মধুসিং! অনেকবার তা চিন্তা করেছি। সে কালে একটা হিরণ্যকশিপু ছিল, তাই প্রহ্লাদ নিজেকে ভক্ত ব'লে ফুটিয়ে তুল্‌তে পেরেছিল। একালে ঘরে ঘরে হিরণ্যকশিপু; ভক্ত হয়েছে কি বিপদ বেধেছে। স্রোতে গা ভাসিয়ে না চল্‌তে পার্‌লেই হাবুডুবু নাকচোবানি খেতে হবে। এই দেখ না, তুমি দল ছেড়েছো, তোমার প্রাণটী নিয়ে টানাটানি। সত্যানন্দ ঠাকুর তোমার গুরুজীর ছেলেটীকে কৌশল ক'রে আট্‌কে রেখেছেন; যতক্ষণ তুমি ধরা না দিচ্ছ, ততক্ষণ তিনি তো ছেলে ছাড়্‌ছেন না।

মধুসিং। গুরুজী কি কর্‌ছেন?

প্রেমানন্দ। কি আর করবেন! স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে ঢেউ গুণ্‌ছেন।

সূর্য্যসিংয়ের প্রবেশ।

সূর্য্যসিংহ। প্রেমানন্দ ঠাকুর! এ দিকের ব্যাপারটা সব ঠিক্ করেছেন তো, না কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছেন?

প্রেমানন্দ। কাজে ঠিক আছি হে, কাজে ঠিক আছি। বলি তোমার গুরুজী কৈ?

সূর্য্যসিং। তিনি ঠিক্ সময়ে এসে পড়্‌বেন।

মধুসিং। ঠাকুর আজ আবার কার সর্ব্বনাশ কর্‌বেন ব'লে বেরিয়ে পড়েছেন। বিনা মৎলবে যে বাজারে বেরিয়েছেন, তা তো মনে হয় না।

সূর্য্যসিং। সে খোঁজে তোমার কি দরকার মধু? তুমি আমাদের

শত্রুপক্ষীয় লোক, আমাদের সঙ্গে তোমার কথা কইতে আসা উচিৎ হয় নি। যদি ভদ্রতা বোধ থাক্‌তো, এখান থেকে স'রে যেতে।

মধুসিং। বেশী বাড়াবাড়ি ক'রো না সূর্য্যসিং! তোমার মত আমার অত প্রাণের মায়া নেই। আমি তোমাদের সঙ্গে আগে কথা কই নি, তোমাদের ঐ প্রেমানন্দ ঠাকুরই প্রথমে কথা কয়েছেন। মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে যারা উদর পূর্ণ করে, মেয়েমানুষ জুটিয়ে দিয়ে যারা মনিবের মনস্তুষ্টি করে, সেই মহাপাপীর দল ভদ্রতা শিক্ষা দিতে এসেছে আমাকে? ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ সূর্য্যসিং! তোর মুখ দেখ্‌লে পাপ হয়।

সূর্য্যসিং। তবে রে উন্মাদ! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! [লাঠি তুলিয়া যুদ্ধ করিতে উদ্যত]

মধুসিং। দেখিস্—পালিয়ে গিয়ে যেন পেছুন থেকে অস্ত্র মারিস্ নে। আয় একবার দেখি! [যুদ্ধ করিতে উদ্যত]

বেগে ভগীরথসিংয়ের প্রবেশ।

ভগীরথসিং। ছিঃ-ছিঃ, বাজারের মাঝে কর কি—কর কি? রাস্তা ছেড়ে দাও—রাস্তা ছেড়ে দাও, মহাপ্রভু তুলসী গোঁসাই আস্‌ছেন।

ভিক্ষাপাত্রহস্তে তুলসীদাস, গঙ্গারাম ও অন্যান্য ভক্তগণের প্রবেশ।

প্রেমানন্দ। প্রভু! প্রণাম চরণে।

সূর্য্যসিং। প্রভু! প্রাতঃপ্রণাম।

মধুসিং। [নতজানু হইয়া] প্রভু! দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন।

ভগীরথসিং। ভগবানের চরণে কোটী কোটি প্রণাম।

তুলসীদাস। নারায়ণ তোমাদের মঙ্গল করুন, নারায়ণ তোমাদের

আনন্দে রাখুন। বৎস গঙ্গারাম! তোমরা আশ্রমে ফিরে যাও। আমি অযাচিতভাবে এক মুষ্টি তণ্ডুল ভিক্ষা ক'রে এখনি আশ্রমে ফির্‌ছি।

গঙ্গারাম। গুরুজী! আপনার বড় কষ্ট হবে; আমাকে আদেশ করুন, আমি ভিক্ষা ক'রে নিয়ে গিয়ে আপনাকে নিবেদন কর্‌বো।

তুলসীদাস। কিসের কষ্ট গঙ্গারাম? যে কষ্ট ক'রে এক মুষ্টি শস্য উৎপন্ন করেছে, তার চেয়ে কি বেশী কষ্ট এক মুষ্টি ভিক্ষা করা? তা নয় বৎস! আর কষ্ট, সে তো মনোবৃত্তির একটা ধর্ম্ম।

বেগে মোহিনীর প্রবেশ।

মোহিনী। প্রাণেশ্বর! তোমার এই কাজ? আমি কত দিন থেকে তোমাকে খুঁজে খুঁজে সারা হ'য়ে গেলাম; শুন্‌লাম কাশীতে এসে পরমহংস হয়েছ, তাই ছুটে দেখ্‌তে এলাম। বলি ঠাকুর! আমাকে যখন কুলের বার করেছিলে, তখন কি বলেছিলে? এখন সব ভুলে গেছ? বলি চিন্‌তে পার্‌বে তো?

তুলসীদাস। গঙ্গারাম! কে এ রমণী? উন্মাদিনী নয় তো?

মোহিনী। হাঃ-হাঃ-হাঃ, উন্মাদিনী ব'লে না চাপ্‌লে চল্‌বে কেন? ভক্তের মাঝে ভণ্ডামী প্রকাশ হ'য়ে গেলে পসার নষ্ট হ'য়ে যাবে যে!

গঙ্গারাম। সাবধান রমণী! কাকে কি বল্‌ছিস জানিস্? ফের যদি ও কথা বল্‌বি, নাথিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেবো।

তুলসীদাস। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, গঙ্গারাম! কর্‌লে কি? ক্রোধ প্রকাশ ক'রে যোগমার্গ থেকে অনেক দূর পেছিয়ে পড়্‌লে। স্থির হও—স্থির হও গঙ্গারাম! বল্‌তে দাও—শুন্‌তে দাও—বুঝ্‌তে দাও—ভাব্‌তে দাও। রমণী! আমার অবোধ শিষ্যের কথায় দুঃখিত হ'য়ো না; আমি চিন্তা ক'রে দেখি, তুমি যা বল্‌ছো, জীবনে তেমন ঘটনা ঘটেছে কি না?

মোহিনী। বেশ—বেশ, একসঙ্গে কত দিন ঘর কর্‌লেন, এখন উনি চিন্তা ক'রে দেখ্‌বেন চিন্‌তে পারেন কি না! ওগো ভদ্র-লোকেরা, আপনারাই একটা বিচার ক'রে দিন না! আমি যে তিন দিন কিছু খেতে পাই নি।

সূর্য্যসিং। গোঁসাই ঠাকুর! ভেবে কি কর্‌বেন? যা হ'য়ে গেছে, তার তো আর হাত নেই। এখন ওকে একটু স্থানও দিতে হবে, দুটো খেতেও দিতে হবে। কি বলেন প্রেমানন্দ ঠাকুর!

প্রেমানন্দ। তা তো বটেই; এ আর অন্যায় কথা কি বলেছ! রক্ষিতা স্ত্রীলোক হঠাৎ অরক্ষিতা হ'লে চল্‌বে কেন?

তুলসীদাস। রমণী! আমি বেশ চিন্তা ক'বে দেখ্‌লাম, তুমি আমার জননী। কেন মা, এ অধম সন্তানের সঙ্গে ছলনা কর্‌ছো? আমি তো তোমার চরণে কখনও অপরাধ করি নি!

মোহিনী। ছিঃ-ছিঃ, কি বল্‌ছো ঠাকুর? এক তো পাপ করেছ, আবার সেই পাপ ঢাক্‌বার জন্য মহাপাপের সৃষ্টি কর্‌ছো। তা তুমি যাই বল, আমি কিন্তু তোমাকে কিছুতেই ছাড়্‌ছি না।

তুলসীদাস। ভগবান্, এ আমায় আজ কি বিড়ম্বনায় ফেল্লে! জননী! আমি তো তোমায় ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখি নি, তবে কেন আমায় লাঞ্ছনা কর্‌ছো? দয়া ক'রে আমার সঙ্গ ছাড়, অন্য কোথাও গমন কর।

সূর্য্যসিং। এতক্ষণ আমরা কিছু বলি নি ঠাকুর! এ তোমার বড় অন্যায় কথা। ওর জাত-কুল খেয়ে ঘরের বার করেছ, ও এখন যাবে কোথায়?

মধুসিং। ওঃ—কি ভীষণ ষড়যন্ত্র! সূর্য্যসিং! মনে করেছিলাম তোর সঙ্গে বাক্যালাপ কর্‌বো না, কিন্তু ধৈর্য্যেরও একটা সীমা আছে।

ছিঃ-ছিঃ, একজন সাধু ব্যক্তিকে এইভাবে লাঞ্ছিত করতে তোদের বিবেকে একটু বাধ্‌লো না? বজ্র! তুমি আর লুকিয়ে থেকো না,—মহাপাপীর মাথায় আছ্‌ড়ে পড়! ভূমিকম্প! তুমি এই অবসরে মহাপাপীদের গ্রাস ক'রে ফেল।

সূর্য্যসিং। মধুসিং! একটু সাবধান হ'য়ে বাক্য উচ্চারণ কর, নইলে আজ এখানে রক্তারক্তি হ'য়ে যাবে। একটা স্ত্রীলোক তিন দিন খেতে পাই নি,—এতখানি অবিচার যে ভণ্ড সন্ন্যাসী করতে পারে, আর যে উন্মাদ সেই ভণ্ডের পক্ষসমর্থন করে, আমি তার প্রাণবধ করতেও কুণ্ঠাবোধ করি না।

ভগীরথ। মধুসিং! বৃথা ক্রোধ ক'রো না। গোঁসাই ঠাকুর প্রকৃত দোষী কি না, সে সূক্ষ্ম বিচার একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কেউ করতে পারবে না। তবে বর্ত্তমান অবস্থা দেখে মনে হয়, ইনি নিশ্চয়ই রমণীর প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন, নতুবা একটা স্ত্রীলোক লজ্জার মাথা খেয়ে প্রকাশ্য বাজারের মাঝে দাঁড়িয়ে এমনভাবে মিথ্যা কথা বলতে পারে না।

~~গঙ্গারাম। খুব সত্য, কিন্তু তার মধ্যে যদি ষড়যন্ত্র থাকে?~~

~~মধুসিং। আর সেই ষড়যন্ত্রের মধ্যে যদি প্রচুর অর্থ থাকে?~~

~~গঙ্গারাম। আর তার সঙ্গে যদি বাজারে বেশ্যা যোগ দেয়?~~

~~ভগীরথসিং। এ তোমাদের অনুমান মাত্র; যখন প্রত্যক্ষ কিছুই জান না, তখন অনুমানের উপর পূর্ণ নির্ভর করা কোন ভদ্রলোকের উচিৎ নয়।~~

তুলসীদাস। ভগবান্! আর যে শুনতে পারি না, ধৈর্য্যের বাঁধ যে ভেঙ্গে যায়। তোমার শ্রেষ্ঠ দান চরিত্রবল, তাও সাধারণের চক্ষে মলিন ক'রে তুলছো? এ কি করলে প্রভু! আর তো কেউ আমাকে

বিশ্বাস করবে না—আর তো কেউ লম্পটের মুখে তোমার পবিত্র রাম-নাম শুনবে না। নিরাশ্রয়ের আশ্রয়! উপায় দেখিয়ে দাও প্রভু! হৃদয়-তরী যে দুল্‌ছে, এখনি হয় তো অকূলে ডুবে যাবে। দয়া কর দয়াময়!

গীতকণ্ঠে রামদাস বাবাজীর প্রবেশ।

রামদাস বাবাজী।—

গীত।

রামনামে হৃদয়-তরী ভাসাও ধীরে ধীরে।
বিবেক-হাল জ্ঞানের দড়ি, প্রেমের পাল দাও যু'ড়ে॥
তোকে যেতে হবে পরপারে, শত লক্ষ বাধা তুচ্ছ ক'রে,
যেন পথের মাঝে পাস্‌নে ভয়, পেছুন দিকে চাস্‌ নে ফিরে॥
মায়াজলে মোহের তুফান, কতই আছে গুপ্ত পাষাণ,
নজর রেখে সাম্‌লে চলিস্‌, নইলে চোরাঘায়ে যাবে চিরে॥
ত্যাগের আলো জ্বেলে নে না, দেখ্‌তে পাবি সব সীমানা,
[illegible]লে ভয় করিস্‌ না, তোর পথের আঁধার যাবে দূরে॥

[প্রস্থান।

তুলসীদাস। বাবাজী! আজ দিগ্‌ভ্রান্ত পথিককে পথ দেখিয়ে বড় উপকার কর্‌লে। বুঝ্‌তে পেরেছি—ত্যাগের আলোক জ্বেলে নেবো, তা হ'লেই পথ দেখ্‌তে পাবো। [মোহিনীর প্রতি] জননী! তুমি আমার সঙ্গ নিয়েছ, তোমায় আমি ত্যাগ কর্‌বো না। তিন দিন অনাহারে আছ, আমার তো কোন সঙ্গতি নাই; এই ভিক্ষাপাত্র মাত্র সম্বল, দয়া ক'রে এইটী গ্রহণ কর—[গণিকাকে ভিক্ষাপাত্র দান] বিক্রয় ক'রে আজকের মত ক্ষুন্নিবৃত্তি কর। তারপর বড় উপকার কর্‌লে মা! করতল ভিক্ষা, তরুতল বাস! এস মা, আমার সঙ্গ ছেড়ো না,—আমি

তোমায় কোন কষ্ট দেবো না। করতলে ভিক্ষা ক'রে যা পাবো, তরুতলে ব'সে তোমায় আগে নিবেদন ক'রে দিয়ে তোমার চরণতলে ব'সে আমি প্রসাদ পাবো।

মোহিনী। বাবা! তুমি এত বড়, আমি তা চিন্‌তে পারি নি— [পদতলে পতন] অর্থলোভে আমি এই মহাপাপের অনুষ্ঠান করেছি— আমায় ক্ষমা কর বাবা! আমি পতিতা—পদদলিতা, চরণে স্থান দাও বাবা! তোমার প্রদত্ত ভিক্ষাপাত্রে ভিক্ষা ক'রে খাবো, আর সে পাপ-গৃহে ফিরে যাবো না। তোমার মহত্ত্বের আলোকে পথ দেখ্‌তে পেয়েছি। ভগীরথসিং! এই নাও তোমাদের প্রদত্ত অর্থ, সূর্য্যসিং! এই নাও তোমার স্বর্ণ বলয়, প্রেমানন্দঠাকুর! এই নাও তোমার প্রদত্ত কণ্ঠহার। আঃ—আজ আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম। বাবা! এইবার আমি পথ দেখ্‌তে পেয়েছি। হাঃ—হাঃ—হাঃ!

[বেগে প্রস্থান।

মধুসিং। ভগবান্! তুমিই ধন্য—তুমিই ধন্য। গোঁসাই ঠাকুর! দয়া ক'রে আজ আমাকে ঐ চরণে স্থান দিতে হবে। বলুন, দেবেন কি না? নইলে এই লাঠির আঘাতে নিজের মাথা ফাটিয়ে আপনার চোখের সাম্‌নে আত্মহত্যা কর্‌বো। বলুন, চরণে স্থান দেবেন কি না বলুন? [লাঠির আঘাতে নিজের মাথা ভাঙ্গিতে উদ্যত]

গঙ্গারাম। কর কি ভাই—কর কি ভাই! গুরুজী নিশ্চয়ই চরণে স্থান দেবেন।

তুলসীদাস। স্থির হও মধুসিং! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।

মধুসিং। [ভগীরথের প্রতি] গুরুজী, তবে বিদায় দিন! এই লাঠিগাছটা হাতে দিয়ে খেলা শিখিয়েছিলেন, খেলা ফুরিয়ে গেল— দয়া ক'রে ফিরিয়ে নিন্। [লাঠিগাছটি ভগীরথসিংয়ের চরণে নিক্ষেপ]

তুলসীদাস। চল গঙ্গারাম, বড় বিলম্ব হ'য়ে যাচ্ছে।

গঙ্গারাম। চলুন প্রভু! এস মধুসিং!

[গঙ্গারাম, তুলসীদাস ও মধুসিংয়ের প্রস্থান।

প্রেমানন্দ। দেখ্‌ছি এই তুলসী গোঁসাইটা ভেল্কি জানে। এখন চল, হোতা মুখ ভোঁতা ক'রে ঘরের ছেলে ঘরে চল। বাবা, শাস্ত্রে বলেছে—"বিশ্বাসঃ নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষুচ।"

ভগীরথ। তা যাই বল, মোহিনী কিন্তু পাগল হ'য়ে গেল। ~~ঐ যে আবার আসছে~~। হায়—হায়—হায়, একেবারে পাগল হ'য়ে গেছে।

গীতকণ্ঠে মোহিনীর প্রবেশ।

মোহিনী।—

গীত।

আমি পাগল হয়েছি কি সাধে।
আমার যত্নে পরা পায়ের বেড়ী, আজ পথে প'ড়ে কাঁদে॥
আমায় ভালবাস্‌তো যারা, আমার প্রেমে মাতোয়ারা,
আজ হ'লো তারা দিশেহারা, আহা পড়্‌লো ভীষণ ফাঁদে॥
থাক্‌লো প'ড়ে সোনা দানা, শুন্‌লাম নাকো কারো মানা,
পায় না দানা ময়না সোনা, তারা কাঁদছে কত ছাঁদে॥
ছিলাম আমি ঘুমের ঘোরে, বদ্ধ হ'য়ে এক স্বপ্নডোরে,
সে মায়ার বাঁধন গেল ছিঁড়ে, এবার দেখ্‌বো কালাচাঁদে॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বনপথ।

মোহনচাঁদের প্রবেশ।

মোহনচাঁদ। কত ফুল ফুটেছে, কত ঝ'রে যাচ্ছে,—কত ঢেউ উঠ্‌ছে, কত মিশিয়ে যাচ্ছে। কত ভাব আস্‌ছে, কত বিলীন হ'চ্ছে,—কত হারাচ্ছে, আবার কত পাওয়া যাচ্ছে,—প্রতিদিন বিশ্বমাঝে এইরূপ কতই পরিবর্ত্তন ঘট্‌ছে। কিন্তু আমাদের পরিবর্ত্তন কৈ হ'লো? সেই সেদিনও তুলসীকে খুঁজ্‌ছিলাম—আজও খুঁজ্‌ছি; খুড়ীমা সেদিনও কাঁদ-ছিলেন, আজকেও কাঁদ্‌ছেন। কোন পরিবর্ত্তন নাই—সেই এক ভাব। আর যে পারি নে,—তুলসীর অভাবে মোহনচাঁদ যে শুকিয়ে যাচ্ছে। প্রভু! দয়াময়! তোমার নাম স্মরণ ক'রে বেরিয়েছি, আমি মূর্খ ব'লে কি আমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে না? তুমি কি বিদ্বানের বন্ধু, মূর্খের কেউ নও প্রভু? [বদনে করাচ্ছাদন পূর্ব্বক রোদন]

ধনুর্ব্বাণহস্তে মনুয়ার প্রবেশ।

মনুয়া। [মোহনের বদন হইতে হস্ত অপসারণ করিয়া] ছিঃ মোহন, কাঁদ্‌ছো?

মোহনচাঁদ। কে—কে মনুয়া? কোথায় ছিলি ভাই, এতদিন দেখা দিস্ নি কেন?

মনুয়া। তেমন প্রয়োজন হয় নি। একলা মানুষ, অনেক কাজ

করতে হয়; যে দিকে বিশেষ দরকার পড়ে, সেই দিকেই ছুটে আসতে হয়। তা যাক্ ও সব বাজে কথা, এখন বল দেখি মোহন! কাঁদছিলে কেন?

মোহনচাঁদ। দেখ মন্নুয়া, তুমি বালকই হও আর চাঁড়ালের ছেলেই হও, তোমার কার্য্যকলাপ দেখে আমার মনে হয়, তুমি পদ্মযোনী স্বয়ং ভগবান। ভগবান! যদি দেখা দিয়েছ, তবে মূর্খকে ব'লে দাও— তুলসীকে সংসারী করবো ব'লে, বৌদিদির সঙ্গে মিলন ঘটাবো ব'লে তোমার সেই বিপদবারণ প্রাণারাম রামনাম উচ্চারণ ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছি, আমার সে আশা পূর্ণ হবে কি না?

মন্নুয়া। দেখ মোহন! আমি চাঁড়ালের ছেলে. আমাকে ভগবান টগবান ব'লে আমার অকল্যাণ ক'রো না। দেখ্ছি যাও দু'বৎসর বাঁচতাম, তোমার পাল্লায় প'ড়ে তাও আর হয় না।

মোহনচাঁদ। প্রভু! ছলনাময়! তথাপি এ দীনের সঙ্গে ছলনা ছাড়্বে না?

মন্নুয়া। তবে চল্লাম, অত বাড়াবাড়ি করলে এখানে ~~আমি~~ আমি দাঁড়াতে পারবো না। তুমি হ'লে বর্ণের গুরু ব্রাহ্মণ, আর আমি হ'লাম ছোটলোক চাঁড়াল,—আমাকে কি না প্রভু বল্বে, দয়াময় বল্বে! তুমি কি আমাকে বাঁচতে দেবে না? দেখ্ছি তুমি কেবল মূর্খ নও,—তুমি পাগল। আমি পাগলের সঙ্গে সময় নষ্ট করতে পারি না—আমি চল্লাম। [প্রস্থানোদ্যত]

মোহনচাঁদ। না—না মন্নুয়া, তুমি চ'লে যেও না। আমি আর তোমাকে ভগবান ব'লে সম্বোধন করবো না; আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। সত্যই তো তুই বেটা কর্ম্মের দোষে চাঁড়ালের ঘরে জন্মেছিস্, তোকে চাঁড়াল ব'লে না ডাক্লে তোর কর্ম্মক্ষয় হবে কেন?

মনুয়া। মোহন! এইবার তোমার পাগলামী ছুটেছে। এখন বল, আমাকে কি করতে হবে?

মোহনচাঁদ। ভাই! ব'লে দিতে পার, কোন্ পথে কোন্ দিকে গেলে আমার সখার দেখা পাই?

মনুয়া। বড় শক্ত কথা; তোমার সখা তো ম'রে গেছে।

মোহনচাঁদ। মনুয়া—মনুয়া, তুই কি বল্‌লি! সখা আমার বেচে নাই? হায়—হায়, সখা ব'লে তাকে আর ডাকতে পাবো না? ভগবান! তোমার মনে এই ছিল? মনুয়া! কোথায় আমার সখা মারা পড়েছে ভাই?

মনুয়া। কাশীধামে অভিরাম গোস্বামীর আশ্রমে লতাকুঞ্জবেষ্টিত এক পবিত্র বেদীতে রামনাম-মন্দাকিনীর পবিত্র ধারায় তার মায়া-ময় দেহটা বিসর্জ্জন করেছে। তোমার সখা ম'রে গিয়ে এখন বিশ্বসখা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। পত্নীপ্রেমাসক্ত তুলসী ম'রে গিয়ে এখন বিশ্বপ্রেমিক পরমহংস হয়েছে। এখন সে বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ,—যাকে যা বল্‌ছে, তার তাই ফ'লে যাচ্ছে। যদি দেখ্‌তে চাও, সিদে কাশীধামে চ'লে যাও,—দেখ্‌বে সে পবিত্র বেদীতে ব'সে রামায়ণ রচনা করছে।

[প্রস্থান।

মোহনচাঁদ। মনুয়া যা ব'লে গেল, তাই যদি হ'য়ে থাকে, তবে আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবার আর কোন আশা নাই। তবে কি রাম-নামের মাহাত্ম্য তুলসীর বেলায় ফল্‌লো, আর আমার বেলায় ফল্‌বে না? না—না, এ আমার বিশ্বাস হয় না; আমি একবার শেষ চেষ্টা দেখ্‌বো।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পার্ব্বত্য পথ।

গীতকণ্ঠে ব্যাধ ও ব্যাধপত্নীর প্রবেশ।

গীত।

ব্যাধ।— জীবহিংসা কাম মেরা নেহি লাগে ভালা।
ব্যাধপত্নী।— তীরকামটা ছোড়িয়ে দিয়ে হিঁয়াসে পালা॥
ব্যাধ।— জীবনাশে নেহি সুখ, বাড়ে দুখ, বাড়ে বড় জ্বালা।
ব্যাধপত্নী।— তু সাধুলোক হ'তে চাস্, হাম্ কোথা যাবে শালা॥
ব্যাধ।— হাম ঠিক কর্‌বে, হাম্ নেহি ছোড়্‌বে ভবপারের ভেলা।
ব্যাধপত্নী।— চুপ রহ, ধরমজ্ঞান কাঁহা ছিল সাদি করার বেলা॥

ব্যাধ। তু যাই বলিস্ সর্দ্দারণী, হাম্ কিন্তু এ সব পাপ কাম ছোড় দেবে—সংসার ছাড়িয়ে চলিয়ে যাবে। হাম্ সম্‌জেছে, সেই পাগলা তুলসী ঠাকুরকা বাত ঠিক বাত হ্যায়।

ব্যাধপত্নী। আরে দেখ্—দেখ্, কে একঠো আস্‌ছে! আগাড়ি ও লোককো পুছ কর্, ও যদি তুকে সংসার ছোড়্‌তে, আমাকে দরিয়ায় ভাসিয়ে দিতে মৎলব দেয়, তু চলিয়ে যাস্, হাম্ বাধা দেবে না।

ব্যাধ। নেহি—নেহি, হাম্ কুছ নেহি শোনে গা; পরাণ ছুটিয়েছে, হাম্ কাশী চলিয়ে যাবে।

[বেগে প্রস্থান।

প্রেমানন্দের প্রবেশ

প্রেমানন্দ। হিল্লী দিল্লী সবই দেখ্‌লাম, পৃথিবীতে এমন কোন দুষ্কর কার্য্য নেই, যা আমি করি নাই। কিন্তু পেয়েছি কি? রাশি রাশি অর্থ; ফল হয়েছে কি? আকাশভরা অশান্তি। না—এ ব্যবসা ছেড়ে দেবো। হঠাৎ কোন্ দিন শিঙে হাতড়াতে হবে, তখন ভোগ কর্‌বে কে বাবা? এই সব ভেবে চিন্তে ভোর রাত্রে ঠাকুরের আশ্রম ত্যাগ ক'রে চ'লে এসেছি। আর যাচ্ছি নে বাবা। কিষণলালও মানুষ—তুলসীদাসও মানুষ, মধুসিংও মানুষ—আর আমরাও মানুষ, কিন্তু মানুষে মানুষে এত তফাৎ হয়, তা তো আমার ধারণা ছিল না। ওকি! কে একটা লোক এ দিকে আস্‌ছে নয়? বোধ হয় পাগল হবে।

মোহনচাঁদের প্রবেশ।

মোহনচাঁদ। না, আর পারি না; সাত দিন অনাহারে পথ চল্‌ছি—শরীর অবশ হ'য়ে এসেছে, পা দু'খানা আর উঠ্‌ছে না। কি করি, কোথায় যাই, কার আশ্রয় নিই? কেমন ক'রে কাশীধামে গিয়ে তুলসীর সঙ্গে দেখা করি? হ'লো না, আমার সঙ্কল্প সফল হ'লো না। প্রভু রামচন্দ্র! জানি না, তোমার চরণে আমি কত অপরাধী? উঃ, আর পারি না, এইখানে একটু বসি। [উপবেশন]

প্রেমানন্দ। তুমি কে হে বাপু, আস্‌তে আস্‌তে হঠাৎ ব'সে পড়্‌লে, তোমার পেট কাম্‌ড়াচ্ছে না কি? তোমার মৎলব কি?

মোহনচাঁদ। বাবা! আমি পথিক; কাশীধামে যাত্রা কর্‌বো ব'লে বেরিয়েছি। হাতে একটী পয়সা নেই; আজ সাত দিন অনাহারে বড় কষ্ট পাচ্ছি। বড় কাতর হ'য়ে পড়েছি, উঠ্‌তে পাচ্ছি নে।

প্রেমানন্দ। বাড়ী থেকে পয়সা-কড়ি নিয়ে বেরুতে হয়। দেখ্‌ছি, তুমি একটা প্রকাণ্ড আহাম্মুক।

মোহনচাঁদ। পয়সা কোথায় পাবো বাবা? আমি বড় গরীব। ব্রাহ্মণের ছেলে, ভিক্ষা চাইলে ভিক্ষা দেয় না,—বলে—অত বড় দেহটা রয়েছে, খেটে খাও না!

প্রেমানন্দ। তা বিবাহ কর নাই কেন বাবা? তা হ'লে তো হঠাৎ অনেকটা নির্ভাবনা হ'তে পার্‌তে।

মোহনচাঁদ। কেন বাবা উপহাস কর্‌ছেন? নিজে খেতে পাই নে, এর উপর বিবাহ কর্‌লে তার পেট কে চালাবে?

প্রেমানন্দ। একটু বুদ্ধি খরচ ক'রে বিবাহ কর্‌লে হঠাৎ কোন ভাবনাই থাকে না। মৃতমত শ্বশুরের মেয়ে দেখে বিবাহ কর্‌তে হয়; হঠাৎ যখন যা চাইবে, তখন তাই পাবে। মধ্যে মধ্যে স্ত্রীকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে আস্‌বে। শ্বশুরবাড়ীর দ্রব্যগুলি ফুরিয়ে গেলেই হঠাৎ একটা ছুতো-ন্যাতা ক'রে পাঠিয়ে দেবে। তা চোৎ মাসই হোক্ আর পোষ মাসই হোক্, আর ভাদ্র মাসই হোক্, তাতে কিছু যায় আসে না। তা যাক্, বিবাহ যখন কর নি, তখন সে যুত ফস্‌কে গেছে। এখন চাক্‌রী কর্‌বে?

মোহনচাঁদ। বাবা, প্রাণ কণ্ঠাগত হ'য়ে এসেছে, এখন দয়া ক'রে কিছু খেতে দিন, তারপর আপনি যা বল্‌বেন, তাই কর্‌বো।

প্রেমানন্দ। তা কিছু খেতে দিচ্ছি বাপু, কিন্তু তার পূর্ব্বে তোমাকে একটা অঙ্গীকার কর্‌তে হবে।

মোহনচাঁদ। কি অঙ্গীকার আগে শুনি?

প্রেমানন্দ। জীবনে যতদিন চাক্‌রী কর্‌বে, আর কোথাও যেতে পাবে না, আমার কাছে বিনা বেতনে থাক্‌তে হবে। আর আমি যখন

যা আদেশ কর্‌বো, ন্যায়ই হোক্ আর অন্যায়ই হোক্, বিনা বিচারে প্রতি-পালন কর্‌তে হবে।

মোহনচাঁদ। তা পার্‌বো না। তুচ্ছ প্রাণ চ'লে যাক্, পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা অনন্তে বিলীন হ'য়ে যাক্, তথাপি বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হ'য়ে বিনা বিচারে আপনার আদেশ প্রতিপালনের প্রতিশ্রুতি দিতে পার্‌বো না।

প্রেমানন্দ। উত্তম, তবে পথের ধারে প'ড়ে প'ড়ে পাথর কামড়াও। [স্বগত] দেখ্‌ছি, লোকটার ভিতর একটু মনুষ্যত্ব আছে। কি করি—মরুগ্‌গে যাক্, কিছু খেতে দিই। আচ্ছা একটু দেখি, যদি বিনা বেতনে একটা লোক পাওয়া যায়। ছাড়ি কেন ? [প্রকাশ্যে] এখনও ভেবে চিন্তে উত্তর দাও,—এইবার আমি চল্‌লাম।

মোহনচাঁদ। [স্বগত] প্রভু, এই কি তোমার ইচ্ছা ? না—ক্ষণ-ভঙ্গুর জীবন বাঁচাবার জন্য এরূপ জঘন্য প্রস্তাবে স্বীকৃত হওয়া মানুষের পক্ষে উচিৎ নয়। একি ! একি ! দয়াময়, একি তোমার লীলা ! তুমি যে আমার হৃদ্‌পদ্মে ব'সে করসঙ্কেতে ব'লে দিচ্ছ, মোহন ! এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হ'য়ে জীবন বাঁচাও, অদূর ভবিষ্যতে তোমার পথ অতি উজ্জ্বল—অতি জ্যোতির্ম্ময় ! তাই হবে প্রভু, তাই হবে ; নিজের অস্তিত্ব মুছে ফেলে তোমারই প্রদর্শিত ঘটনাস্রোতে গা ভাসিয়ে মোহন চ'লে যাবে। [প্রকাশ্যে] মহাশয় ! চ'লে যাবেন না ; আপনার প্রস্তাবে আমি স্বীকৃত আছি ; দয়া ক'রে কিছু খেতে দিন।

প্রেমানন্দ। বেশ, তুমি তোমার যজ্ঞোপবীত স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা কর, যত দিন চাকুরী করবে, আমার আদেশ অমান্য কর্‌বে না। আমি এখনি তোমাকে উত্তম খাদ্য দিচ্ছি।

মোহনচাঁদ। মহাশয় ! আর বিলম্ব কর্‌বেন না, দয়া ক'রে কিছু

খেতে দিন। আমি এই প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, যতদিন চাকরী কর্‌বো, বিনা বিচারে আপনার আদেশ প্রতিপালন কর্‌বো।

প্রেমানন্দ। এই নাও, এগুলি উত্তম ফল, আহার কর্‌লেই শরীরে বল সঞ্চার হবে। [ফল প্রদান]

মোহনচাঁদ। দিন—দিন, আরও দু' একটা দিন। [ফল গ্রহণ ও অতি ব্যস্তভাবে ভক্ষণ] আঃ—বাঁচলাম মহাশয়! ভগবান যেন আপনার মঙ্গল করেন।

প্রেমানন্দ। ওহে বাপু, তোমার নামটা জিজ্ঞাসা করা হয় নি তো!

মোহনচাঁদ। আজ্ঞে আমার নাম—আমার নাম মোহনচাঁদ শর্ম্মা।

প্রেমানন্দ। বেশ—এখন চল,—আমি হঠাৎ কাশীধাম থেকে আস্‌ছি, আমার সঙ্গে আমার দেশে চল।

মোহনচাঁদ। চলুন,—যেখানে নিয়ে যাবেন, সেইখানে যেতেই বাধ্য। [উভয়ে প্রস্থানোদ্যত]

প্রেমানন্দ। মোহন! কে দুটো লোক এদিকে আসছে, লুকিয়ে পড়—লুকিয়ে পড়।

মোহনচাঁদ। কেন মশায়? আমরা তো চোর নই যে লুকিয়ে পড়্‌বো।

প্রেমানন্দ। আঃ—আমার আদেশ অমান্য ক'রো না, লুকিয়ে পড়—লুকিয়ে পড়। [উভয়ের লুক্কাইতভাবে অবস্থান]

ছদ্মবেশী সত্যানন্দ ও সূর্য্যসিংহের প্রবেশ।

সত্যানন্দ। সূর্য্যসিং! দূর থেকে লক্ষ্য করেছি, কে যেন একটা লোক এইখানে লুকিয়ে পড়্‌লো; খুব সম্ভব প্রেমানন্দ। আমরা সংবাদ পেয়েই পেছু পেছু চ'লে এসেছি। তুমি একটু সন্ধান কর তো!

সূর্য্যসিং। যে লোকই হোক্, আমি এখনই জঙ্গল ঢুঁড়ে বার ক'রে দিচ্ছি। [অনুসন্ধানে রত]

সত্যানন্দ। প্রেমানন্দকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে না পার্‌লে আমার সমূহ বিপদ। ইন্দুমতীর গুপ্তকাহিনী প্রেমানন্দ যদি প্রকাশ ক'রে দেয়, তা হ'লে আমার দাঁড়াবার স্থান থাক্‌বে না। হয় তাকে আমার স্ববশে আন্‌তে হবে, আর না হয় তাকে টীপে মেরে ফেল্‌তে হবে। তারপর ভগীরথসিং, তোমার জন্য তত চিন্তা নাই; যতক্ষণ তোমার ছেলেকে আট্‌কে রাখ্‌বো, ততক্ষণ তুমি আমার হাতের মুঠোর ভেতর। তারপর মধুসিং, তুমি আমার ঘোর বিরোধী; বাজারের মাঝে তুমি আমায় অপদস্থ ক'রে দিয়েছ, উত্তম—তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য।

সূর্য্যসিং। মহারাজ! মিলেছে—মিলেছে, এইখানে আপনার প্রেমানন্দ ঠাকুর নয়ন মুদ্রিত ক'রে ব'সে আছে। [প্রেমানন্দকে লইয়া সত্যানন্দ সমীপে উপস্থিত হইল]

সত্যানন্দ। প্রেমানন্দ, আমি তোমাকে বড় ভালবাস্‌তেম। এই তার পরিণাম—এই তার কৃতজ্ঞতা?

প্রেমানন্দ। ঠাকুর! আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন। আমি আর ও পাপ পথে থাক্‌বো না।

সত্যানন্দ। কিসের পাপ প্রেমানন্দ? ভোগের জন্যই পৃথিবীতে এসেছি; পাপ-পুণ্য দুর্ব্বলমস্তিষ্ক কবির কল্পনা। যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি ইহসংসারের সাধনা, আর ওগুলো ঐশ্বর্য্যের উপরই নির্ভর কর্‌ছে।

প্রেমানন্দ। না ঠাকুর! যুক্তিবলে পাপ-পুণ্য উড়িয়ে দিতে পারেন, কিন্তু মনের কাছে ফাঁকি চলে না।

সত্যানন্দ। ছিঃ প্রেমানন্দ, তুমি এত দুর্ব্বল! পাপ-পুণ্যের অলীক কল্পনা নিয়ে কেন যন্ত্রণা পাচ্ছ? চিন্তা ক'রে দেখ, তুমি যদি ধনবান

হও, সঙ্গে সঙ্গে ধার্ম্মিক হবে—যশস্বী হবে—সবই হবে এবং এমন কি মূর্খ হ'লেও লোকে তোমাকে বিদ্বান বুদ্ধিমান বল্‌বে; আর যদি দরিদ্র হও, তুমি মহাপণ্ডিত হ'লেও মহামূর্খের মত অবজ্ঞাত হ'য়ে থাক্‌বে। দেশে চুরী হ'লে সব চেয়ে যে গরীব, আগে তাকেই ধর্‌বে, চুরী না কর্‌লেও সেই চোর ব'লে প্রতিপন্ন হবে। তা হ'লে ভেবে দেখ, পাপ-পুণ্য কিছুই নয়; অর্থই মূলাধার, অর্থই সংসারের পরম বন্ধু। প্রেমানন্দ! তুমি ফিরে চল; আমি শপথ কর্‌ছি, চণ্ডেশ্বরের গদীতে তোমাকে বসিয়ে তোমাকেই ভবিষ্যতে উত্তরাধিকারী কর্‌বো। এ সুযোগ ত্যাগ ক'রো না প্রেমানন্দ, এ সুযোগ ত্যাগ ক'রো না।

প্রেমানন্দ। তাই তো ঠাকুর, হঠাৎ বড় চিন্তায় ফেল্লেন দেখ্‌ছি।

সত্যানন্দ। দেখ প্রেমানন্দ! কত পরিশ্রম ক'রে কত কৌশল ক'রে আমাদের শত্রু নষ্ট করেছি, চণ্ডেশ্বরের গদী এখন নিরাপদ। কাল প্রাতঃকালে কিষণলালের প্রাণদণ্ড হবে। বৈরামখাঁ আমার সহায় আছে, ভয় কি? এক চিন্তা তুলসীদাস গোস্বামী; আমার ব্যবস্থা উল্‌টে দিয়ে গঙ্গারামকে প্রাণত্যাগের প্রায়শ্চিত্ত হ'তে বিরত করেছে, তাকে নিজের শিষ্য ক'রে নিয়েছে; মনে করেছে, আমার প্রতিপত্তি নষ্ট ক'রে দেবে। ভুল ধারণা! সূর্য্যসিং আমার সহায় আছে। কেমন সূর্য্যসিং?

সূর্য্যসিং। মহারাজের চরণকৃপায় আমি এক ফুৎকারে তুলসীদাসকে উড়িয়ে দেবো।

প্রেমানন্দ। কিন্তু রত্নবতী যদি আপনার গুণকাহিনী প্রকাশ ক'রে দেয়?

সত্যানন্দ। কোন চিন্তা নাই প্রেমানন্দ! কাল প্রাতে যে সময় গঙ্গাতীরে কিষণলালের মৃতদেহ সৎকার কর্‌তে নিয়ে আস্‌বে, সেই

সময় কিষণলালের বাটী আক্রমণ ক'রে রত্নবতীকে অপহরণ কর্‌বার ব্যবস্থা করেছি। কেমন সূর্য্যসিং, স্মরণ আছে ?

সূর্য্যসিং। কোন চিন্তা নাই ঠাকুরজী! আমি আঁখির পলকে সব কাজ সেরে ফেল্‌বো।

মোহনচাঁদ। [অর্দ্ধ উত্থিত হইয়া স্বগত] ধন্য রামচন্দ্র, ধন্য তোমার দয়া—অপার তোমার করুণা!

প্রেমানন্দ। তবে চলুন; আপনার আদেশ হঠাৎ অমান্য করি, সে শক্তি আমার নাই। ওরে মোহন! উঠে আয়, আমাকে এখন কাশী যেতে হবে।

মোহনচাঁদ। আজ্ঞে, যা আদেশ কর্‌ছেন, হঠাৎ ভালই কর্‌ছেন।

সত্যানন্দ। এ কে প্রেমানন্দ ?

প্রেমানন্দ। আজ্ঞে, এ একজন গরীব ব্রাহ্মণ; একে আমি হঠাৎ চাকর রেখেছি। একে আপনি বিশ্বাস কর্‌তে পারেন, কোন ভয় নাই।

সত্যানন্দ। তা বেশ; এই বেটা! মেয়েমানুষ চুরি কর্‌তে পার্‌বি তো? অনেক টাকা পাবি।

মোহন। আজ্ঞে, আমি গরীব দুঃখী লোক, টাকা কড়ি নিয়ে কি কর্‌বো? পেটে দুটো খেতে পেলে আমি হঠাৎ দুনিয়ার সব কর্‌তে পারি।

সত্যানন্দ। উত্তম, এখন সব চল।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

মণিকর্ণিকার ঘাট।

[খোল-করতালযোগে গীতকণ্ঠে বৈষ্ণবগণের ও বাহক-গণের কিষণলালের মৃতদেহ লইয়া প্রবেশ ; তৎ-পশ্চাৎ রোদনোন্মুখী আশালতার প্রবেশ।]

বৈষ্ণবগণ। —

গীত।

হরে কৃষ্ণ, হরে রাম বদনে নাম বল না।
ভবপারে যাবি যদি পারের সম্বল কর না॥
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু বারেক তাঁকে ডাক না।
(তোর) ভবভয় হবে ক্ষয় নামের নাই তুলনা॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ শ্রীহরে কৃষ্ণ জপ না।
নিয়ে তরী সে কাণ্ডারী পুরাবে তোর বাসনা॥

সকলে। বল হরি হরিবোল ! [শবদেহ গঙ্গাতীরে স্থাপন]

জনৈক বৈষ্ণব। মা ! আপনি এইখানে একটু বসুন, আমরা গঙ্গাপুত্রকে ডেকে আনি।

আশালতা। একটু শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর আস্‌বেন। এ দৃশ্য দেখ্‌তে আমার বড় কষ্ট হ'চ্ছে।

জনৈক বৈষ্ণব। কি কর্‌বেন মা, একটু ধৈর্য্য ধরুন। যতটা তাড়াতাড়ি পারি, কাজ সেরে দিচ্ছি। তবে আজ সূর্য্যগ্রহণ ব'লে

ঘাটে বড় ভিড় হয়েছে। বোধ হয় গ্রহণ না ছেড়ে গেলে গঙ্গাপুত্র সৎকার কর্‌তে দেবে না।

[প্রস্থান।

বৈষ্ণবগণ। তবে গ্রহণ লেগে গেছে—গ্রহণ লেগে গেছে, কীর্ত্তন আরম্ভ ক'রে দে। [পুনশ্চ বৈষ্ণবগণ উল্লিখিত গীত গাহিয়া নৃত্য করিতে লাগিল]

আশালতা। এই আমার জীবনের শেষ পরিণতি। সংসার-মরূদ্যানে এক শীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিলাম, তাও আজ আকস্মিক বজ্রাঘাতে ধ্বংস হ'য়ে গেল। উঃ—বুক ফেটে যায়! মাগো, আর যে পারি নে। ভগবান! আমি কি তোমার চরণে এতই অপরাধিনী? এই সূর্য্যগ্রহণে কোটী কোটী লোক গঙ্গাস্নানে এসেছে, আমার মত কার এমন কপাল পুড়েছে?

১ম বৈষ্ণব। কি কর্‌বেন মা, একটু স্থির হোন্।

আশালতা। বাবা, আমি রাজপুতরমণী, পাষাণের চেয়েও কঠিন আমাদের অন্তঃকরণ; চেষ্টা কর্‌ছি—কিছুতেই প্রবোধ মান্‌ছে না। ওঃ—আজ আমি পথের কাঙ্গালিনী! [শবদেহ জড়াইয়া ধরিয়া] গুণমণি! তোমার আদরের আশাকে কার কাছে রেখে যাচ্ছ? একটা কথা কও—দয়া ক'রে একটা কথা কও।

২য় বৈষ্ণব। ভেবে দেখুন মা, চিরদিন কারও সমান যায় না। যে সূর্য্যদেব চতুর্দ্দশ ভুবনে আলোক দান ক'রে থাকেন, আজ তিনিও রাহুগ্রস্ত হ'য়ে ঐ দেখুন কাঁদ্‌ছেন; কতখানি বিষাদের ছায়া তাঁর উপর পড়েছে।

আশালতা। লোকপাবন সূর্য্যদেব রাহুগ্রস্ত হয়েছেন সত্য, ক্ষণকাল পরেই আবার রাহুমুক্ত হবেন, আবার পূর্ব্বের ন্যায় হাস্‌বেন।

কিন্তু আমার স্বামীকে যে কাল-রাহুতে গ্রাস করেছে, এ জীবনে আর ফিরে পাবো না—এ জন্মে তাঁর হাসি মুখ দেখ্‌তে পাবো না। উঃ—মাগো!

গীত।

আমি কাঙ্গালিনী বিধবা দুঃখিনী মরম-দায় গো দহিয়া।
নাহি কিছু আর সবই আঁধার আশা-দীপ গেছে নিবিয়া॥
যাহা কিছু ছিল নিয়ে চ'লে গেল, শুধু অশ্রুজল হইল সম্বল,
দিবস যামিনী বসি একাকিনী, ভাসাবো মেদিনী কাঁদিয়া।
কেহ না দেখিবে দূরে চ'লে যাবে, মলমূত্র সম ফিরে না চাহিবে,
ভারতশ্মশানে ভ্রমি প্রেতসনে কত দিন রব বাঁচিয়া॥

[অঞ্চলে অশ্রুমোচন]

গীতকণ্ঠে রামদাস বাবাজীর প্রবেশ।

রামদাস বাবাজী।—

গীত।

কেন তুমি ভুলে গেলে মায়ার স্বপন এ সংসার।
মুদে আঁখি দেখ দেখি সবই হয় ফক্কিকার॥
স্রোতের মুখে আসে ভেসে, যায় আবার কোন্ দেশে,
ঘোরে ফেরে যতই বেশে এর নাইকো নিরাকার॥
বিম্ব ওঠে কারণজলে, কারণেতে যায় গো চ'লে,
জলের বিম্ব মেশে জলে সবই দেখ একাকার॥
পান্থশালায় আছি মোরা, পাতিয়ে পতি সুত দারা,
দেশে গিয়ে দেয় না সাড়া, তবে কেন কর হাহাকার॥

[প্রস্থান।

আশালতা। সাধু! তোমার সঙ্গীতের প্রতি বর্ণ সত্য হ'লেও আমার দুর্ব্বল মন তো সে সত্য উপলব্ধি করতে পারছে না।

বৈষ্ণব। দেখ—দেখ ভাই, আবার কে একজন সাধু আস্‌ছেন। ওঁর পেছনে কাতারে কাতারে লোক ছুটছে; সকলেই ওঁকে প্রণাম করছে। এস ভাই, আমরাও প্রণাম করি।

তুলসীদাস, গঙ্গারাম, মধুসিং ও অসংখ্য
যাত্রীগণের প্রবেশ।

যাত্রীগণ। জয় সীতারামকা জয়—জয় সীতারামকী জয়!

তুলসীদাস। গঙ্গারাম! আজ কি শুভ পুণ্যাহ মুহূর্ত্ত। লক্ষ লক্ষ লোক গঙ্গাতীরে সমবেত হয়েছে—কেউ স্নান করছে, কেউ দান করছে, কেউ জপ করছে, কেউ রামনাম কীর্ত্তন করছে, আবার কেউ মুক্তির পথে চ'লে যাচ্ছে। কি আনন্দের স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে দেখ মধুসূদন! আবার শোন বৎস! কোটী কোটী ভক্তকণ্ঠে পবিত্র রামনাম উচ্চারিত হ'য়ে কেমন অনন্ত গগনে মিলিয়ে যাচ্ছে।

মধুসিং। প্রভু! নশ্বর জীবনে আপনার সংসর্গে এমন আনন্দ উপভোগ করতে পাবো, তা জীবনে কথনও চিন্তা করবার অবসর পাই নি।

গঙ্গারাম। প্রভু—প্রভু! চলুন আপনাকে স্নান করিয়ে দিই।

তুলসীদাস। স্নান—তা চল। বৎস, আমি বড় ভাগ্যবান; আমার জীবনে যে দুটী বস্তু অতি প্রিয়, এক গঙ্গা আর সেই রাম, সেই দুটী বস্তু একসঙ্গে গঙ্গারামরূপে যখন তুমি আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছ, আমি নিশ্বাসে প্রশ্বাসে তোমাকে লক্ষ্য ক'রে সেই গঙ্গারাম নাম প্রাণ ভ'রে উচ্চারণ করতে পারছি, আমার আশে পাশে সম্মুখে

পশ্চাতে সেই গঙ্গারাম দেখ্‌তে পাচ্ছি, তখন আমার মত ভাগ্যবান কে আছে গঙ্গারাম ?

জনৈক অন্ধ একটি বালকের হাত ধরিয়া প্রবেশ করিল।

অন্ধ। ওরে ছোঁড়া, তুই হাত ছেড়ে দিয়ে কোথায় পালালি ? আমাকে ধর্‌ বাবা, নইলে আমি যে প'ড়ে যাবো—[চলিতে চলিতে তুলসীদাসের গায়ের উপর পতন]

গঙ্গারাম। আরে—আরে প্রভুর অঙ্গে প'ড়ে গেলি, সর্ব্বনাশ! কি কর্‌লি ?

মধুসিং। আরে কে তুমি মূর্খ, দেখ্‌তে পাচ্ছ না—প্রভু এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ? স'রে যাও—স'রে যাও।

তুলসীদাস। কিছু ব'লো না গঙ্গারাম! কাউকে দুর্ব্বাক্য ব'লো না মধুসূদন,—বিশেষতঃ এ অন্ধ! [অন্ধকে ধরিয়া] বাবা! কিছু মনে ক'রো না—আমার অবোধ শিষ্যগণের বাক্যে ক্ষুণ্ণ হ'য়ো না। প্রভু রামচন্দ্র! জীবের এ দুঃখ যে আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌ছি নে! দয়া ক'রে একে দৃষ্টিশক্তি দান কর প্রভু! [হস্তের দ্বারা অন্ধের চক্ষুদ্বয় মার্জ্জন]

অন্ধ। [সহসা চক্ষু লাভ করিয়া] একি! একি! কে আপনি মহাপুরুষ, আমাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন ? দয়াময়! এত দয়া! অহো, আমার কি সৌভাগ্য! [চরণে প্রণাম]

তুলসীদাস। বাবা, আমার কোন শক্তি নাই,—তোমার কর্ম্মফলের গুণে প্রভুর দয়া আমার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেল। সবই তাঁর ইচ্ছা বাবা—সবই তাঁর ইচ্ছা।

বৈষ্ণবগণ। ধন্য বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ—ধন্য আপনার সাধনা।

আশালতা। অদ্ভুত সাধুর সাধনা! সকলেই সাধুর চরণে প্রণাম

ক'রে সম্মান দেখাচ্ছে; তবে আমি কেন অসম্মান ক'রে পাপের পসরা ভারী ক'রে তুলি! [তুলসীদাসের প্রতি অগ্রসর]

তুলসীদাস। কে তুমি মা, শিশিরসিক্তা ফুটন্ত নলিনীর মত বিষাদ-মাখা বদন নিয়ে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালে? গঙ্গারাম! এঁকে দেখে মনে হ'চ্ছে সেই দৃশ্য! যেন সেই জনমদুঃখিনী জনকনন্দিনী পতিবিরহিনী কাঙ্গালিনী হ'য়ে বাল্মিকীর আশ্রমে এসে দাঁড়িয়েছে। হে কবিকুল-শিরোমণি! হে গুরো বাল্মিকী! তুমি তো স্বয়ং রত্নাকর, তোমার রত্নভাণ্ডারের রত্ন-আশীষ দান ক'রে কেন তৎক্ষণাৎ আমার মায়ের দুঃখ দূর কর নি? বৎস! রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে আমার জননীরূপিনী সীতাদেবীর বনবাস অধ্যায় রচনাকালে কেঁদে কেঁদে আমার চোখ দুটো ছোট হ'য়ে গেছে। এই মাত্র সেই অধ্যায় শেষ ক'রে তোমার সঙ্গে গঙ্গার স্নানে এসেছি—এখনও আমার চোখের জল শুকোয় নি,—এখানে এসেও অবিকল সেই দৃশ্য দেখ্‌ছি। মা! মা! তুমি কে মা?

আশালতা। [চরণে প্রণাম করিয়া] পিতঃ! আমি কাঙ্গালিনী—আমি হতভাগিনী।

তুলসীদাস। কেন মা তুমি হতভাগিনী, আমি আশীর্ব্বাদ করি—তুমি স্বামীসোহাগিনী হও।

আশালতা। প্রভু! এ আপনি কি করলেন! আপনি বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ, আমি সদ্যবিধবা—সহমরণে উদ্যতা,—~~ঐ দেখুন আমার স্বামীর মৃতদেহ~~;— আমি কেমন ক'রে স্বামীসোহাগিনী হবো প্রভু?

তুলসীদাস। সে কি! তুমি সদ্যবিধবা? তুমি স্বামীবিরহিনী নির্ব্বাসিতা আমার সীতাদেবী নও? কি সর্ব্বনাশ! আমি কি করেছি! মহাভ্রম করেছি! প্রভু রামচন্দ্র! মিথ্যা বাক্য আমার মুখ দিয়ে কেন

বার ক'রে দিলে? আমি কি করেছি প্রভু? কোন্ অপরাধে আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন কর্‌লে? এর চেয়ে যে আমার মাথায় বজ্রাঘাত ছিল ভাল!

গঙ্গারাম। প্রভু! ভ্রমবশতঃ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। চিত্ত স্থির করুন, কি কর্‌বেন বলুন?

তুলসীদাস। কি কর্‌বো! কি বল্‌ছ গঙ্গারাম? আজ লক্ষ লক্ষ লোকের মাঝখানে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হ'য়ে গেলাম; আর এ মিথ্যাবাদীর মুখ থেকে প্রভুর নাম কেউ শুন্‌বে না—আর এ মিথ্যাবাদীর হৃদয়মথিত চিরসাধনাপ্রসূত রামায়ণগাথা কেউ শুন্‌বে না। ঘাটে মাঠে পথে বাটে উচ্চকণ্ঠে প্রচার কর্‌বে, ঐ যায়—মিথ্যাবাদী তুলসীদাস যায়। দীনদয়াল! এ কি কর্‌লে? অহঙ্কার করেছিলাম, চূর্ণ হয়েছে। ক্ষমা কর, তুমি ভিন্ন যে আর আমার কেউ নেই প্রভু! [রোদন]

গীতকণ্ঠে মনুয়ার প্রবেশ।

মনুয়া।

গীত।

কেন তুমি কাঁদ্‌ছো দাদা, কি হয়েছে বল না।
চাঁড়াল ভাই আছে তোমার, কিসের তরে ভাবনা॥
তোমার চক্ষে দেখলে জল, ফেটে যায় মোর বক্ষস্থল,
আমি শূন্য দেখি ভূমণ্ডল, আর দাদা কেঁদো না,—
কাঁদ্‌লে পরে হৃদয় পোড়ে, বেজায় বাজে বেদনা।
ছিলাম আমি অনেক দূরে, যাই ডেকেছো রোদনস্বরে,
কাঁদ্‌লো প্রাণ তোমার তরে, কে যেন দিল হানা,—
প্রাণের ডাকা হয় না ফাঁকা প্রাণে প্রাণে যায় গো জানা॥

[তুলসীদাসের অশ্রুমোচন করিয়া দেওন]

তুলসীদাস। মনুয়া এসেছিস্? বড় অসময়ে এসেছিস্; কি করি, বল্‌তে পারিস্ ভাই?

মনুয়া। বল না দাদা! তোমার কি হয়েছে? আমার প্রাণ দিলে যদি তোমার চক্ষের জল বন্ধ হয়, আমি তাও পারি।

মধুসিং। আমারও ঐ এক কথা; নিজের দেহটা একটু একটু ক'রে কেটে দিলে কিম্বা অনন্তকালের জন্য দুর্ব্বার নরকে পচ্‌লে যদি আমার গুরুজীর চোখের জল বন্ধ হয়, আমি হাস্‌তে হাস্‌তে তাও কর্‌তে পারি। গুরুজী! আপনার চরণে ধরি, আপনি আর রোদন কর্‌বেন না।

গঙ্গারাম। সত্যই প্রভু, আপনার চোখে জল দেখ্‌লে প্রাণে যে কি ব্যথা পাই, তা কি আপনি জানেন না? মনুয়া! মনুয়া! তোর পায়ে ধরি, দয়া ক'রে একটা উপায় কর্—দয়া ক'রে একটা যুক্তি দে! ও অশ্রু নয়—প্রভুর নয়নে ও এক এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু এক একটা তীক্ষ্ণ শূলের মত আমাদের বুকে বিঁধ্‌ছে।

মনুয়া। আরে বাপু, তোমরা সব নিজের কথা নিয়েই মত্ত; কি হয়েছে বল না, তারপর দেখা যাক।

গঙ্গারাম। ঐ সদ্যবিধবাকে প্রভু স্বামীসোহাগিনী হও ব'লে আশী-র্ব্বাদ ক'রে ফেলেছেন।

মনুয়া। এরই জন্য কাঁদ্‌ছো? ভয় কি দাদা, তুমি কি রামনামের মাহাত্ম্য ভুলে গেলে? যে রামনাম স্মরণ ক'রে সাগরবক্ষে পাষাণ ভেসেছিল, যে রামচন্দ্রের চরণস্পর্শে পাষাণী মানবী হয়েছিল, সেই পবিত্র রামনাম তোমার সম্বল থাকৃতে তুমি ভাব্‌ছো দাদা? চল— মহামন্ত্র রামনাম উচ্চারণ ক'রে মৃতদেহে হাত বুলিয়ে দেবে চল। এখনি মৃতদেহে জীবনীশক্তি ফিরে এসে তোমার আশীর্ব্বাদ সফল

ক'রে দেবে। [তুলসীদাসের হাত ধরিয়া মৃতদেহের নিকট গমন] দাদা! এস, একপ্রাণে একমনে রামনাম উচ্চারণ কর্‌তে কর্‌তে তুমি ব্রাহ্মণ, তুমি গুরুর মস্তকে হাত দাও, আর আমি চাঁড়ালের ছেলে, আমি গুরুর পা দু'খানায় হাত বুলিয়ে দি—

তুলসীদাস ও মনুয়া। জয় রাম! জয় রাম! [উভয়ে তথাকরণ]

কিষণলাল। [ধীরে ধীরে জীবিত হইয়া] একি! একি! কে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলে, কে আমার জ্বালাময় দেহে শীতল সুধা বর্ষণ কর্‌লে? [উপবেশন] একি! একি! এ আমি কোথায়?

সকলে। জয় সীতারামকী জয়—জয় সীতারামকী জয়!

কিষণলাল। একি! একি! আমি যে কিছু বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি না। রাজদণ্ডে আমার ফাঁসি হয়েছিল, কে দয়া ক'রে আমাকে পুনর্জীবিত কর্‌লেন?

আশালতা। হৃদয়বল্লভ! অদ্ভুত ঘটনাস্রোত! কৃতজ্ঞতায় বক্ষ ভ'রে গেছে, জিহ্বা অবশ হ'য়ে এসেছে। কি বল্‌বো, ঐ বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ আপনার জীবন দান করেছেন।

কিষণলাল। [নতজানু হইয়া তুলসীদাসের প্রতি] মহাত্মন্! কি দিয়ে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাবো? কোন্ পবিত্র অর্ঘে আপনার প্রীতি উৎপাদন কর্‌বো? আজ এ পুণ্য বারানসীক্ষেত্রে গঙ্গার তীরে আজ এই সূর্য্যগ্রহণের শুভ মুহূর্ত্তে আপনার দেওয়া প্রাণ আপনার চরণে উৎসর্গ কর্‌লাম। উৎসর্গের দক্ষিণা এই আপনার কন্যা।

গঙ্গারাম। সকলে সমস্বরে বল—জয় সীতারামকী জয়!

সকলে। জয় সীতারামকী জয়!

তুলসীদাস। মনুয়া! আজ আমার বড় আনন্দের দিন; একবার বুকে আয়। [মনুয়াকে বক্ষে ধারণ]

গীতকণ্ঠে রামদাস বাবাজীর প্রবেশ।

রামদাস বাবাজী।—

গীত।

(আজি) ভূলোকে গোলকে দ্যুলোকে পুলকে
গাহ সেই রাম নাম।
তোর মোহ-অন্ধকার রবে না বিকার,
তবে লভিবে চির বিরাম॥
শ্যামল কুন্তল, ভূপাল গোপাল হাতে ধনুর্ব্বাণ,
সঙ্গে বিশ্বামিত্র রক্ষিবারে সত্র পাছু পাছু যান,
প্রবেশি কানন, কৌশল্যানন্দন,
স্থাপিয়া চরণ, যিনি দানিল পাষাণে প্রাণ॥

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কিষণলালের বাটী।

রত্নবতী।

রত্নবতী। আমি এমনি হতভাগিনী হ'য়ে জন্মেছিলাম যে, যে আমাকে একটু আশ্রয় দেয়—যে আমাকে একটু যত্ন করে, তারই সর্ব্বনাশ হয়। দয়ালু সুবেদার আমাকে সেই পাপিষ্ঠের হাত থেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে এসে নিজের গৃহে স্থান দিলেন, স্বামী-স্ত্রীতে কন্যারন্যায় প্রতিপালন

করতে লাগলেন, অমনি সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর প্রাণদণ্ড হ'লো! আমার পাপ পদার্পণে তিনি কর্পূরের ন্যায় উড়ে গেলেন। আহা! এতক্ষণ বোধ হয় সেই পবিত্র দেহ পুড়ে ভস্ম হ'য়ে পঞ্চভূতে মিশে গেল।

সূর্য্যসিং, কতিপয় লাঠীয়াল, মোহনচাঁদ ও প্রেমানন্দের প্রবেশ।

সূর্য্যসিং। সুন্দরী! আমরা তোমাকে আবার নিতে এসেছি; এই মুহূর্ত্তেই যেতে হবে, বাধা দিলে বিপদ হবে।

ভগীরথসিং। হাঁ মা, আজ তোমাকে নিয়ে যেতেই হবে, নইলে আমাদের শির যাবে। যদিও বিবেকে বাধ্‌ছে, কিন্তু কি করবো মা? এক ।।ত্র পুত্র—না থাক্, তোমাকে নিয়ে যাবোই; যেমন ক'রে পারি, তোমাকে নিয়ে যাবো।

রত্নবতী। বুঝেছি—তুমিই এদের সর্দ্দার। তুমি মনে করলে, তুমি অনুগ্রহ করলে নিশ্চয় আমাকে রক্ষা করতে পার। তুমি আমার ধর্ম্ম-পিতা! তোমার চরণে ধরি, দয়া ক'রে আমাকে রক্ষা কর—আমার ধর্ম্ম রক্ষা কর। আজ আমার কেউ নেই—আজ আমি বড় দুর্ব্বল।

ভগীরথসিং। আমি তোর ধর্ম্মপিতা, তবে তুই আমার ধর্ম্মকন্যা। আয় মা, তোকে নিয়ে কোন সুদূর অরণ্যে চ'লে যাই; যেখানে দুর্ব্বলের উপর বলবানের অত্যাচার নেই, চল মা, সেই নিরাপদ স্থানে তোকে নিয়ে যাই।

সূর্য্যসিং। গুরুজী! আবার ভুল করছেন? জানেন, আপনার একমাত্র পুত্র এখনও কি কৌশলে সত্যানন্দ ঠাকুরের হাতে বন্দী? আপনি এর বিরুদ্ধাচরণ করলে আপনার কি বিপদ হবে বুঝতে পারছেন?

ভগীরথসিং। পেরেছি—পেরেছি সূর্য্যসিং! ঐ লাঠীগাছটা দিয়ে

মাথাটা ফাটিয়ে দিতে পার ? বেঁচে সুখ নেই । মা ! আমি তোর ধর্ম্ম-পিতা নই, আমি তোর ধর্ম্মশত্রু । সতী মা ! তোর চোখে তো আগুন আছে, তবে দয়া ক'রে আমাকে পুড়িয়ে ফেল্—দয়া ক'রে আমাকে পুড়িয়ে ফেল্ ! আমি বড় পরাধীন, আমি এক মাতৃহীন শিশুর পিতা—আমি বড় পরাধীন !

প্রেমানন্দ । আঃ—তোমরা দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌ছো, হঠাৎ তাড়াতাড়ি মুখ বেঁধে ফেল—বিলম্বে বহু অন্তরায় ঘট্‌তে পারে ।

সূর্য্যসিং । [মোহনচাঁদকে লক্ষ্য করিয়া] এই চাঁদসিং, তুই ভাই ও দিকে যা, আমি এ দিক্‌টা আছি ।

মোহনচাঁদ । [স্বগত] ওঃ—রত্নবতীর এই অবস্থা ! দেবী ! তুমি ভয়ে ক্ষোভে বাতাহত কদলীপত্রের ন্যায় কাঁপ্‌ছো, আর মোহনচাঁদ এখানে প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছো !

সূর্য্যসিং । আরে চাঁদসিং, তুই কি ভাব্‌ছিস ভাই ? তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ঘরে চল্ ।

মোহনচাঁদ । যাবো, কিন্তু এই অনাথা রমণীকে আক্রমণ কর্‌বার পূর্ব্বে আমার একটা বক্তব্য আছে ।

প্রেমানন্দ । কোন বিষয়ে তোমার কোন বক্তব্য থাক্‌তে পারে না । তুমি যজ্ঞোপবীত স্পর্শ ক'রে শপথ করেছ, সেই শপথ স্মরণ কর ; জানো—বিনা বিচারে আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর্‌তে হবে ।

মোহনচাঁদ । জানি,—যতক্ষণ চাকুরী কর্‌বো, আপনার আজ্ঞা প্রতি-পালন কর্‌তে ততক্ষণ আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি । শুনুন মহাশয় ! আমি বিনীতভাবে এই মুহূর্ত্তে আপনার চাকুরী পরিত্যাগ কর্‌ছি ।

প্রেমানন্দ । এই মুহূর্ত্তে—তা হ'তে পারে না ।

মোহনচাঁদ । নিশ্চয়ই পারে ; কতদিন চাকুরী কর্‌তে হবে, সেরূপ

কোন সর্ত্ত আমার সঙ্গে ছিল না। এতেও যদি আপনি আমাকে বাধা দেন, তবে শুনুন—শেষ বক্তব্য, এই নিরাশ্রয়া ভীতা সতী রমণীকে আক্রমণ কর্‌লে আজ আমার যে পাপ হবে, তার তুলনায় কলির যজ্ঞোপবীত স্পর্শ করা প্রতিজ্ঞাভঙ্গ পাপ অতি তুচ্ছ—অতি লঘু। [রত্নবতীর চরণ ধরিয়া] বৌদিদি! বৌদিদি! আর তোমার কোন ভয় নেই—ভগবান তোমার চরণের দাস মোহনচাঁদকে এখানে উপস্থিত করেছেন।

রত্নবতী। ঠাকুরপো! ঠাকুরপো! তুমি এসেছ? ওঃ, প্রভু রামচন্দ্র, এত দয়া তোমা—[মূর্চ্ছিতভাবে পতন]

মোহনচাঁদ। তাই তো—তাই তো, বৌদি যে আমার মূর্চ্ছা গেলেন। ভগবান! আর দুঃখ দিও না, আমি জীবন পণ ক'রে বহুকষ্টে পেয়েছি। [শুশ্রূষাকরণ]

প্রেমানন্দ। ভগীরথসিং! সূর্য্যসিং! দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌ছো? এই মুহূর্ত্তে ঐ মুর্চ্ছিতা রমণীকে তুলে নাও। মোহনচাঁদ বাধা দেয়, হঠাৎ ওর মুণ্ডটা উড়িয়ে দাও।

মোহনচাঁদ। সাবধান পিশাচের দল, মায়ের আমার মূর্চ্ছা হয়েছে, বিরক্ত ক'রো না। আস্তে আস্তে চ'লে যাও।

সূর্য্যসিং। আরে বেইমান শালা! চুপ রহো।

মোহনচাঁদ। মাতৃহারা সন্তান মায়ের একটু শুশ্রূষা কর্‌ছে, কেন আমায় উত্তেজিত কর্‌ছ সূর্য্যসিং? মাতৃসেবায় বাধা দিও না—আমার এই শুভমুহূর্ত্ত কেড়ে নিও না। অনুরোধ কর্‌ছি, অতি সন্তর্পণে—যেন শব্দ হয় না, ধীরে ধীরে চ'লে যাও।

ভগীরথসিং। ভুল কর্‌ছ মোহনচাঁদ! এখানে মানুষ ব'লে যদি কেউ থাক্‌তো, হয় তো তোমার কথা শুন্‌তো, হয় তো বা ঐ মাতার চরণতলে ব'সে তোমার সহযোগিতা কর্‌তো। আমরা তো মানুষ নই—

আমরা স্বার্থান্ধ নরকের বজ্রকীট—আমরা অত্যাচারের লগ্ন শ্মশান—আমরা অনিয়মের বিরাট বিভীষিকা। আমাদের অন্তরে একটা সুপ্ত শয়তান গুপ্তভাবে লুকিয়ে আছে, সে মাথা নাড়া দিলে—না মোহনচাঁদ, শীঘ্র ছেড়ে দাও, আমরা বেতনভোগী কর্ম্মচারী, এই কাজের জন্য আমরা বেতন খাচ্ছি। প্রভুর অন্নে আমাদের এই দেহটা পুষ্ট, তিনি রুষ্ট হ'লে আমাদের ইষ্টসিদ্ধির বহু অন্তরায়। আজ যে কোন উপায়ে আমরা রত্নবতীকে নিয়ে যাবোই যাবো। [রত্নবতীকে বাঁধিতে অগ্রসর]

মোহনচাঁদ। তবে রে নরকের কীট! [উত্তেজিতভাবে দণ্ডায়মান হইয়া] এখনও আমার বাঁকের চিহ্ন তোর কপালে জ্বলজ্বল করছে। হোক্ আমি একা, তথাপি ধর্ম্ম আমার সহায়। [ভীষণ যুদ্ধ. প্রথমে সূর্য্যসিং, তারপর ভগীরথসিং ও অন্যান্য লাঠিয়ালগণের পলায়ন] দূর হ' ঘৃণিত কুক্কুর!

প্রেমানন্দ। [যুদ্ধকালে] যঃ পলায়তি স জীবতি।

[বেগে প্রস্থান।

মোহনচাঁদ। উঃ—সব পালিয়ে গেল, একটাকেও ঘাল করতে পারলাম না। ভাল ক'রে একবার তোমাকে দেখ্‌বো বহুদিন যে ভাই তোমাকে দেখিনি।

জনৈকা দাসীর প্রবেশ।

দাসী। ওগো আশ্চয্যি গো আশ্চয্যি, কর্ত্তাবাবু ফিরে এসেছেন—একজন সাধু তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। কে কোথায় আছ, ছুটে এস গো ছুটে এস, এমন দিন আর হবে না।

রত্নবতী। ঠাকুরপো, একি শুনি?

মোহনচাঁদ। বড় সুসংবাদ।

রত্নবতী। তোমাকে যখন ফিরে পেয়েছি, মনে হ'চ্ছে এক এক ক'রে আমি সব ফিরে পাবো।

[উভয়ের বেগে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

আশ্রম।

গীতকণ্ঠে তপোবন-বালাগণের প্রবেশ।

তপোবন-বালাগণ।—

গীত।

বসন ভরিয়া কুসুম তুলিয়া আঁচল রেখেছি পাতি।
তাপস কাননে বসি একমনে জ্বালিব প্রেমের বাতি॥
পুষ্পিত নম্র তরুশির, মুগ্ধ আজি যমুনাতীর,
উচ্ছ্বাসিত স্নিগ্ধ নীর, আজি সুপ্রভাত হয়েছে রাতি।
তুলসীচরণ লভিয়া, পুলকে উঠিব নাচিয়া,
প্রেমসিক্ত হইবে হিয়া, ভাতিবে বদনে বিমল জ্যোতি॥

[প্রস্থান।

রামায়ণের পাণ্ডুলিপিহস্তে তুলসীদাসের প্রবেশ।

তুলসীদাস। প্রভুর ইচ্ছায় আজ এতদিন পরে আমার রামায়ণ রচনা শেষ হ'লো। আজ আমার শুভদিন—আজ আমার সুপ্রভাত।

অভিরাম স্বামীর প্রবেশ।

অভিরাম। বৎস! শুন্‌লাম, আজ তোমার রামায়ণ রচনা শেষ হয়েছে, তাই আশীর্ব্বাদ করতে এলাম।

তুলসীদাস। [নতজানু হইয়া] গুরুদেব! দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন। আজ আমি ধন্য যে, প্রঞ্চ বৎসরব্যাপী কঠোর পরিশ্রম প্রসূত আমার রচিত এই রামায়ণগাথা আপনার শ্রীচরণে উৎসর্গ করতে সমর্থ হ'লাম। [রামায়ণের পাণ্ডুলিপি চরণে অর্পণ]

অভিরাম। [পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করিয়া] আশীর্ব্বাদ করি, তোমার রচিত এই রামায়ণ ভারতের গৃহে গৃহে বিরাজ করুক্,—পবিত্র রামচরিত্র শ্রবণ ক'রে কোটী কোটি নরনারী মুক্তির সন্ধান লাভ করুক্। বৎস! রামায়ণ রচনা যখন তোমার শেষ হ'য়ে গেল, তখন এইবার চল, শ্রীধাম বৃন্দাবনে যাত্রা করি।

জনৈক দূতের প্রবেশ।

দূত। গোঁসাইজী! দিল্লীর সম্রাট আপনার নিকট আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনি মৃতদেহে জীবনী সঞ্চার করেছেন শুনে তিনি বিস্মিত হ'য়ে গেছেন; তাই একটীবার আপনাকে দেখ্‌বার জন্য বিশেষ উৎসুক হ'য়ে আপনাকে আহ্বান করেছেন এবং আপনার গমনের সুবিধার জন্য একটী সুসজ্জিত হস্তী পাঠিয়েছেন।

তুলসীদাস। গুরুদেব! এখন আমার কর্ত্তব্য?

অভিরাম। বৎস, রাজ-আজ্ঞা সর্ব্বথা প্রতিপাল্য! রাজা হিন্দু হোক্, ম্লেচ্ছ হোক্, আমাদের নিকট তিনি ঈশ্বরের প্রতিভূ, সুতরাং সর্ব্বদা মাননীয়। যাও বৎস, রাজ-আজ্ঞা প্রতিপালনে বিলম্ব ক'রো না।

তুমি দিল্লী থেকে ফিরে এলে তবে এক সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা কর্‌বো। হে দারিদ্রভঞ্জন! আমি তাড়াতাড়ি কর্‌লে কি হবে প্রভু, তোমার ইচ্ছা না হ'লে তো কাজ হবে না।

[ধীরে ধীরে প্রস্থান।

তুলসীদাস। যাও দূত, ক্ষণিক বিশ্রাম করগে, আমি এখনি যাত্রা কর্‌ছি।

দূত। যথা আজ্ঞা প্রভু! [প্রস্থান।

গঙ্গারামের প্রবেশ।

তুলসীদাস। কে—গঙ্গারাম এসেছ? উত্তম হয়েছে। বৎস! রাজ-আজ্ঞায় আমি এই মুহূর্ত্তেতেই দিল্লী যাত্রা কর্‌ছি। তোমার উপর এই আশ্রমের ভার রইলো, দেখো যেন অতিথিসেবার ত্রুটী না হয়।

গঙ্গারাম। যথা আজ্ঞা গুরুদেব! গুরুদেব! পবিত্র রাম নাম জপ ক'রে আমার ব্রহ্মহত্যার মহাপাপ বিমোচন হ'লেও চণ্ডেশ্বর মঠের অধ্যক্ষ মহারাজের প্ররোচনায় এখনও অনেকে আমার ছায়াস্পর্শ করে না, এমন কি আমার মুখদর্শনও করে না। তারা বলে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পেলে রাম নামে পাপ ক্ষয় হয়, এ কথা আমরা বিশ্বাস করি না। গুরুদেব! আমার উপায় কি হবে?

তুলসীদাস। যাও বৎস, কোন চিন্তা নাই; যাঁর কাজ তিনি কর্‌বেন।

গঙ্গারাম। সত্যই তো, যাঁর কাজ তিনি কর্‌বেন, তবে আমি ভেবে মরি কেন?

[প্রস্থান।

তুলসীদাস। যাই—আমিও যাত্রা করি। রাম, রাম, রাম—রাম, রাম, রাম। [প্রস্থানোদ্যত]

মোহনচাঁদের প্রবেশ।

মোহনচাঁদ। পরমহংসদেব! প্রণাম হই।

তুলসীদাস। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্। কে—কে তুমি? তোমায় যেন কোথায় দেখেছি! মোহনচাঁদ নয়? মোহন আমার,—সখা আমার—ভাই আমার—উত্তরসাধক আমার, এখনও তুমি বেঁচে আছ? [ছুটিয়া গিয়া আলিঙ্গন]

মোহনচাঁদ। নিষ্ঠুর তুলসী! বহুকষ্টে তোর দেখা পেয়েছি; আমি মূর্খ ব'লে কি আমাকে এমনি ক'রে নাকাল দিতে হয় ভাই?

তুলসীদাস। মোহন! কি বল্‌বো, সবই ভগবানের ইচ্ছা। কিছু মনে ক'রো না ভাই! মোহন, মা আমার বেঁচে আছে তো? আর—আর, না থাক্—

মোহনচাঁদ। খুড়ীমা কেঁদে কেঁদে অন্ধ হ'য়ে নামমাত্র বেঁচে আছেন। আর যা, তার সংবাদ আমি জানি না। তবে আমি বিবাহ করেছি, সে ভাল আছে। সখা! তুমি আমার স্ত্রীকে আশীর্ব্বাদ দিতে একটীবার যাবে না?

তুলসীদাস। ভাই! তুমি কোথায় আছ? এখান থেকে যাওয়া কি সম্ভব হবে?

মোহনচাঁদ। কিষণলালের প্রতিষ্ঠিত তুলসী-নিকেতনে উপস্থিত আমরা বাস কর্‌ছি, যদি একটু কষ্ট ক'রে যাও। স্মরণ থাকে যেন, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্ ব'লে আশীর্ব্বাদ করেছ।

তুলসীদাস। মোহন! এখন আমি বড় ব্যস্ত, এই মুহূর্ত্তে দিল্লী যাত্রা কর্‌ছি—দিল্লী থেকে এসে গুরুদেবকে নিয়ে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা কর্‌বো,—সেখান থেকে ফিরে এসে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌বার

বিশেষ চেষ্টা কর্‌বো। এখন আসি ভাই! যদি সম্ভব হয়, মাকে আমার প্রণাম জানিও।

[প্রস্থান ।

মোহনচাঁদ। ধন্য প্রভু! ধন্য তোমার দয়া।

প্রস্থান ।

সপ্তম দৃশ্য।

দিল্লীর দরবার।

সিংহাসনে সম্রাট আকবর, পার্শ্বে বৈরামখাঁ, অন্যান্য ওমারহগণ চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত, সম্মুখে সোৎসুক-নয়নে নর্ত্তকীগণ দণ্ডায়মান।

আকবর। [নর্ত্তকীগণের প্রতি] আজ এই মুহূর্ত্তে এখানে এক জন হিন্দু সাধু আগমন কর্‌ছেন। তাঁর নাম তুলসীদাস, তিনি ভগবানের অতি প্রিয়পাত্র,—তোমরা আজ তাঁকে সাদর সম্ভাষণ দ্বারা প্রসন্ন কর্‌বে।

বৈরামখাঁ। বৎস! আমার মনে হয়, কিষণলালের জীবনীসঞ্চার ব্যাপার একটা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র। কিষণলালকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেবার সময় যদিও আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম, তথাপি আমার মনে হয়, ফাঁসি-রজ্জুর মধ্যে এমন একটা অভাবনীয় কৌশল ছিল,

যাতে তার প্রাণবায়ু প্রকৃতপক্ষে বহির্গত হয় নাই; না জীবনীসঞ্চার যদি মানুষের করায়ত্ত হ'তো, তা হ'লে সে চেষ্টা ক'রে দেখ্‌তো।

আকবর। আপনি যখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কাষ্ঠ বিশেষভাবে লক্ষ্য কর্‌লেন না কেন?

বৈরামখাঁ। কেন কর্‌লাম না জান! আমি ফাঁসীকাষ্ঠ স্পর্শ কর্‌লে অপবিত্র হ'য়ে যাবে। সে অপবিত্র ফাঁসীকাষ্ঠে হিন্দু কখনও গলা বাড়িয়ে দিত না, শেষে এই নিয়ে কিছু একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হ'তো।

আকবর। আপনি যাই বলুন, আমি কিন্তু হিন্দু সন্ন্যাসীর অমানুষিক শক্তিকে অবিশ্বাস কর্‌তে পারি না। তিনি আস্‌ছেন, এখনই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ্‌তে পাবেন। আর ষড়যন্ত্রের কথা যা বল্‌ছেন, আমার মনে হয় কিষণলালের পুনর্জীবনলাভে আদৌ ষড়যন্ত্র ছিল না—ফাঁসীকাষ্ঠে ষড়যন্ত্র ছিল না, ষড়যন্ত্র ছিল সেই অভিযোগে। আরও বলি শুনুন; আপনি চিরদিনই হিন্দুবিদ্বেষী, সেই বিদ্বেষের চ'ক্ষে হিন্দু সন্ন্যাসী তুলসীদাসের ন্যায় মহাত্মাকে আপনি যখন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করেছেন, তখন আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি, আপনি যত দিন বেঁচে থাক্‌বেন,—আপনার ঐ পাপ নিশ্বাস যতদিন আমার জাতির উপর সংক্রামিত হবে; ততদিন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সখ্যতাস্থাপন সম্পূর্ণ অসম্ভব। আপনাকে অনুরোধ কর্‌ছি—আপনার নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছি, আপনি প্রাণ দিয়ে হিন্দুকে ভালবাস্‌তে শিখুন, দেখ্‌বেন, সে আপনাকে সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দেবে। বিলিয়ে দেবার জন্য এ জাতটার উদ্ভব। এ বিশ্ব-সংসারে সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে পরমানন্দ লাভ কর্‌তে পারে, একমাত্র হিন্দু, অন্য জাতি নয়। —যাক্‌, ঐ যে সাধু এসে পড়েছেন, এখনই আপনার ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত কর্‌তে সমর্থ হবো।

নর্ত্তকীগণ।—[অগ্রসর হইয়া]

গীত।

এস হে এস হে হিন্দু।
তব আগমন করি আকিঞ্চন, আছি ব'সে হে বন্ধু॥
মরা প্রাণে দিয়েছ প্রাণ, তুমি হে মহাশক্তিমান,
নিরাশ প্রাণে কর দান, দানিয়া কৃপাবিন্দু।
দুঃখীর মনের বাসনা, [illegible] কামনা,
দিও না যাতনা দিও না, ওহে প্রেম-সিন্ধু॥

তুলসীদাসের প্রবেশ।

তুলসীদাস। যাও মা সকল, ভগবান তোমাদের আশা পূর্ণ করবেন।

[কুর্ণিশ করিয়া সখীগণের প্রস্থান।

[তুলসীদাসকে দেখিয়া সপারিষদ সম্রাট দণ্ডায়মান হইলেন]

সকলে। আসুন—আসুন।

তুলসীদাস। হে ভগবানের প্রতিভূ, আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন। হে মহানুভব সভাস্থ ব্যক্তিগণ, আমার সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করুন।

আকবর। আমি ভগবানের নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করি, আপনার তপস্যার মঙ্গল হোক্।

তুলসীদাস। সম্রাট! আমাকে আহ্বান করেছেন কেন?

আকবর। আপনি মৃতদেহে জীবনদান ক'রে যে অলৌকিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তাতে বিশ্ববাসী স্তম্ভিত হ'য়ে গেছে, তাই আমরা আপনার চরণ দর্শনে অভিলাষী হয়েছি।

তুলসীদাস। মৃতদেহে জীবনদান, তাতে তো আমার কিছুমাত্র কৃতিত্ব নাই সম্রাট! সে সবই তো ভগবানের ইচ্ছা।

আকবর। তা হ'লেও সে ইচ্ছার প্রয়োজক আপনি।

তুলসীদাস। না রাজন্, মানুষ কখনও প্রয়োজক হয় না, মানুষ সর্ব্বত্রই প্রযোজ্য, একমাত্র প্রয়োজক ভগবান।

আকবর। অবশ্য আপনি ভগবদ্ভক্ত, আপনি সবই বল্‌তে পারেন। এখন উপস্থিত আমাদের প্রার্থনা, আমি বহু সম্ভ্রান্ত ওমারহগণকে আমন্ত্রণ ক'রে এনেছি, নিজেও সাতিশয় কৌতূহলী হয়েছি, এখন দয়া ক'রে দু' একটা অলৌকিক কৃতিত্ব দেখিয়ে দিন, আমরা পরম পরিতৃপ্ত হই।

তুলসীদাস। সম্রাট! এ আমাকে কি আদেশ কর্‌ছেন? ভগবানের ইচ্ছার উপর তো আমার অধিকার নাই। তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল, তিনি আমাকে নিমিত্ত বা প্রযোজ্য ক'রে মৃতদেহে জীবনদান করেছেন, তাতে আমার কণামাত্র কৃতিত্ব নাই।

আকবর। দেখুন, আপনি ভক্ত, আপনি ভগবানকে জানেন,—আমরা সামান্য মনুষ্য, আমরা তো তা জানি না। আমরা আপনাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি, কাজেই মৃতদেহে জীবনদান আপনারই কৃতিত্ব ব'লে মনে ক'রে নিয়েছি। এখন দয়া ক'রে আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করুন।

তুলসীদাস। সম্রাট! আমাকে দয়া ক'রে ক্ষমা করুন। ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত একগাছি তৃণ উত্তোলন কর্‌বার শক্তি আমার নাই। ইচ্ছাময় ইচ্ছা না কর্‌লে কেমন ক'রে আপনাদের ইচ্ছা পূর্ণ করি সম্রাট?

আকবর। সাধু! আমার বিনীত প্রার্থনা, অন্ততঃ একটা অলৌকিক কৃতিত্ব আপনি দয়া ক'রে দেখান। আমি বড়মুখ ক'রে এই সব ওমরাহগণকে আমন্ত্রণ ক'রে এনেছি, আমাকে অপ্রস্তুত কর্‌বেন না।

তুলসীদাস। সম্রাট! আমি পূর্ব্বেই বলেছি, আলৌকিক কৃতিত্ব দেখাতে পারি, সে শক্তি আমার নাই। আমি ঐন্দ্রজালিক বাজীকর নই সম্রাট, আমি নগণ্য ভিক্ষুক।

বৈরামখাঁ। এখন প্রত্যক্ষ দেখ্‌লে তো বাবা. আমি ঐ দেখ্‌তে দেখ্‌তে বুড়ো হ'য়ে গেলাম। মৃতদেহে জীবন দান করা একটা প্রকাণ্ড ভণ্ডামী; আমি তো বলেছি, মানুষের ও শক্তি থাক্‌তে পারে না।

আকবর। সাধু! আমি আপনাকে পঞ্চাশটী জায়গীর দান কর্‌ছি, আপনি আমার মান বাঁচান

তুলসীদাস। সম্রাট! সত্যই আমার সে শক্তি নাই, বৃথা আমাকে প্রলুব্ধ কর্‌ছেন।

আকবর। কি, আমার অনুরোধ রক্ষা করবেন না? এখনও স্থির-চিত্তে চিন্তা ক'রে দেখুন, রাজশক্তির অপমাননা কর্‌বেন না। কি—তথাপি নিরুত্তর! কোন্ হ্যায়?

বেগে জনৈক দৌবারিকের প্রবেশ।

আকবর। দেখুন, এখনও চিন্তা ক'রে দেখুন। ওঃ—তথাপি নিরুত্তর! বুঝেছি—উত্তম। দৌবারিক! এই মুহূর্ত্তে এই সাধুকে বন্ধন ক'রে কারাগারে নিক্ষেপ করগে যাও; কাল এর বিচার হবে। যাও—শীঘ্র নিয়ে যাও। [বন্ধনাবস্থায় তুলসীদাস] এখনও দেখুন, যদি একটা কিছু আশ্চর্য্য দেখান, এই মুহূর্ত্তে বন্ধন মুক্ত ক'রে দিই।

তুলসীদাস। কি করবো সম্রাট! যথার্থই বল্‌ছি, প্রভুর ইচ্ছা না হ'লে তো আমার কোন শক্তি নাই।

আকবর। উত্তম! নিয়ে যাও।

[তুলসীদাসকে লইয়া দৌবারিকের প্রস্থান।

[নেপথ্যে সহসা ভীষণ চীৎকার]

আকবর। একি ভীষণ চীৎকার! সহসা এমন শান্তিময় জনপদ চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো কেন?

বেগে নগররক্ষকের প্রবেশ।

নগররক্ষক। সম্রাট! সর্ব্বনাশ হ'লো, দিল্লীনগরী আর রক্ষা কর্‌তে পারি না। কোথা থেকে সহসা পঙ্গপালের ন্যায় বানরের দল এসে নগরী ধ্বংস ক'রে দিলে। সম্রাট! বড়ই আশ্চর্য্য! মুহুর্মুহু অগ্নি-বর্ষণ কর্‌লাম, কিন্তু তাদের একগাছি লোমও পুড়লো না।

আকবর। সত্যই বড় আশ্চর্য্য ঘটনা! তাই তো, এ যে বড় চিন্তার বিষয় হ'লো! বল—বল নগররক্ষক, দিল্লীর অধিবাসীরা কি করছেন?

নগররক্ষক। কেউ কাঁদ্‌ছেন, কেউ পালাচ্ছেন, কেউ পালাতে পালাতে বানরের চড় খেয়ে উল্‌টে পড়ছেন। কারও নাক গেছে, কারও কান গেছে, কারও পরণের বস্ত্র গেছে—উলঙ্গ হ'য়ে ছুট্‌ছে। সম্রাট! সম্রাট! ঐ যে—ঐ যে এদিকে এক পাল বানর ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আস্‌ছে।

বৈরামখাঁ। দাও—দাও, আমার হাতে বন্দুক দাও, সকলে মিলে একযোগে গুলিবর্ষণ কর।

গীতকণ্ঠে বানরগণের প্রবেশ ও গুলিবর্ষণের ভীষণ শব্দে—
উন্মত্তভাবে নৃত্য করিতে করিতে বৈরামখাঁর
গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিয়া প্রস্থান।

বানরগণ ।—

গীত ।

হুপ্ হুপা হুপ্ হুপ্. কুপ্ কুপা কুপ্ কুপ,
হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ চল্ চ'লে।
কিচির মিচির কিচ, হিচ্ হিচ হিচ্ হিচ্,
আয় ছু'টে আয় দলে দলে ॥
সুর ধ'রে মারব চড়, পাঠিয়ে দেব যমের ঘর,
ছিঁড়্বো চুল পড়্ পড, ভাঙ্গব পাঁজর এক কিলে।
জোরে জোরে মার্বো লাফ, ভেঙ্গে-চুরে কর্বো সাফ্,
দেখিয়ে দেবো মোদের প্রতাপ এক ঘুষিতে ফাটিয়ে পিলে ॥

আকবর। [নতজানু হইয়া] আল্লা! একি বিপদে ফেল্লেন? সামান্য বানরের যুদ্ধে অস্ত্রবল ব্যর্থ হ'য়ে গেল? কেমন ক'বে বানরের হাত থেকে অসংখ্য নরনারীর জীবন রক্ষা করি? আল্লা! বালকের হাতে সাম্রাজ্য তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত থেকো না প্রভু!

ভিক্ষুকবেশী কিষণলালের প্রবেশ।

কিষণলাল। সম্রাটের জয় হোক্।

আকবর। কে—কে, কিষণলাল? তোমার এই অবস্থা! বন্ধু! আজ আমি বড় বিপন্ন, তা নগরের অবস্থা দেখেই বুঝ্তে পারছ।

কিষণলাল। সবই বুঝ্তে পেরেছি, তাই আজ আমি ভিক্ষুকবেশে প্রার্থী হ'য়ে আপনার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছি।

আকবর। ভাগ্যবান হিন্দুবীর! তুমি তোমার প্রাণদাতা সাধুর উদ্ধারকল্পে এখানে এসেছো, অন্যে তোমাকে চিন্তে না পারুক্, আমি তোমাকে বেশ চিন্তে পেরেছি। কিন্তু হে সত্যাশ্রয়ী ধর্ম্মবীর! এ সময় আমি যে প্রার্থনা পূর্ণ কর্তে পারি না।

কিষণলাল। কেন সম্রাট, এই তো যোগ্য সময়।

আকবর। আমি তাঁর নিকট করযোড়ে প্রার্থনা জানিয়েছি—একটা কিছু আলৌকিক ব্যাপার দেখ্‌বার জন্য। তিনি ইচ্ছা কর্‌লে পার্‌তেন, কিন্তু স্বেচ্ছায় আমার প্রার্থনা উপেক্ষা করেছেন। যতক্ষণ তিনি একটা অমানুষিক কিছু না দেখাচ্ছেন, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, ততক্ষণ আমি কিছুতেই তাঁকে মুক্ত ক'রে দেবো না।

কিষণলাল। সম্রাট! তিনি তো আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন।

আকবর। কৈ—কৈ হিন্দুবীর! আমি তো তা হ'লে এই দণ্ডেই সসম্মানে তাঁকে মুক্তি দান কর্‌তাম।

কিষণলাল। সম্রাট! মাপ কর্‌বেন; আপনি অন্ধ, তাই দেখ্‌তে পাচ্ছেন না! ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মোগলশক্তি যখন সামান্য বানরের যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে বিপন্ন হয়েছে, তখন আমার প্রাণদাতা সাধু এর চেয়ে আর কি আশ্চর্য্য কৃতিত্ব দেখাবেন সম্রাট?

আকবর। এঁ্যা—তাই না কি? একি সেই সাধুর ইঙ্গিতেই বনের বানর আমাকে বিপন্ন ক'রে তুলেছে? উঃ—তা যদি হয়, এর চেয়ে আর আশ্চর্য্য কিছুই নাই।

কিষণলাল। এতে আর "যদি" নেই সম্রাট, আমাকে বিশ্বাস করুন। তাঁকে একবার মুক্ত ক'রে দিয়ে দেখুন, এখনই সকল সংশয় দূরীভূত হবে। আমি এখানে থাক্‌লে তিনি অসন্তুষ্ট হ'তে পারেন,—এখন আসি সম্রাট!

[প্রস্থান।

আকবর। আচ্ছা, কোন্ হ্যায়? [দৌবারিকের প্রবেশ] যাও, সাধুকে সসম্মানে এখানে নিয়ে এস।

[দৌবারিকের প্রস্থান।

বৈরামখাঁ। বাবা, বুজরুকিতে ভুল ক'রো না, তোমার ইস্‌লাম ধর্ম্মের মাথা হেঁট হবে।

আকবর। খাঁ-বাবা, মাপ করবেন,—এ দিল্লীর দরবার, এখানে হিন্দু-মুসলমানের সমান অধিকার, এখানে কোন ধর্ম্মের গোড়ামী চল্‌বে না।

তুলসীদাসকে লইয়া দৌবারিক ও নগররক্ষকের প্রবেশ।

নগররক্ষক। জাঁহাপনা, আশ্চর্য্য এই সাধুর শক্তি! যেমন এঁকে মুক্তিদান করা হয়েছে, অমনি এঁকে দেখেই বানরের দল করযোড়ে প্রণাম ক'রে দিল্লী ছেড়ে শান্তভাবে চ'লে যেতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। সম্রাট! ইনি মানুষ নন্, দেবতা।

আকবর। সাধু! আমি বালক; আপনাকে বুঝ্‌তে পারি, তেমন শক্তি আমার নাই,—আমাকে ক্ষমা করুন। [নতজানু হইলেন]

তুলসীদাস। করেন কি সম্রাট! [হাত ধরিয়া তুলিলেন] উঠুন। আপনি ঈশ্বরের প্রতিভূ, সমগ্র ভারতের ভাগ্যবিধাতা।

আকবর। সাধু! আমি আপনার ইচ্ছামত কিছু দান করতে চাই, দয়া ক'রে গ্রহণ করবেন কি?

তুলসীদাস। আপনি উদারচরিত্র সম্রাট, আপনার দান সাদরে গ্রহণ করবো। তবে এই দান করুন সম্রাট, আজ থেকে হিন্দুর প্রতি হিন্দুরাজার ন্যায় ব্যবহার করবেন।

আকবর। তাই হবে মহাপুরুষ, তাই হবে। ধন্য সাধু, তোমাকে দান করতে গিয়ে আজ আমার প্রতিগ্রহ হ'য়ে গেল।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ব্রাহ্মণ-সভা।

ব্রাহ্মণগণ, সত্যানন্দ ও প্রেমানন্দ।

১ম ব্রাহ্মণ। কৈ মহারাজ আপনার গঙ্গারাম, এখনও তো এলো না?

সত্যানন্দ। তা আমি কি জানি, আপনারা ব্রাহ্মণ-সভা আহ্বান করেছেন, বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় আমি নিমন্ত্রিত হ'য়ে এখানে এসেছি। ব্রাহ্মণঘাতী মহাপাপী গঙ্গারাম কোনরূপ বৈধ প্রায়শ্চিত্ত করে নি, তাতে তার পাপক্ষয় হয়েছে কি না হয়েছে, সে প্রমাণ করা না করা আপনাদের ইচ্ছা।

২য় ব্রাহ্মণ। তা তো বটেই—তা তো বটেই, আপনার এতে কি স্বার্থ আছে! ওহে ত্রিবেদী মহাশয়! তাকে ধ'রে নিয়ে আসা হোক্। ব্রহ্মহত্যা ক'রে যদি যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত না করে, তা হ'লে আমাদের ধর্ম্মের আর কি রইলো!

৩য় ব্রাহ্মণ। ঠিক্ বলেছ ভট্টাচার্য্য, সে কথা বল্‌তে! তাকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে, আর একটু অপেক্ষা করা যাক্; তারপর যদি না আসে, তার গলায় গামছা দিয়ে ধ'রে নিয়ে আনা হবে। ঐ যে পাষণ্ডটা আস্‌ছে,—সব মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ান, মহাপাপীর মুখদর্শন শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে।

[সকলে বিমুখ হইয়া দণ্ডায়মান]

ধীরে ধীরে গঙ্গারামের প্রবেশ।

গঙ্গারাম। ব্রাহ্মণেভ্যঃ নমঃ। মহাশয়গণ! আমাকে আহ্বান করেছেন কেন?

১ম ব্রাহ্মণ। তুমি কি যথার্থই ব্রহ্মহত্যা করেছিলে?

গঙ্গারাম। আজ্ঞে হাঁ।

২য় ব্রাহ্মণ। সে মহাপাপের জন্য যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত কর নাই কেন?

৩য় ব্রাহ্মণ। পণ্ডিতপ্রবর সত্যানন্দঠাকুর এতদ্দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাপক, তিনি যে ব্যবস্থা প্রদান করেছিলেন, তদনুরূপ প্রায়শ্চিত্ত কর নাই কেন, তার উত্তর দাও?

গঙ্গারাম। গুরুদেবের উপদেশে পবিত্র রামনাম জপ ক'রে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছি, এখন আমি নিষ্পাপ।

২য় ব্রাহ্মণ। কে তোমার গুরু, এমন অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা করেছেন?

গঙ্গারাম। আমার গুরুদেবকে আপনারা জানেন না? যিনি পবিত্র রামচরিত্র রচনা ক'রে এই মর জগতে এক নূতন স্বর্গের সৃষ্টি করেছেন, যিনি তারকব্রহ্ম রামনাম উচ্চারণ ক'রে মৃতদেহে জীবন দান করেছেন, সেই পরম ভাগবত শ্রীপাদ তুলসীদাস গোস্বামীই আমার গুরুদেব।

সত্যানন্দ। শেষে কি বৈরাগীর ব্যবস্থায় আমাদের ব্রাহ্মণসমাজ চল্‌বে না কি? রামায়ণ রচনা, সে কে বা পড়্‌ছে, কেই বা শুন্‌ছে? আর মৃতদেহে প্রাণদান, সে তো একটা মস্ত বড় ষড়যন্ত্র। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, মহামাননীয় সম্রাট সেই ভণ্ড বৈরাগী বেটাকে দিল্লীতে ধ'রে নিয়ে গেছে, হয় না হয় ওকেই জিজ্ঞাস ক'রে দেখুন না!

২য় ব্রাহ্মণ। বটে! ওহে ছোকরা, তোমার সে গুরুঠাকুর এখন কোথায়?

গঙ্গারাম। আজ্ঞে, তিনি দিল্লীতে গিয়েছেন।

প্রেমানন্দ। তা যাক্ বাপু, হঠাৎ আস্‌বেন না তো?

গঙ্গারাম। কি ক'রে বল্‌বো মহাশয়, আজ এক পক্ষকাল তিনি এখানে নাই; কখন আস্‌বেন, তা তিনিই জানেন।

সত্যানন্দ। এখন শুন্‌লেন তো, সেই ষড়যন্ত্রকারী রাজদ্রোহী বৈরাগী হ'লেন ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থাপক; এর চেয়ে আর কি অধঃপতন আমাদের হ'তে পারে?

২য় ব্রাহ্মণ। ওহে বাপু, তোমাকে বৈধ প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তেই হবে, ও সব রামনাম জপ করা বুজরুকি চল্‌বে না।

প্রেমানন্দ। নিশ্চয়ই,—হয় তুষানলে, নয় গঙ্গার জলে হঠাৎ প্রাণ-ত্যাগ কর্‌তেই হবে; নাস্তি পন্থাঃ দ্বিতীয়ঃ—ইতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

গঙ্গারাম। আমার শরীরে পাপ নাই, তথাপি প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হবে?

সত্যানন্দ। তুমি তো আচ্ছা উন্মাদ হে! তুমি নিজে বল্‌ছ তোমার শরীরে পাপ নাই, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পার? নইলে এঁরা বিশ্বাস কর্‌ছেন না। স্পষ্ট কথা বুঝ্‌তে পেরেছ?

গঙ্গারাম। রামনাম জপে পাপ ক্ষয় হয়, এর আর প্রত্যক্ষ প্রমাণ কি দেবো? রাম নাম জপ ক'রে কোটী কোটী ব্রহ্মঘাতী দস্যু রত্নাকর পাপমুক্ত হয়েছিলেন, এ কথা তো সবাই জানেন, তবে রাম নামে বিশ্বাস হারাচ্ছেন কেন?

সত্যানন্দ। খুব সত্য; দস্যু রত্নাকর রামনাম জপ করতে করতে বল্মীকস্তূপে আছন্ন হ'য়ে গিয়েছিল, আর তুই বেটা নেয়ে খেয়ে তেল-

চুকচুকে দেহটা ক'রে নিয়ে বেড়াচ্ছিস্ আর তুলনা করছিস্ মহর্ষি বাল্মি-কীর সঙ্গে! ও সব আমরা শুনতে চাই না, চিরপ্রচলিত ব্যবস্থা ছেড়ে দিয়ে বৈরাগীর ব্যবস্থা মানবো না। শোন, ঐ বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখে একটা শ্বেত পাথরের ষাঁড় রয়েছে, ঐ ষাঁড় যদি তোমার প্রদত্ত তৃণমুষ্টি ভক্ষণ করে, তা হ'লে বুঝবো তুমি নিষ্পাপ, নতুবা প্রচলিত ব্যব্যস্থানুসারে তোমাকে তুঁষানলে প্রাণত্যাগ করতেই হবে।

ব্রাহ্মণগণ। [সমস্বরে] সুব্যবস্থা হয়েছে। পাথরের ষাঁড়কে ঘাস খাওয়াও বাবা, তুমিও নিশ্চিন্ত আমরাও নিশ্চিন্ত।

গঙ্গারাম। জড় প্রস্তরমূর্ত্তি কেমন ক'রে আমার প্রদত্ত তৃণমুষ্টি গ্রহণ করবে, আমি যে বুঝতে পাচ্ছিনে। মহাশয়গণ! এ যে অসম্ভব।

সত্যানন্দ। রাম নাম জপ কলিতে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত তেমনি অসম্ভব। বুঝলে ছোকরা, বুঝতে পেরেছ? ব্রাহ্মণগণ! আপনারা এঁর তুঁষানলের ব্যবস্থা ক'রে দিন।

প্রেমানন্দ। হঠাৎ ক'রে ফেলুন, বিলম্বে কার্য্যহানিঃ স্যাৎ, শুভস্য শীঘ্রং—শুভস্য শীঘ্রং।

বেগে মধুসিংয়ের প্রবেশ।

মধুসিং। গুরুভাই! কেন তুমি ভাবছ? এখান থেকে চ'লে এস। গুরুজী যখন বলেছেন তুমি নিষ্পাপ, তখন তোমার চিন্তা কি?

২য় ব্রাহ্মণ। আরে এ বেটা আবার কে রে?

সত্যানন্দ। [স্বগত] সর্ব্বনাশ! এই মধুসিংটা আমার গুপ্ত বিষয় সব জানে, এ বেটা জীবিত থাকতে আমার কিছুতেই শান্তি নাই। যাক্, বেশী ঘাঁটান হবে না। [প্রকাশ্যে] বড় ভাল—বড় ধার্ম্মিক, আমার কাছে ছিল কি না, অমন বিশ্বাস ভৃত্য আমি জীবনে একটীও

দেখি নি। তা বাবা মধু, চ'লে এলে কেন ? সকলেই তোমার জন্য দুঃখিত।

২য় ব্রাহ্মণ। তা এমন ভাল লোক, আমাদের অপমানিত করতে এসেছে কেন ?

সত্যানন্দ। না, না, না, ও তেমন লোকই নয়, বড় ভাল ছেলে ব্রাহ্মণের অপমান হবে, অমন কাজ কি ও করতে পারে !

মধুসিং। পারি না সত্য, ব্রাহ্মণের উপকারের জন্য প্রয়োজন হ'লে মধুসিং হৃদয়শোণিত ঢেলে দিতে পাবে ; কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ যদি আচার-ভ্রষ্ট হ'য়ে পড়েন, স্বার্থ-মদিরায় উন্মত্ত হ'য়ে শাস্ত্রবাক্যের মর্য্যাদা নষ্ট করেন, তা হ'লে আমি তেমন ব্রাহ্মণকুল-কলঙ্ককে শূলে চাপিয়ে দিতেও দ্বিধা বোধ করি না।

ব্রাহ্মণগণ। কি—তুমি ব্রাহ্মণকে শূলে চাপাবে, এত দূর স্পর্দ্ধা !

প্রেমানন্দ। মধুসিং ব্রাহ্মণকে অপমান করেছে, প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিন।

২য় ব্রাহ্মণ। নিশ্চয়ই ; এ ব্রাহ্মণ-সভা, এখানে মধুসিং কেন আসে ? আমরা একযোগে অভিসম্পাত দেবো।

মধুসিং। কি বলবো ঠাকুর. লাঠীগাছটা গুরুজীর চরণে ফেলে দিয়েছি, নইলে ওসব ভণ্ডামির প্রতিফল হাতে হাতে দেখিয়ে দিতাম।

৩য় ব্রাহ্মণ। কি—তুমি ব্রহ্মহত্যা করতে ? আরে আরে নরাধম ! তবে শোন্,—এমন অভিসম্পাত দেবো, চিরজীবন জ্ব'লে পুড়ে মরবি।

গঙ্গারাম। ভূদেব ব্রাহ্মণ! মধুসিংকে ক্ষমা করুন, আমার তুঁষানলের ব্যবস্থা ক'রে দিন। আমি স্বেচ্ছায় জীবন ত্যাগ ক'রে আপনাদের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখি।

সত্যানন্দ। বেশ—বেশ, তাই হোক্, আপনারা মধুসিংকে এ ক্ষেত্রে

ক্ষমা করুন। গঙ্গারাম যখন তুঁষানলে প্রাণত্যাগ করতে স্বীকৃত হয়েছে, তখন শীঘ্র তার ব্যবস্থা ক'রে দিন। ভালই হ'লো, আপনাদের ব্রাহ্মণ-সভার সম্মান রক্ষা হ'লো।

গঙ্গারাম। [উদ্দেশ্যে] গুরুদেব! গুরুদেব! জন্মের মত চল্‌লাম, আর সে রাতুল চরণদর্শন আমার ভাগ্যে ঘটলো না। পবিত্র রামনামের পাপক্ষয় শক্তি সপ্রমাণ করতে পার্‌লাম না, এই আমার জীবনে দুঃখ থেকে গেল। ওঃ—গুরুদেব! [অশ্রুমোচন]

সহসা তুলসীদাসের প্রবেশ।

তুলসীদাস। ভয় কি বৎস গঙ্গারাম, আমি এসেছি।

গঙ্গারাম। গুরুদেব! পবিত্র রামনামের মাহাত্ম্য রক্ষা করুন। ঐ জড় প্রস্তরমূর্ত্তি আমার প্রদত্ত তৃণমুষ্টি ভক্ষণ না কর্‌লে এই সমস্ত ব্রাহ্মণগণ বিশ্বাস কর্‌বেন না যে আমি নিষ্পাপ। গুরুদেব! কি হবে?

তুলসীদাস। কোন চিন্তা নাই বৎস! পবিত্র রামনামের মাহাত্ম্য প্রচার করতে আমার ন্যায় নগণ্য সেবকের কোন প্রয়াস পেতে হবে না; সে মাহাত্ম্য মহাশূন্যে স্বতঃই বিকাশমান। আহা, ঐ যে—ঐ যে প্রভু আমার করসঙ্কেতে ইঙ্গিত করছেন! ঐ যে—ঐ যে প্রভু আমার নেমে আস্‌ছেন!

গঙ্গারাম। গুরুদেব! গুরুদেব! এ যে জড় অচৈতন্য প্রস্তরমূর্ত্তি, কেমন ক'রে সম্ভব হবে?

তুলসীদাস। কি বল্‌ছো গঙ্গারাম? বিশ্বের প্রতি অণু পরমাণুতে প্রভু আমার ব্রহ্মরূপে বিরাজ কর্‌ছেন, ভক্তের আহ্বান-ঝঙ্কারে অণু-পরমাণুতে সেই ব্রহ্ম চৈতন্যরূপে দেখা দেন। এর প্রমাণ তো কত যুগ-

যুগান্তর ধ'রে হ'য়ে আস্‌ছে। মনে পড়ে বৎস, পরম ভাগবত প্রহ্লাদ যখন প্রাণভ'রে ডেকেছিলেন, তখন সেই ব্রহ্ম স্ফটিকস্তম্ভে নর-সিংহ মূর্ত্তিতে দেখা দিয়েছিলেন। তবে কেন চিন্তা কর্‌ছো বৎস? যাও—প্রাণভ'রে পবিত্র রামনাম উচ্চারণ ক'রে ঐ প্রস্তরনির্ম্মিত ষণ্ডের মুখে তৃণমুষ্টি প্রদান কর; প্রভু রামচন্দ্র ভক্তের আহ্বান-ঝঙ্কারে ঐ জড় প্রস্তরমূর্ত্তিতে চৈতন্যরূপে আবির্ভূত হ'য়ে তোমার প্রদত্ত তৃণমুষ্টি ভক্ষণ কর্‌বেন।

গঙ্গারাম। দিন—দিন মহাশয়, আমাকে একমুষ্টি তৃণ দান করুন। [তৃণমুষ্টি লইয়া] আমার গুরুদেব যখন উপস্থিত রয়েছেন, তখন আমার ভয় কি? [তুলসীদাসের চরণে প্রণাম করিয়া] গুরুদেব! আমি কিছুই জানি না, নিজগুণে আমার অন্তরে ভক্তিরস সঞ্চারিত করুন।

তুলসীদাস। গঙ্গারাম! রাম নামে বিশ্বাস হারিও না বৎস, অগ্রসর হও।

গঙ্গারাম। জয় রাম রাম রাম, জয় রাম রাম রাম। [ষণ্ডের মুখে তৃণমুষ্টি প্রদান করিলে ষণ্ড উহা ভক্ষণ করিল]

ব্রাহ্মণগণ। কি হ'লো—কি হ'লো, পাথরের ষাঁড় গঙ্গারামের হাতের ঘাস খেয়ে ফেল্লে! ও বাবা, কে তুমি বাবা গোঁসাইজী, আমাদের রক্ষা কর। আমাদের এই পণ্ডিতজী ডেকে এনেছিলেন বাবা, আমরা এব কিছুই জানি না বাবা! আমাদের রক্ষা কর বাবা—আমাদের প্রাণে মেরো না বাবা! [তুলসীদাসের চরণ ধরিতে উদ্যত]

তুলসীদাস। করেন কি—করেন কি, কোন ভয় নাই, রাম নাম উচ্চারণ করুন।

ব্রাহ্মণগণ। জয় সীতারামকী জয়!

সত্যানন্দ। ঐন্দ্রজালিক বাজীকরের মোহে আপনারা মুগ্ধ হ'তে

পারেন আমি ও আদৌ বিশ্বাস করি না। এস প্রেমানন্দ, আবার যেন ব্রাহ্মণেরা বার্ষিক বৃত্তি নিতে আমার কাছে যায়।

[প্রস্থান।

নন্দ। মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ। চলুন—বিনা পয়সায় [illegible] গেল।

[প্রস্থান।

তুলসীদাস। ভূদেব ব্রাহ্মণগণ! আপনারা যখন পবিত্র রামনাম উচ্চারণ করেছেন, তখন আমি আপনাদের চরণের দাস। আসুন—

[সকলের প্রস্থান।

[illegible] দৃশ্য।

কুটীর।

চক্ষুহীনা তুলসীদেবীর লাঠি ধরিয়া ধীরে ধীরে প্রবেশ।

তুলসীদেবী। কিসের শব্দ হ'লো রে, এদিকে একটা কিসের শব্দ হ'লো? এখন দিনমান কি রাত্রি, কিছুই তো বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে! একাদশী ক'রে আছি ব'লে কি খেলাম না খেলাম, এদিকে আর কেউ খোঁজ নিতে আসে নি। এখন পিপাসায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে! কি করি, রাত পুইয়েছে কি না বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে তো। পাখীগুলো ডাক্‌ছে বটে, কিন্তু সূর্য্যদেব যদি না উঠে থাকেন,

শেষে কি এই বুড়ো বয়সে একাদশীতে জল খাবো! তাই তো, কিসের যেন একটা শব্দ হ'লো! তুলসী কি বাড়ী এলো? আহা, এমন দিন কি হবে? ওঃ—বুক ফেটে যায়,—অমন ছেলে, অমন বৌ, বুক ফেটে যায়! ভগবান! আমার বুকের কলিজা ছিঁড়ে নিয়ে তুমি এত আনন্দ পাচ্ছ?

মনুয়ার প্রবেশ।

মনুয়া। মা! তুমি এখনো জল খাও নি? আমি তোমার জন্য কলা আর শাঁখ-আলু নিয়ে এসেছি। এই নাও মা! [ফলমূল প্রদান]

হুলসীদেবী। কে—মনুয়া এসেছিস্? রাত কি পুইয়েছে বাবা? এত দিন আস নাই কেন ধন?

মনুয়া। মা! অনেক বেলা হয়েছে, জল খাও মা! গরীবের ছেলে পাচ জায়গায় ঘুর্‌তে হয়, তাই আস্‌তে পারি নি। এখন কিছু খাও মা!

হুলসীদেবী। খাবো বৈ কি বাবা, পেট আর কোথায় গেছে বল? হ্যাঁ গোপাল? তুলসীর কোন সংবাদ পেয়েছ? তুমি বলেছিলে, তুলসীকে এনে দেবে, কৈ বাবা, তার তো কোন ব্যবস্থা কর্‌লে না?

মনুয়া। মা! তুলসী দাদা বৃন্দাবনে গেছে, সেখান থেকে ফিরে এলেই তোমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবো। মা—মা, ঐ যে মোহন দাদা আস্‌ছে, আমি পালাই। তুমি রোগা হয়েছ দেখ্‌লে সে নিশ্চয়ই আমার কান ম'লে দেবে।

[বেগে প্রস্থান।

হুলসীদেবী। আহা, মো[illegible]মার সবাই ভয় খায়। তুলসীও মোহনের ভয়ে একদিন জড়সড় ছিল। ওঃ—সে এক দিন!

মোহনচাঁদের প্রবেশ ।

মোহনচাঁদ। কেমন আছ খুড়ী মা ?

হুলসীদেবী। কে—মোহন এসেছ ? আমার তুলসীকে নিয়ে এসেছ বাবা ? তুলসী ! তুলসী ! আমার কাছে আয় বাবা ! মায়ের উপর কি অভিমান কর্‌তে আছে ধন, এস—কাছে এস। দেখ—দেখ বাবা, আমি তোর জন্য কেঁদে কেঁদে অন্ধ হ'য়ে গেছি।

মোহনচাঁদ। খুড়ী-মা, তুলসী এখন বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ হয়েছে, সে তো এখানে আস্‌বে না। সে তোমাকে দেখ্‌তে চেয়েছে, তাই তোমাকে নিতে এসেছি,—তুমি এখন আমার সঙ্গে কাশী চল।

হুলসীদেবী। কি—কি, মোহন! কি বল্‌লি, তুলসী এখানে আস্‌বে না ? ওঃ—ভগবান ! আর পারি না। [মূর্চ্ছিত হইয়া পতন]

মোহনচাঁদ। খুড়ীমা—খুড়ীমা ! কি সর্ব্বনাশ ! মূর্চ্ছা গেছেন, হয় তো বা এই মূর্চ্ছাই শেষ মূর্চ্ছা। ওঃ—ভগবান ! আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর্‌বার কেমন ধীরে ধীরে আয়োজন কর্‌ছো। ওঃ—যাই, স্থানান্তরে নিয়ে গিয়ে শুশ্রূষা ক'রে দেখি।

[হুলসীদেবীকে লইয়া প্রস্থান ।

[redacted] দৃশ্য।

সত্যানন্দের গুপ্ত প্রাসাদ।

সত্যানন্দ ও প্রেমানন্দ।

সত্যানন্দ। দেখ প্রেমানন্দ, আমার পড়তাটা বড়ই মন্দ পড়েছে।

প্রেমানন্দ। আজ্ঞে, বোধ হয় হঠাৎ কোন গ্রহবৈগুণ্য হয়েছে। কোন শান্তি-স্বস্ত্যয়ন কর্‌লে হয় না প্রভু?

সত্যানন্দ। সেই জন্যই আজ তোমাকে এই গুপ্ত মন্ত্রণাকক্ষে ডেকেছি—একটা ব্যবস্থা করতে হবে। এখন শুভাশুভ যা কিছু, সবই তোমার জন্য। আমি আর ক'দিন?

প্রেমানন্দ। আজ্ঞে, কি বল্‌ছেন? আপনার কি এমন বয়স হয়েছে যে হঠাৎ কিছু হবে?

সত্যানন্দ। ক্ষণভঙ্গুর শরীরের কথা কিছু বলা যায় না তো! যাক্, তার জন্য তত ভাবি না; এখন প্রধান চিন্তা সেই তুলসী গোঁসাইটে।

প্রেমানন্দ। আর সেই মধুসিংটা।

সত্যানন্দ। তার জন্য তত ভাবি না; ভগীরথসিংকে যখন শৃঙ্খলিত ক'রে ফেলেছি, তখন একটা কিছু হবেই। যাক্, এখন গোঁসাই বেটাকে না সরাতে পার্‌লে আমার আর কাশীতে থাকা চল্‌বে না। দিন দিন আমার পসারটুকু যেতে বসেছে—তেমন ভক্তিভাবে আর কেউ প্রণাম করে না,—যার যতটুকু স্বার্থ, সে ততটুকু ভক্তি দেখায়। এ অবস্থায় বেঁচে থাকা যে কি কষ্টকর, তা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য

কেউ বুঝ্‌তে পার্‌বে না। বুক ফেটে যায় প্রেমানন্দ, বুক ফেটে যায়! ওঃ—কি যন্ত্রণা!

প্রেমানন্দ। আজ্ঞে প্রভু! হঠাৎ আপনার বুকে কি হ'লো? তাড়াতাড়ি কোন কবিরাজকে সংবাদ দেবো?

সত্যানন্দ। না মূর্খ, এ ব্যাধির উপশম কবিরাজের ঔষধে হবে না; রুধির চাই—তুলসীদাসের বুকের রুধির চাই।

প্রেমানন্দ। আজ্ঞে, হঠাৎ এই রাত্রে রুধির পাওয়া যাবে কি ক'রে প্রভু? তাতে শুনেছি, গোঁসাইজী বৃন্দাবনে গেছেন, হঠাৎ তো কোন উপায় দেখ্‌ছি না ঠাকুর!

সত্যানন্দ। সূর্য্যসিং—সূর্য্যসিং!

সূর্য্যসিংয়ের প্রবেশ।

সূর্য্যসিং। আদেশ করুন প্রভু!

সত্যানন্দ। আজীবনকাল তুমি আমার অন্নে প্রতিপালিত, তুমি চিরবিশ্বাসী, বর্ত্তমানে তুমিই আমার প্রধান সর্দ্দার—তুমিই এ বিপদে আমার এক মাত্র বন্ধু।

সূর্য্যসিং। আদেশ করুন, আমাকে কি কর্‌তে হবে?

সত্যানন্দ। তুমি প্রতিশ্রুত আছ, স্মরণ আছে তুলসীদাসের হৃৎ-পিণ্ড এনে দেবে? আমি তাইতে একটা প্রলেপ প্রস্তুত ক'রে নিজের বুকে লাগাবো। স্মরণ আছে?

সূর্য্যসিং। আজ্ঞে, আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি।

সত্যানন্দ। উত্তম; বৃন্দাবন থেকে ফের্‌বার পথে প্রয়াগের নিকট যেখানে রাত্রি হবে, সেইখানে তোমার দলবল নিয়ে তাকে হত্যা কর্‌তে হবে। এই কার্য্য যদি অতি গোপনে সম্পন্ন কর্‌তে পার,

লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার পাবে, তোমার শত পুরুষের আর কাউকে ভেবে খেতে হবে না।

সূর্য্যসিং। কোন চিন্তা নাই প্রভু, আপনার কৃপা থাক্‌লে আমি সব করতে পারি।

সত্যানন্দ। তবে আজই যাত্রা কর। বৈরাগী বেটা এক মাস বৃন্দাবনে গেছে, ফের্‌বার সময় হ'লো। খুব সাবধান, আমি বড় চিন্তায় থাক্‌লাম।

সূর্য্যসিং। যো হুকুম। [প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

সত্যানন্দ। যাক্‌—একটা বিষয় নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কে আছ?

দৌবারিকের প্রবেশ।

সত্যানন্দ। যাও, ভগীরথসিং আর তার পুত্রকে নিয়ে এস।

দৌবারিক। যো হুকুম।

[দৌবরিকের প্রস্থান।

সত্যানন্দ। দেখ প্রেমানন্দ! শত্রু ক্ষুদ্র হ'লেও তাকে ক্ষমা করা উচিত নয়।

শৃঙ্খলিত ভগীরথসিং ও বীরসিংকে লইয়া
দৌবারিকের প্রবেশ।

দৌবারিক। এখন আমার প্রতি কি আদেশ হয় ঠাকুর?

সত্যানন্দ। যাও, সদরের লৌহদ্বার রুদ্ধ ক'রে দাও গে, খুব কড়া পাহারা দেবে।

প্রেমানন্দ। খুব সাবধান, যেন বাইরের বাতাস পর্য্যন্ত প্রবেশ কর্‌তে না পারে, বুঝ্‌লে?

দৌবারিক। যো হুকুম।

[প্রস্থান।

সত্যানন্দ। ভগীরথসিং! কিষণলালের বাড়ী থেকে রত্নবতীহরণে তুমি আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছ; মোহনচাঁদকে তুমি বেশ চিন্‌তে, তথাপি আমাদিগকে সাবধান ক'রে দাও নি। তোমারই কার্য্যের শৈথিল্যে কিষণলাল আমার এই গুপ্ত প্রাসাদে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছিল, অথচ তুমি আমার অন্নে চিরদিন প্রতিপালিত। তুমি বিশ্বাস-ঘাতক—তুমি কৃতঘ্ন, তোমার শাস্তি—তোমার চোখের সাম্‌নে ঐ ছেলের বুকে অস্ত্র বসিয়ে দেবো।

ভগীরথসিং। প্রতিপালক প্রভু! আমার বুকে ছুরী বসিয়ে দিন, আমি বুক পেতে দিচ্ছি; ও শিশু, ওকে ক্ষমা করুন। বহুদিন থেকে আপনি কৌশলে ওকে আমার কাছছাড়া ক'রে রেখেছেন, একবার দয়া ক'রে ওকে ছেড়ে দিন, আমি বুকে তুলে নিই। মহারাজ! আপনি জানেন যে, ও আমার মাতৃহারা শিশু—ও আমার ধর্ম্মপত্নীর গচ্ছিত বস্তু।

সত্যানন্দ। সব জানি, যদি তোমার কাছ থেকে আমি ভাল ব্যবহার পেতাম, হয় তো ঐ শিশুকে আমি রাজা ক'রে দিয়ে যেতাম। না—তা আমি শুন্‌বো না ভগীরথ! এই দেখ শাণিত ছুরিকা, একটু একটু ক'রে ওর চোখ দুটো উপড়ে দেবো—একটু একটু ক'রে ওর হৃদ্‌পিণ্ডে বসিয়ে দেবো, ও বাবা বাবা ক'রে চীৎ-কার করবে, আর আমি অট্টহাসি হাস্‌বো,—ওর সজলনয়ন দেখে তুমি কাঁদ্‌বে, আর ততোধিক উল্লাসে আমি উন্মত্তের ন্যায় নাচ্‌বো। তুমি তো জান ভগীরথ, আমার জিঘাংসাবৃত্তি কত প্রবল! আয় রে বালক, একবার তোর বাবাকে শেষ ডাকা ডেকে নে। [বীরসিংহকে ধরিয়া অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত]

বীরসিং। বাবা—বাবা, ঠাকুর আমায় কাট্‌ছেন, তুমি আমায় বাঁচাও।

ভগীরথসিং। বাবা, কি কর্‌বো? আমি যে শৃঙ্খলিত পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ, কোন উপায় নেই,—ভগবানকে ডাক। তোর মধু দাদা বলেছিল, ধর্ম্মপথে থাক্‌লে বিপদে ভগবান সহায় হন।

বীরসিং। বাবা! আমার বাঁচবার বড় সাধ ছিল, তুমি আমায় বাঁচাও।

ভগীরথসিং। ঠাকুর—ঠাকুর, দয়া করুন; নিরপরাধী বালককে ছেড়ে দিন।

সত্যানন্দ। কোন অনুরোধ শুন্‌বো না; [একহস্তে বীরসিংহকে ধরিয়া অন্য হস্তে ছুরিকা তুলিয়া] তবে মধুসিংকে যদি বন্দী ক'রে আমার নিকটে এনে দিতে পার, এইরূপ প্রতিজ্ঞা কর, তা হ'লে উপস্থিত এ কার্য্য হ'তে বিরত হ'তে পারি।

ভগীরথসিং। তাকে বন্দী ক'রে এনে দিলে আপনি কি কর্‌বেন?

প্রেমানন্দ। এটা আর বুঝ্‌তে পাচ্ছ না, তাকে রসগোল্লা কিনে এনে কোলে বসিয়ে খাওয়াবেন।

সত্যানন্দ। তাকেও এমনিভাবে হত্যা কর্‌বো ভগীরথ!

ভগীরথ। মধুসিং আর বীরসিং দুই যে এক বস্তু। একটী ঔরষপুত্র, একটী পালিত পুত্র; একটী ডান হাত, একটী বাম হাত, সমান কষ্ট। না ঠাকুর, আপনি আমার পুত্রকে হত্যা করুন, তথাপি আমি মধুসিংকে ধ'রে এনে দিতে পার্‌বো না।

বেগে মধুসিংয়ের প্রবেশ।

মধুসিং। আর মধুসিং যদি স্বয়ং এসে হাজির হয় গুরুজী?

ভগীরথসিং। মধুসিং! আমি যে আশ্চর্য্য হ'য়ে যাচ্ছি। সু-উচ্চ প্রাচীর, লৌহদ্বার রুদ্ধ, শত শত প্রহরীবেষ্টিত, তুমি এখানে কি ক'রে এলে বৎস?

সত্যানন্দ। দ্বৌবারিক! দ্বৌবারিক!

বেগে দ্বৌবারিকের প্রবেশ।

দ্বৌবারিক। আজ্ঞে, দাসের প্রতি কি আদেশ হয় প্রভু?

সত্যানন্দ। কোন অকৃতজ্ঞ দুর্ভাগ্য লৌহদ্বার খুলে দিয়ে এ সময়ে মধুসিংকে প্রবেশ করতে দিল?

দ্বৌবারিক। আজ্ঞে প্রভু, লৌহদ্বার রুদ্ধ আছে, মধুসিং লাফিয়ে প্রবেশ করেছে।

সত্যানন্দ। পঞ্চাশ হাত সু-উচ্চ প্রাচীর লাফিয়ে প্রবেশ করা, এ যে অসম্ভব।

মধুসিং। কিছুই অসম্ভব নয় সত্যানন্দ ঠাকুর! রাম নাম উচ্চারণ ক'রে এক দিন ভক্তবীর হনুমান শত যোজন সাগর লাফিয়ে ছিল, আর আমি রাম নাম উচ্চারণ ক'রে তুচ্ছ একটা প্রাচীর লাফাতে পারবো না? চলুন গুরুজী, এই মুহূর্ত্তেই আপনাকে আমি এখান থেকে নিয়ে যাবো।

ভগীরথসিং। কি উপায়ে নিয়ে যাবে বৎস?

মধুসিং। মহাবীর হনুমান যে উপায়ে গন্ধমাদন পর্ব্বত মস্তকে নিয়ে আকাশপথে উড়ে গিয়েছিল, আমিও রাম নাম উচ্চারণ ক'রে সেই উপায়ে আপনাদের পিতা-পুত্রকে নিয়ে চ'লে যাবো। আসুন— [ভগীরথসিং ও বীরসিংকে পৃষ্ঠে লইয়া] জয় সীতারাম—জয় সীতারাম!

[বেগে প্রস্থান।

সত্যানন্দ। কি আশ্চর্য্য প্রেমানন্দ, ঐ দেখ মধুসিং আকাশ-পথে উড়ে গেল। ঐ দেখ আমাব সু-উচ্চ প্রাচীর তার কত নীচে প'ড়ে থাক্‌লো। এঁ্যা, সত্যই কি রাম নামে কলিযুগে এও সম্ভব হ'লো? তাই তো, কি করি—কোথায় যাই? শেষ চেষ্টা—শেষ চেষ্টা, প্রয়াগের পথে আমাব শেষ চেষ্টা—সূর্য্যসিং আমার শেষ সম্বল,—আমি এই মুহূর্ত্তে প্রয়াগ যাত্রা কব্‌বো। এস প্রেমানন্দ!

[বেগে প্রস্থান।

প্রেমানন্দ। চলুন, ঠেসে রাম নাম জপ ক'বে মধুসিংয়ের মত উড়ে যাই—অনেক আগে যেতে পাববো। জয় রাম—জয় রাম—[উড়িতে গিয়া পতন] ওঃ—বেজায় লেগেছে—পেটের পাঁজরা ভেঙ্গে গেছে, ওঃ—প্রাণ যায—আব বুঝি বাঁচলাম না।

দ্বৌবাবিক। একেবারে ওড়বাব মৎলব কব্‌লেন না কি ঠাকুর?

[প্রেমানন্দকে লইয়া দ্বৌবারিকের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বৃন্দাবন—গোপালজীব মন্দিব।

গীতকণ্ঠে ব্রজবাসী ও ব্রজবাসিনীগণের প্রবেশ।

গীত।

ব্রজবাসীগণ।— জয় গোপাল গোবিন্দ, মকুন্দ মধুসূদন।
ব্রজবাসিনীগণ।—জয় রাধিকারমণ, গোপিকা-মানভঞ্জন॥
ব্রজবাসীগণ।— জয় যমুনাপুলিনে মধুর বংশীবাদন।
ব্রজবাসিনীগণ।—জয় নিকুঞ্জকাননে শ্রীরাধাপদধারণ॥

ব্রজবাসীগণ।— জয় যশোদানন্দন, বনফুলভূষণ।

ব্রজবাসিনীগণ।—জয় [illegible], গোপিকা মনোরঞ্জন॥

গীতকণ্ঠে রামদাস বাবাজীর প্রবেশ।

রামদাস বাবাজী।—

গীত।

জয় রঘুকুলতিলক গোরচনাভালক কৌশল্যানন্দন।
জয় রঘুকুল বালক ঋষিকুলপালক চর্চ্চিত চন্দন॥
জয় তারকানিসূদন পাষাণপ্রাণদান পিনাকভঞ্জন।
জয় জনকরাজসুতা করকমলনীতা বিবাহবন্ধন॥
জয় জটাচীর ধরিয়া রাজপুরী ত্যজিয়া কানন গমন।
জয় [illegible] রাজদুহিতা পাছু পাছু চলিতা, তার পাছে লক্ষ্মণ॥

১ম ব্রজবাসী। তুমি কে হে বাপু, বৃন্দাবনে গোপালজীর মন্দিরে এসে রামায়ণ গান করতে আরম্ভ করলে? এখানে ও সব চল্‌বে না।

রামদাস। পরম ভাগবত তুলসীদাস এই রামায়ণ রচনা করেছেন—আমি প্রাণ ভ'রে গান গাচ্ছি, তাতে তোমাদের কি ক্ষতি হয়েছে বাবা?

২য় ব্রজবাসী। রেখে দাও তোমার তুলসীদাস, তাকে অযোধ্যায় যেতে বল।

রামদাস। তিনি যেখানে পদার্পণ কর্‌বেন, সেই স্থানই যে অযোধ্যা হবে বাবা!

১ম ব্রজবাসী। এ বেটা হনুমান না কি? কোন বোধ-শোধ নেই। এটা হ'লো বৃন্দাবন, রাধাকৃষ্ণের যুগলমুর্ত্তি বিরাজ করছে—বলে কি না এটা অযোধ্যা হবে! বলি, ছিটে কম হয়েছে বাবা, নইলে এলো-মেলো বক্‌ছো কেন?

রামদাস। কি বল্‌বো বাবা, তোমরা হ'লে অযোধ্যাবাসী প্রভু

রামচন্দ্রের সেবক, তোমাদের কিছু বল্‌লে প্রভু আমার প্রাণে ব্যথা পাবেন। নতুবা,—

২য় ব্রজবাসী। আরে রাধে রাধে—এটা একটা পাগল। যা বেটা যা—

রামদাস। ঐ দেখ বাবা! দু'জন সাধু আস্‌ছেন—এখনি চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হবে।

অভিরামস্বামী ও তুলসীদাসের প্রবেশ।

অভিরাম। দেখ—দেখ বৎস! কি মনোরম দৃশ্য! শ্রীমন্দিরের সম্মুখ দিয়ে কেমন ধীরে ধীরে যমুনা ব'য়ে যাচ্ছে।

তুলসীদাস। কৈ গুরো! যমুনা তো দেখ্‌তে পাচ্ছিনে—ও যে সরযূ, ও যে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্গসৌরভ বক্ষে নিয়ে সেই কতকাল থেকে অযোধ্যার পাদদেশ ধৌত ক'রে পরম পুলকে চলেছে।

অভিরাম। সেকি বৎস! দেখ্‌ছি তুমি রামায়ণ রচনা ক'রে সমস্ত বিশ্বমণ্ডলকে রামচন্দ্রের লীলানিকেতন মনে কর্‌ছো। এস বৎস! মন্দিরে প্রবেশ করি এস। [কিঞ্চিৎ অগ্রসর] দেখ বৎস! দ্বারদেশের সম্মুখে কেমন ভক্তবীর পক্ষীরাজ গরুড় করযোড়ে উপবেশন ক'রে রয়েছেন, মনে হ'চ্ছে যেন গোবিন্দজীর চরণ দর্শন কর্‌বার জন্য সমস্ত ভক্তগণকে মন্দিরে প্রবেশ কর্‌তে আহ্বান কর্‌ছেন।

তুলসীদাস। কৈ গুরো! আমি পক্ষীরাজ গরুড়কে দেখ্‌তে পাচ্ছিনে; আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি, পরমভক্ত পবননন্দন মহাবীর হনুমান দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হ'য়ে ভক্তগণকে আহ্বান কর্‌ছেন।

অভিরাম। এস বৎস, আর একটু অগ্রসর হই। ঐ যে শ্রীমন্দিরের দ্বারদেশ উন্মুক্ত রয়েছে ঐখানে তোমার সকল সংশয় দূরীভূত হবে। [অগ্রসর]

ব্রজবাসীগণ। জয় রাধা গোবিন্দজীর জয়!

রামদাস। জয় সীতারামকী জয়!

অভিরাম। বৎস! প্রাণ ভ'রে দেখ—রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন প্রাণ ভ'রে দেখ। আহা! কি প্রাণস্পর্শী দৃশ্য!

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ [প্রণাম]

তুলসীদাস। আহা! রামসীতার ভুবনমোহন যুগল মিলন প্রাণ ভ'রে দেখ।

নমো রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥ [প্রণাম]

অভিরাম। সে কি বৎস! এখনও তোমার ভ্রম অপনোদিত হ'লো না? এ যে গোবিন্দজীর মন্দির।

তুলসীদাস। না গুরো! এ রামসীতার মন্দির।

অভিরাম। নিশ্চয়ই তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে। আচ্ছা আমি ব্রজবাসীদের জিজ্ঞাসা করি। ~~মা সকল~~, বাপ্ সকল, এ আমরা কোন্ মন্দিরে এসেছি?

ব্রজবাসীগণ। এ বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দির।

অভিরাম। শুন্‌লে বৎস! এখন বিশ্বাস হ'লো তো?

তুলসীদাস। গুরুদেব! আমি একবার জিজ্ঞাসা কর্‌বো। বাবা, এ আমরা কোন্ মন্দিরে এসেছি?

রামদাস। এ শ্রীধাম অযোধ্যার শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির।

অভিরাম। দেখ্‌ছি তোমার মত পাগল এখানে আর একটা আছে।

তুলসীদাস। গুরুদেব! আপনিও পাগল—আমিও পাগল, তবে আপনি গুরু, আমি শিষ্য, এই পার্থক্য।

অভিরাম। কি—আমি পাগল! তুলসী, সাবধান! গোপালজীর মন্দিরে রামসীতার যুগলমিলন আমাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দাও, নতুবা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করবো না। আর যদি না দেখাতে পার, এ বাচালতার জন্য আমি অভিসম্পাত দেবো।

তুলসীদাস। গুরুদেব! ক্রোধ সম্বরণ করুন। একবার নয়ন মুদ্রিত ক'রে তারপর নয়ন উন্মীলন করুন—দেখ্‌বেন ঐ মাণিক্য-খচিত কাঞ্চন আসনে রামসীতার যুগলমূর্ত্তি কেমন বিরাজ কর্‌ছেন।

[পট পরিবর্ত্তন]

রামসীতার যুগল মূর্ত্তি।

অভিরাম। আহা! তাই তো রে, কি অনুপম দৃশ্য! কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য! আহা! যেন ব্রহ্মকোষ ভেদ ক'রে পরম পুলকে রামসীতার যুগল মূর্ত্তি আমার নয়নপথে আবির্ভূত হ'চ্ছে।

ব্রজবাসী। তাই তো রে, এ কি হ'লো? আমরা কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি? ও যে সত্য সত্যই রামসীতার মূর্ত্তি। জয় সীতারামকী জয়!

অভিরাম। তুলসী! তুলসী! রামভক্ত রে, ধন্য তোর সাধনা—ধন্য তোর গুরুদক্ষিণা! আশীর্ব্বাদ করি, তোর সাধনার মঙ্গল হোক্‌। [পতন ও মৃত্যু]

তুলসীদাস। একি! একি! গুরুদেব আমার এমন হ'য়ে পড়্‌লেন কেন? এ যে জ্ঞানহীন সংজ্ঞাহীন অবস্থা। ভগবান! একি করলেন? এ লীলা যে বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে।

মমুয়া। [নেপথ্যে] তুলসী! তোমার গুরুদেব বৃন্দাবনে রাম-কৃষ্ণমিলন দর্শন ক'রে শাপমুক্ত হ'য়ে বৈকুণ্ঠে চ'লে গেলেন; যমুনা-তীরে সমাধিস্থ ক'রে তুমি কাশীধামে চ'লে যাও।

তুলসীদাস। ব্রজবাসী বাবাজী! শুনলেন কি আশ্চর্য্য দৈববাণী? তবে আর কেন, এখন দয়া ক'রে আমার গুরুদেবকে যমুনাতীরে নিয়ে চলুন।

[পূর্ব্বোক্ত রামদাস বাবাজীর গীতটী সকলে গাহিতে গাহিতে অভিরাম স্বামীকে লইয়া প্রস্থান।]

পঞ্চম দৃশ্য।

প্রয়াগের পথ।

কতিপয় অনুচরসহ সূর্য্যসিংয়ের প্রবেশ।

সূর্য্যসিং। ভাই সব, বুঝ্‌তে পেরেছো,—আজ কত বড় গুরুতর দায়িত্ব মাথায় নিয়ে এখানে এসেছি। আজীবন যাঁর অন্নে আমরা প্রতিপালিত, সেই প্রভু আজ বিপন্ন; তাঁর একমাত্র শত্রু তুলসী গোঁসাইকে হত্যা ক'রে প্রভুকে বিপদমুক্ত কর্‌তে হবে। ভাই সব! এ কার্য্যে আমাকে প্রাণ দিয়ে সহায়তা কর।

১ম অনুচর। আরে সদ্দার, কি কর্‌তে হবে, হামাদের বাত্‌লে দে,—আঁখির পলকমে সব শেষ হ'য়ে যাবে।

সূর্য্যসিং। আমি সংবাদ পেয়েছি, গোঁসাইঠাকুর এখনি এই পথ দিয়ে আস্‌বে। ঐ দূরে পান্থনিবাস, ঐখানে আজ গোঁসাই ঠাকুর রাত্রে আশ্রয় নেবে।

২য় অনুচর। তার সঙ্গে কেতো লোকজন আছে সদ্দার?

সূর্য্যসিং। মাত্র তিনি একাকী আস্‌ছেন, তাঁর ভক্তেরা শ্রম-কাতর হ'য়ে অনেক দূর পেছিয়ে পড়েছে,—কিন্তু খুব সাবধান!

১ম অনুচর। আরে সে একলাটী, আর হামারা এক শতটী লোক আছে সদ্দার, তুহার কুছু ডর নেই।

সূর্য্যসিং। না ভাই, তোমরা জান না; আমি বহু পরিশ্রম ক'রে বহু চেষ্টা ক'রে দেখেছি, এ পর্য্যন্ত তার কিছুমাত্র অপকার করতে পারি নাই। দশ ক্রোশ আগে এই পথে কাল ঠিক এই রকম অন্ধকার রাতে পিপাসাতুর পথিক সেজে জল আন্‌তে পাঠিয়েছিলাম, শেষে অলক্ষ্যে পেছুন দিক থেকে একটা গভীর কূপের মধ্যে তাকে ফেলে দিয়েছিলাম। ওঃ—তুলসী গোঁসাই "জয় রাম" ব'লে কূপের মধ্যে প'ড়ে গেল, আর আমি এক বোঝা কাঁটা দিয়ে কূপের মুখ আট্‌কে চ'লে এলাম।

১ম অনুচর। বটে! বটে! তারপর কি হ'লো সদ্দার, গোঁসাই বেটা বাঁচ্‌লো কি করে?

সূর্য্যসিং। আশ্চর্য্য ঘটনা ভাই, তারপর দূর থেকে দেখ্‌লাম এক ধনুর্ব্বাণধারী জ্যোতির্ম্ময় বালক আকাশ থেকে নেমে এসে কূপের মধ্যে লাফিয়ে পড়্‌লো! নিশ্চলনেত্রে তাকিয়ে দেখ্‌লাম, সেই নব-ঘনশ্যামমূর্ত্তি বালক অচৈতন্য তুলসী গোঁসাইকে বুকে ক'রে নিয়ে কূপ হ'তে উঠে পড়্‌লো, তারপর অন্ধকারের বুকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

২য় অনুচর। তাই তো রে, এ যে বড়ি আশ্চর্য্য ঘটনা সদ্দার!

সূর্য্যসিং। তাই বল্‌ছি ভাই সব, খুব সাবধান! সে একেলা হ'লেও আমাদের চেয়ে ঢের শক্তিমান।

১ম অনুচর। গোঁসাইজীকে যদি এমনটী বুঝ্‌লি, তবে এ কাজে নাম্‌লি কেন সদ্দার? চল্—চল্, হামরা সব পালিয়ে যাবে, ভিখ্ মাগিয়ে খাবে, তবু গোঁসাইজীর এক গাছা কেশ পরশ করবে না।

সূর্য্যসিং। যাবো, তাই চল—পালাই চল; আচ্ছা একটু সময় দাও, একবার ভেবে চিন্তে দেখি।

সত্যানন্দের প্রবেশ।

সত্যানন্দ। সূর্য্যসিং! এখনও যে তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ? ঘাঁটী আগলাও নি? ভাব্‌ছিলে কি?

সূর্য্যসিং। আজ্ঞে এমন কিছু নয়; আপনার কোন চিন্তা নাই, আজই আমি কাজ শেষ ক'রে দেবো। তা প্রভু, আপনি এখানে এত কষ্ট ক'রে এলেন কেন? একে অন্ধকার, তাতে মেঘ উঠেছে; আপনি পান্থনিবাসে চ'লে যান। দিন—পায়ের ধূলো দিন, আশীর্ব্বাদ করুন যেন আজ আপনাকে সকল উদ্বেগের হাত হ'তে রক্ষা কর্‌তে পারি।

সত্যানন্দ। সূর্য্যসিং! তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্। যতক্ষণ না কার্য্য শেষ হ'চ্ছে, আমি কিছুতেই স্থির হ'তে পাচ্ছি নে। প্রাণের মধ্যে এক দারুণ উৎকণ্ঠা আমার হৃৎপিণ্ডটা মুচ্‌ড়ে দিচ্ছে। চাই—যে কোন উপায়ে রুধির চাই সূর্য্যসিং! আমি স্থির থাক্‌তে পাচ্ছি নে; বৈরাগী বেটা যদি কাশী ফিরে যেতে পারে, আমার সর্ব্বনাশ হবে।

বেগে গুপ্তচরের প্রবেশ।

গুপ্তচর। সর্দ্দার! খুব সাবধান! গোঁসাইজী আস্‌তে লেগিয়েছে, বড়া অন্ধকার, তু চিন্‌তে পার্‌বি নে। তীর কামটা লে, পায়ের সাড়া শুনিয়ে গাঁথিয়ে ফেল্‌বি।

সূর্য্যসিং। হাঁ—হাঁ, তু আচ্ছা মৎলব দিয়েছিস্। প্রভু! আপনি ছুটে পালিয়ে যান, কোন চিন্তা নাই।

সত্যানন্দ। সূর্য্যসিং! লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার পাবে, খুব সাবধান!

[প্রস্থান।

সূর্য্যসিং। ভাই সব! এই পথের ধারে গুটী গুটী সব ব'সে পড়। আস্তে আস্তে নিশ্বাস ফেল্‌বে, যেন কোন শব্দ না হয়। পায়ের শব্দ শুনে গোঁসাইকে প্রথমে তীর দিয়ে গেঁথে ফেল্‌তে হবে, তার পর আমি সঙ্কেত কর্‌লে তোমরা একযোগে আক্রমণ কর্‌বে—বাস্‌! এখন কাজ আরম্ভ ক'রে দাও, এই আমার শেষ কথা।

[সকলের শ্রেণীবদ্ধভাবে উপবেশন ; সূর্য্যসিং ধনুকে তীর যোজনা করিয়া অন্ধকারমধ্যে পদশব্দ লক্ষ্য করিয়া উৎকর্ণ হইয়া অবস্থিত।]

সত্যানন্দ গুটী গুটী প্রবেশ করিতে লাগিল।

সত্যানন্দ। [স্বগত] দারুণ উৎকণ্ঠায় স্থির থাক্‌তে পার্‌লাম না, ফিরে এলাম। চুপি চুপি দেখ্‌তে এলাম, সূর্য্যসিংয়ের বাণে বৈরাগী বেটা মরে কি না? কৈ—কোন প্রাণঘাতী চীৎকার তো শুন্‌তে পাচ্ছি নে? তবে কি সূর্য্যসিং লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে পড়্‌লো? না—না, একটু এগিয়ে যাই, এ সুযোগ ফস্‌কে ফেলে আমার সর্ব্বনাশ হবে।

সূর্য্যসিং। [স্বগত] ঐ নয় পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে? নিশ্চয় গোঁসাই ঠাকুর যাচ্ছে। যা থাকে অদৃষ্টে—[তীর নিক্ষেপ] বাস্‌!

সত্যানন্দ। ও বাপ্‌রে!—প্রাণ যায়। [পতন]

সূর্য্যসিং। সব উঠে পড়, গোঁসাই ঠাকুরকে গেঁথে ফেলেছি।

সত্যানন্দ। ওঃ—প্রাণ যায়!

অনুচরগণ। মার্‌—মার্‌—শিকার পড়িয়েছে। [সত্যানন্দকে দারুণ প্রহার করিতে লাগিল]

সত্যানন্দ। ওরে, আর মারিস্‌নে,—আর মারিস্‌নে ; আমি গোঁসাই ঠাকুর নই। সূর্য্যসিং! শেষে আমাকে হত্যা কর্‌লি!

সূর্য্যসিং। এঁ্যা—তাই না কি? ভগবান! তুমিই সত্য। প্রভু! ক্ষমা কর্‌বেন; এ বিষাক্ত শর, আপনার আর বাঁচ্‌বার উপায় নাই। আমার কোন অপরাধ নেই। আপনার আশীর্ব্বাদ ফ'লে গেছে, আজ আপনাকে সকল উদ্বেগের হাত হ'তে উদ্ধার ক'রে চ'ল্লাম। চল ভাই সব, প্রভু আমার যা চেয়েছিলেন, তাই দিয়েছি; আর এখানে নয়, এই বার আমার পালা। [প্রস্থানোদ্যত, সহসা একটী সর্পে দংশন করিল] ওঃ—কিসে আমায় দংশন করলে? এ যে মাথার শিরাগুলো পর্য্যন্ত জ্ব'লে উঠ্‌লো! হয়েছে—হয়েছে—সর্পাঘাত হয়েছে, পাপের প্রত্যক্ষ ফল হাতে হাতে পেয়েছি। কে আছ, আমায় ধর; বড় যন্ত্রণা! নিকটের পান্থশালায় নিয়ে চল। [অনুচরগণ সূর্য্যসিংকে ধরিয়া লইয়া চলিতে লাগিল] ঐ মৃত্যু আস্‌ছে! দেহের শক্তি নাই তাকে ফিরিয়ে দেবার, অর্থের শক্তি নাই তাকে বশ কর্‌বার! ঐ মৃত্যু আস্‌ছে। পাপের ভিত্তির উপর বড় সাধে গায়ের জোরে প্রাসাদ তুলেছিলাম, ভোগ করতে পেলাম না—ভোগ করতে পেলাম না। ঐ যে মৃত্যু ধীরে ধীরে আস্‌ছে।

[অনুচরসহ সূর্য্যসিংয়ের প্রস্থান।

সত্যানন্দ। সব চ'লে গেল, বাজনা থেমে গেল, অনন্তে বুঝি সুর মিলিয়ে গেল। উঃ, বড় যন্ত্রণা! একটু জল—একটু জল! কেউ নেই! অনন্ত ঐশ্বর্য্য, আজীবন তোমার সেবা করছি, শেষে একটু জল! অদম্য বাহুবল, কোথায় সব, ছুটে এস,—একটু জল। না, কেউ সাড়া দিলে না, বাজনা থেমে গেছে। অভিনয় শেষ হ'লো কি না, সব চ'লে গেছে। ঐ যে—ঐ যে ইন্দুমতী গলিত লৌহপাত্রহস্তে আমার কাছে ছুটে আস্‌ছে। এঁ্যা! তুমি প্রতিশোধ নিতে এসেছ? না—না, আমি জল চাই নে, তুমি যাও। ভগবান! ভগবান! আমায় রক্ষা কর,

বড় যাতনা! আমি ঐশ্বর্য্য চাই নে প্রভু, আমি আধিপত্য চাই নে দয়াময়, আমি প্রায়শ্চিত্ত চাই। ওঃ—বড় যাতনা! একটু জল, দয়াময় এক বিন্দু জল।

কমণ্ডলুহস্তে তুলসীদাসের প্রবেশ।

তুলসীদাস। এই অন্ধকার পথের মধ্যে কে যেন ক্ষীণকণ্ঠে জল চাচ্ছে। কে তুমি শ্রান্ত পথিক, কোথায় অবস্থান কর্‌ছ বল। আমি এই মুহূর্ত্তে শীতল জল প্রদান ক'রে তোমার পিপাসা দূর কর্‌ছি।

সত্যানন্দ। কে তুমি মহাপুরুষ? ওঃ—বুঝেছি, তুমি ভগবানের প্রিয়পাত্র সেই শ্রীপাদ তুলসীদাস গোস্বামী। বন্ধু! নিকটে এস, এক বিন্দু জল দাও,—আমি আজীবন তোমার অনিষ্ট চিন্তা ক'রে এসেছি তুমি মৃত্যুকালে আমাকে এক বিন্দু জল দাও।

তুলসীদাস। নাও—এই জল পান কর। [জল দান] তোমার কি হয়েছে? যদি কোন উপায় থাকে, এই মুহূর্ত্তেই তা সম্পন্ন কর্‌বো।

সত্যানন্দ। কর্‌বে? কিন্তু ভেবে দেখ, আমি তোমার মহাশত্রু, আমি চণ্ডেশ্বরের অধ্যক্ষ সত্যানন্দ ঠাকুর।

তুলসীদাস। আপনি সত্যানন্দ ঠাকুর? আজ আপনার এই অবস্থা! বলুন—বলুন, আপনি কি ইচ্ছা করেন বলুন? আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, আপনার ইচ্ছা পূর্ণ কর্‌তে আমি প্রাণদানে কুণ্ঠিত হবো না।

সত্যানন্দ। ওঃ—আমার ইচ্ছা পূর্ণ কর্‌তে তুমি প্রাণ দিতে পার? তা পার্‌বে বই কি! তুমি যে উত্তম, আমি যে অধম; তবে দাও হে মহাপুরুষ, এই শেষের সময় তোমার ঐ পূত পবিত্র চরণখানি আমার মাথায় তুলে দাও, আমি পবিত্র হ'য়ে পাপমুক্ত হ'য়ে কৃত-প্রায়শ্চিত্ত হ'য়ে স্বর্গে চ'লে যাই।

তুলসীদাস। আপনি যে সন্ন্যাসধর্ম্মী, আপনার মস্তকে পা তুলে দেবো কেমন ক'রে প্রভু ?

সত্যানন্দ। ওঃ—প্রাণ যায়, প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে দাও মহাপুরুষ! প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন, ইচ্ছা হয় পূর্ণ করুন।

তুলসীদাস। প্রভু তারকব্রহ্ম! এও তোমার ইচ্ছা। [মস্তকে চরণ দান]

সত্যানন্দ। আঃ—বড় তৃপ্ত হ'লাম। আঃ! [মৃত্যু]

তুলসীদাস। এস ভক্তগণ! সযত্নে এ মৃতদেহ বহন ক'রে নিয়ে এস। কাশীধামে এঁর সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ ক'রে দিতে হবে। ওঁর কর্ত্তব্য উনি অবহেলা করেছেন ব'লে, আমাদের কর্ত্তব্য হারিয়ে ফেল্‌বো কেন ?

গীতকণ্ঠে বাহকগণের প্রবেশ।

বাহকগণ।—

গীত।

মুদ্‌লে আঁখি সকল ফাঁকি এ দুনিয়া কি চমৎকার।
ভাই বন্ধু দারা সুত, এরা কেউ যাবে না সঙ্গে তোমার॥
এই শেষের পথে সবাই যাবে, ভাব্‌ছো বুঝি এড়ান পাবে,
থাক্‌তে সময় ডাক তাঁরে, নইলে যাবার পথে ভীষণ আঁধার।
পথের সম্বল কর রে ভাই, গেল বেলা তোর সময় নাই,
আমার আমার ছেড়ে দি য় কর চিন্তামণির চরণ সার॥

[গীতান্তে মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

তুলসী-নিকেতন।

রত্নবতী।

রত্নবতী। এমন সৌভাগ্য কি আমার হবে যে, আজ তাঁর সেই রাতুল চরণ দু'খানি দেখ্‌তে পাবো! তিনি আজ এখানে আস্‌বেন, সে কথা যে বিশ্বাস হ'চ্ছে না,—যেন একটা সজাগ স্বপ্ন ব'লে বোধ হ'চ্ছে। এঁ্যা—সত্যই কি মোহন তাঁকে আন্‌তে গেছে? সত্যই কি মোহনের মস্তকে হাত দিয়ে আমি শপথ করেছি—তিনি এখানে এলে মোহন আমাকে আজ যা আদেশ কর্‌বে, আমি তাই কর্‌তে বাধ্য থাক্‌বো? এঁ্যা—সবই তো সত্য ব'লে মনে হ'চ্ছে। আঃ—শান্তিময়ী কল্পনা কি মর্ম্মস্পর্শিনী! ভগবান! আমার সকল কামনা তোমার চরণে অর্পণ করেছি, কেবল প্রভু, দয়া ক'রে একটীবার তাঁর চরণ দর্শন করিয়ে দাও।

সহসা মনুয়ার প্রবেশ।

মনুয়া। দি'ঠাক্‌রুণ! অনেক দিন দেখা হয় নি, বলি কেমন আছ?

রত্নবতী। মনুয়া! এতদিন আমায় ভুলে ছিলে কেন ভাই? তোমার দুঃখিনী দিদিঠাক্‌রুণ তোমার কাছে কি অপরাধ করেছে ভাই? মনুয়া! মনুয়া! তুমি এত নিষ্ঠুর!

মনুয়া। দেখ দি'ঠাক্‌রুণ! তুমি যে এখানে আছ, তা তুমি আমাকে না জানালে আমি কেমন ক'রে জান্‌বো? তোমার জন্য ভেবে ভেবে

আমার বুকটা পুড়ে খাক্ হ'য়ে গেছে ; দেখ—দেখ, একটু হাত বুলিয়ে দাও না দিদি !

রত্নবতী। এস দাদা এস, তুমি আমার জন্য এত ভেবেছ ! ম'রে যাই ভাই ! [বক্ষে হস্ত সঞ্চালন]

মনুয়া। কি বল দি'ঠাকরুণ ! ঘুর্‌তাম ফির্‌তাম, আর তোমাদের বাড়ীতে গিয়ে সংবাদ নিতাম। আমাকে দেখে মাঠাকরুণও কাঁদ-তেন, আমিও কাঁদ্‌তাম।

রত্নবতী। তুমি আমাদের বাড়ীতে খুঁজতে যেতে ? আহা ভাই ! শুধু মুখটিতে ফিরে আস্‌তে, কিছু খেতে পেতে না, আর কেই বা দেবে !

মনুয়া। না দি'ঠাকরুণ ! আমি যখনই তোমাদের বাড়ীতে যেতাম, কিছু না খেয়ে কিছুতেই আস্‌তাম না।

রত্নবতী। কি খেতে ভাই ? তেমন জিনিষ তো আমাদের বাড়ীতে কিছু ছিল না।

মনুয়া। কেন, তুমি পুকুর থেকে স্নান ক'রে এসে যেখানে দাঁড়িয়ে পা ধুতে, আমি সেখান থেকে একটু মাটী খুঁড়ে নিয়ে মুখে দিতাম। দি'ঠাকরুণ ! সে মাটী যে কত মিষ্টি, কত সুরস, কত মধুর, তা আমি ভিন্ন আর কেউ জানে না।

রত্নবতী। মনুয়া ! ~~তোর কথা শুনে যে আমার চক্ষু জলে ভ'রে আসছে~~। তোর ঐ ক্ষুদ্র হৃদয়ে এত ভালবাসা, এমন স্বর্গীয় প্রেম ! ও প্রেমের কণামাত্র লাভ কর্‌তে পার্‌লে আমার হৃদয়কোণে যে একটু আকাঙ্ক্ষা লুকিয়ে আছে, তাও থাক্‌তো না,—তা হ'লে আজ তাঁর দর্শনের জন্য এমন ভাবে ব্যাকুল হ'তাম না।

মনুয়া। তা যাক্ ; দি'ঠাকরুণ ! দা'ঠাকুর কি আজ এখানে আস্‌বেন ?

রত্নবতী। সেই রকম তো শুন্‌ছি ; মোহন আন্‌তে গেছে, এখন তাঁর দয়া।

মনুয়া। বেশ—বেশ দি'ঠাকৃরুণ! আজ আমার নাচ্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছে। না—আমি আর দাঁড়াতে পার্‌ছি নে, যাই—ছুটে দা'ঠাকুরকে নিয়ে আসি।

রত্নবতী। না ভাই, তোমার সেখানে গিয়ে কাজ নেই, আমি এখানে আছি তিনি জান্‌তে পার্‌লে, মা এখানে এসেছেন বুঝ্‌তে পার্‌লে তিনি আর এদিকে আস্‌বেন না, মোহন কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ফিরে আস্‌বে।

মনুয়া। না—তা হ'লে আর হয় না। মোহন দাদার বিশ্বাস, আমিই তোমাদের কষ্ট দিচ্ছি। দেখ দি'ঠাকৃরুণ, মোহনকে আমি যত ভয় খাই, অত ভয় আমি যমকেও করি না। সুতরাং এখান থেকে আমার পালাতে হয়েছে, তার জন্য আমি আজ বড় চিন্তায় প'ড়ে গেছি। কি করি? ঐ বুঝি মোহন দাদা আস্‌ছে! না—এখন পালাই। [স্বগত] বীরসাধক মোহন! সত্যই আজ তোমার জন্য বড়ই চিন্তিত ; জানি না, কেমন ক'রে সন্ন্যাসীকে সংসারী ক'রে তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর্‌বো?

[বেগে প্রস্থান।

রত্নবতী। ওঃ—ক্ষুদ্র বালকের প্রাণে এত প্রেম!

আশালতার প্রবেশ।

আশালতা। এখানে দাঁড়িয়ে কি ভাব্‌ছো মা, ঘরে এস। আল্‌তা পরিয়ে দিইগে চল,—তোমার কি এ বেশে থাক্‌তে আছে মা, স্বামীর যে অকল্যাণ হবে।

রত্নবতী। আমার স্বামী! তাঁকে কি আমার বল্‌বার আর অধিকার আছে মা? তিনি যে কামিনী কাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসী।

আশালতা। না মা, তিনি তোমারই হবেন। মোহন ঠাকুরের প্রতিজ্ঞা আজ নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে।

রত্নবতী। অসম্ভব প্রতিজ্ঞা কখনও তো পূর্ণ হয় না মা!

কিষণলালের প্রবেশ।

কিষণলাল। যাও, মাকে নিয়ে তুমি বাড়ীর মধ্যে যাও।

আশালতা। কেন, তিনি আস্‌ছেন না কি? সংবাদ পাঠিয়েছেন?

কিষণলাল। হাঁ।

আশালতা। কাকে দিয়ে সংবাদ পাঠিয়েছেন?

কিষণলাল। ঐ শুন্‌তে পাচ্ছ না, কেমন একটা সঙ্গীতের স্বব ভেসে আস্‌ছে? সে স্বর অনন্ত গগনে কেমন মধুরভাবে প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছে, ~~কেমন ক'রে স্বর্গীয় আভা গগনপথে ছড়িয়ে পড়ছে~~। বুঝ্‌তে পাচ্ছ না, প্রভু আস্‌ছেন? আশা! আজ আমার কি সৌভাগ্য; তোমার ন্যায় সতীশিরোমণি সাবিত্রী-স্বরূপিনী পত্নী লাভ করেছিলাম ব'লে আজ আমি সত্যবানের ন্যায় এখনও মরজগতে দাঁড়িয়ে অনাবিল স্বর্গীয় সুধা পান কর্‌তে সমর্থ হ'চ্ছি। যাও প্রিয়ে, মাকে নিয়ে ঘরে চ'লে যাও, প্রয়োজন হয় ডাক্‌বো।

আশালতা। প্রভু! একদিন ভারতের অপ্রতিহত প্রবল শক্তিকে তুচ্ছ ক'রে আমাকে চরণে স্থান দিয়েছিলেন, আজ সেই সাহসে একটা নিবেদন জানাচ্চি—জীবনের শেষ নিবেদন!

কষণলাল। বল দেবী!

আশালতা। আজ দয়া ক'রে প্রভুর যুগল-মিলন দেখাতে হবে।

কিষণলাল। আমারও কি তাই ইচ্ছা নয় দেবী? যদি প্রভুর দয়া হয়, তবেই সম্ভব হবে। ভগবানের নিকট প্রাণের ব্যথা জানাও, তিনিই ভক্তের বাসনা পূর্ণ কর্‌বেন।

আশালতা। ভগবান! দয়া ক'রে আমার আশা পূর্ণ কর প্রভু! এস মা, এখন আমরা যাই।

[রত্নবতী ও আশালতার প্রস্থান।

কিষণলাল। ঐ যে—ঐ যে প্রভু আমার দেখা দিয়েছেন। ভক্তগণের মাঝে বিভোর হ'য়ে আস্‌ছেন—ভক্তের কণ্ঠে প্রভু তাঁর স্বরচিত অপূর্ব্ব দোঁহাবলীর মধুর সঙ্গীত শ্রবণ কর্‌ছেন। কর্ণ শীতল হোক্—নয়ন সফল হোক্—জীবন সার্থক হোক্।

রামদাস বাবাজী দোঁহাবলী গাহিতেছেন, পশ্চাৎ অসংখ্য ভক্ত সঙ্গীতের পুনরাবৃত্তি করিতেছেন; মধ্যে তুলসীদাস. গঙ্গারাম, ভগীরথসিং, মধুসিং, মোহনচাঁদ ভাবে বিভোর হইয়া ধীরে ধীরে চলিতেছেন।

রামদাস বাবাজী।—

গীত।

গোউয়া দোকে কুত্তা পালে ওস্‌কি বাছুর ভুকা।
শালেকে উত্তম খিলাওয়ে বাপ না পাওয়ে রুখা॥
ঘরকা বহরি পিরীত না পাওয়ে চিত চোরারে দাসী।
ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা, দুঃখ লাগে আর হাসি॥
সাচ্চা কহে তো মারে লাট্টা, ঝুটা জগৎ ভুলাই।
গো-রস গলি গলি ফিরে সুরা বৈঠল বিকাই॥
চোরকো ছাড়ে সাধকো বাঁধে, পথিককো লাগাওয়ে ফাঁসি।
ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা, দুঃখ লাগে আর হাসি।

কিষণলাল। প্রভু! আজ আমার সুপ্রভাত—আজ আমার মানব-জীবনের পুণ্যাহ। দীনের প্রণাম গ্রহণ করুন।

তুলসীদাস। ভগবানের করুণা লাভ কর।

হুলসীদেবীর প্রবেশ।

হুলসীদেবী। হাঁ রে মোহন! তুলসী না কি এসেছে?

তুলসীদাস। মোহন! ঐ দীনা জীর্ণা শীর্ণা নয়নহীনা মলিনবসনা কে ঐ বৃদ্ধা? মোহন! কি করেছ! আমার সর্ব্বনাশ করেছ—আমাকে আবার মায়াজালে আবদ্ধ ক'রে খাঁচায় পুরে রাখ্‌বার জন্য ফাঁদ পেতেছ? ওঃ—ভগবান! তুমি কোথায়, আমাকে শক্তি দাও।

মোহনচাঁদ। বিশ্বসখা! শুনেছি তুমি সুখ-দুঃখের অতীত হ'য়ে পরমহংসত্ব লাভ করেছ, তাই তোমাকে পরীক্ষা কর্‌বার জন্য তোমার জন্মদুঃখিনী চিরকাঙ্গালিনী মাকে এখানে ডেকে এনেছি। খুড়ীমা—খুড়ীমা, তুলসী এসেছে; ভয় কি খুড়ীমা, এগিয়ে এস। [হুলসীদেবীর হাত ধরিয়া তুলসীদাসের নিকট আনয়ন]

হুলসীদেবী। তুলসী—তুলসী, কৈ—কৈ? আমার হাতে তো ঠেক্‌ছে না? কোন্ দিকে দাঁড়িয়ে আছিস্ বাবা? আয় যাদু আয়, তুই যে আমার বুককোটা ধন, তুই যে আমার মাথাখোঁড়া মাণিক। আয়, আর দুঃখ দিস্‌নে, একবার বুকে আয়; বুক্‌টা জ্ব'লে পুড়ে খাক্ হ'য়ে গেল রে, একবার বুকে আয়।

মোহনচাঁদ। পরমহংস! এইবার তোমার চরম পরীক্ষা। স্মরণ থাকে যেন—ঐ দীন উদরে দশ মাস দশ দিন স্থান নিয়েছিলে, এই মর জগতে অসহায় অবস্থায় এসে ঐ জীর্ণ বক্ষে প্রথম আশ্রয় নিয়েছিলে, ঐ দীর্ণ বক্ষের উষ্ণ পীযূষ পান ক'রে তুমি পরিবর্দ্ধিত হয়েছিলে।

আবার বলি, স্মরণ থাকে যেন তুলসী, হও তুমি পরমহংস, হও তুমি মহাসাধক, তোমার পাঞ্চভৌতিক দেহের যাবতীয় উপাদান এমন কি তোমার ঐ পরমহংসত্ব, ঐ বৃদ্ধা ভিখারিণীর মলমূত্রে পরিপুষ্ট। দাও, শক্তি থাকে ঐ পুত্রশোকাতুরা অন্ধ উন্মাদিনীকে দূর দূর ক'রে এখান থেকে তাড়িয়ে দাও।

তুলসীদাস। মা—মা, ক্ষমা কর মা, সন্তানের অপরাধ ক্ষমা কর মা! আজ আমার পরম সৌভাগ্য—আজ আমার পরহংসত্বের পূর্ণ বিকাশ! তোমার চরণে যে গঙ্গা যমুনা বিরাজ কর্‌ছে, দাও মা, দয়া ক'রে একটু পদধূলিদানে আমাকে মুক্তির স্নান করিয়ে দাও। [পদধূলি গ্রহণ]

হুলসীদেবী। তুলসী—তুলসী, বুকে আয়! পদধূলি গ্রহণে তোর শান্তি হ'তে পারে, আমার তো হবে না। আমি যে বদ্ধ জীব, তুই আমার বুকে আয়। [বক্ষে গ্রহণ] আঃ—বাঁচলাম! বুকের হাড়গুলো শুকিয়ে শোলা হ'য়ে গিয়েছিল—একটু বুকে থাক্‌, সেগুলো একটু সজীব হোক্‌। বাবা তুলসী! আমি যে তোকে দেখ্‌তে পাচ্ছি নে; তুই কত বড়টী হয়েছিস্‌, তুই কেমনটী হয়েছিস্‌?

তুলসীদাস। মা! তুমি আমাকে দেখ্‌বে? কি করি মা, তুমি আমার আশীর্ব্বাদের পাত্রী নও যে আশীর্ব্বাদ কর্‌বো। প্রভু রামচন্দ্র! মা যে আমাকে চর্ম্মচক্ষে দেখ্‌তে চাচ্ছেন! কি করি প্রভু? তোমার ইচ্ছা না হ'লে যে কিছু হবে না দয়াময়!

মনুয়া। [নেপথ্যে] তোমার মায়ের চক্ষে রাম মন্ত্র জপ ক'রে দাও, এখনি উনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন।

তুলসীদাস। ধন্য প্রভু! দাসের প্রতি তোমার ধন্য দয়া! মা—মা! প্রভু রামচন্দ্রের চরণ চিন্তা কর, আমি তোমার চক্ষে সিদ্ধ রাম মন্ত্র জপ ক'রে দি। [তথাকরণ, হুলসীদেবীর চক্ষুলাভ]

সকলে। জয় সী‌তারামকী জয়, জয় সীতারামকী জয় !

তুলসীদেবী। কৈ—কৈ, তুলসী কৈ ? [তুলসীদাসকে দেখিয়া এঁ্যা—তোর এই অবস্থা হয়েছে ? এই দেখ্‌বার জন্য কি আমাকে চক্ষু দান কর্‌লি ? মায়ের চক্ষে ছেলের এ বেশ দেখার চেয়ে অন্ধ হ'য়ে থাকা সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ।

ভগীরথসিং। অমন কথা ব'লো না মা! প্রভুর এই বেশ দেখ্‌বার জন্য দূর-দূরান্তর হ'তে লক্ষ লক্ষ লোক ছুটে আস্‌ছে, এই নিষ্কাম বেশের মর্ম্ম বোঝ্‌বার জন্য আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে ওঁর চরণতলে বিকিয়ে আছি।

মধুসিং। পরমহংসজননী, কেন দুঃখিত হ'চ্ছেন ? আজ তেত্রিশ কোটী ভারতবাসীর মধ্যে আপনার মত ভাগ্যবতী কে মা ?

ভগীরথসিং। সত্যই মা, যমের দণ্ড যাঁর ইঙ্গিতে সঞ্চালিত হয়, শান্তির ঝরণা যাঁর চরণ ধুতে নেমে আসে, বনের বানর যাঁর প্রেমে মুগ্ধ, আপনি সেই মহাপুরুষের আকররূপিণী জননী, আপনার চরণ-দর্শন ক'রে আজ আমরা ধন্য হ'লাম।

তুলসীদাস। মা! এ অনিত্য সংসারে কিছুই কিছু নয় ; একমাত্র রামনাম জপ কর, তোমার সকল আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হবে। মোহন! অনেক বিলম্ব হ'য়ে যাচ্ছে, আমাকে আশ্রমে ফিরে যেতে হবে। কৈ—তোমার নবপরিণীতা পত্নীকে নিয়ে এস, আমি একটা আশীর্ব্বাদ ক'রে চ'লে যাই। আর আমার মাকে দেখো, সময় সময় এসে মায়ের চরণ দর্শন ক'রে যাবো। যাও ভাই, আর বিলম্ব ক'রো না।

[মোহনচাঁদের প্রস্থান।

কিষণলাল। আজ এখানে অবস্থান কর্‌লে হয় না ? এ যা কিছু দেখ্‌ছেন, সবই তো আপনার নামে উৎসর্গ করেছি প্রভু !

অবগুণ্ঠনবতী রত্নবতীকে লইয়া আশালতা ও মোহনচাঁদের প্রবেশ।

মোহনচাঁদ। এই এদিকে পরমহংসদেব দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তুমি ভক্তিভরে এঁকে প্রণাম কর।

[অবগুণ্ঠনবতী রত্নবতী তুলসীদাসের চরণে প্রণতা হইলেন]

তুলসীদাস। আশীর্ব্বাদ করি দেবি, তুমি পতি-আদরিণী হ'য়ে চির-সুখিনী হও।

আশালতা। বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ, আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে।

মোহনচাঁদ। [রত্নবতীর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া] বাক্‌সিদ্ধ মহা-পুরুষ! চিন্‌তে পেরেছ? এইবার আশীর্ব্বাদ সত্যে পরিণত কর।

তুলসীদাস। একি! রত্নবতী, তুমি? মোহনচাঁদের পত্নী মনে ক'রে তোমাকে পতি-আদরিণী হ'য়ে চিরসুখিনী হও ব'লে আশীর্ব্বাদ ক'রে ফেলেছি। কি সর্ব্বনাশ! মোহন! মোহন! এ প্রতারণা আমি সহ্য কর্‌বো না। তুমি ধূর্ত্ত—তুমি মিথ্যাবাদী—তুমি প্রবঞ্চক, তোমাকে আমি অভিশাপ দেবো,—এমন অভিশাপ দেবো, কামিনীকাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসীর সঙ্গে এমনভাবে প্রতারণা কর্‌তে আর কেউ না সাহস করে।

মোহনচাঁদ। পরমহংস! অভিশাপের ভয় দেখিও না মোহনচাঁদকে। তুমি যে বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ, অগ্রে নিজের বাক্য রক্ষা কর,—নিজে যে মিথ্যাবাদী নও, অগ্রে প্রমাণ কর। সতী-শিরোমণি পতিপরায়ণা বৌদিদির চ'খের জল ধীরে ধীরে মুছিয়ে দিয়ে অগ্রে আদর কর—যত্ন কর—চিরসুখিনী কর, তারপর আমায় অভিশাপ দিও। এমন অভিশাপ দিও, যেন কোটী জন্মকাল নরকের কীট হ'য়ে কিম্বা সংসারের আবর্জ্জনা হ'য়ে কিম্বা শ্মশানের শৃগাল কুকুর হ'য়ে কিম্বা

তোমার যা ইচ্ছা তাই হ'য়ে অহরহ অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকি। তথাপি আমি সেই তোমার প্রদত্ত নরকের মধ্য থেকে দেখ্‌তে পাবো, আমার বৌদিদি পতি-আদরিণী হ'য়ে চিরসুখিনী হয়েছে।

তুলসীদাস। উত্তম, তথাপি লোকশিক্ষার জন্য আমি তোমায় অভিশাপ দেবো।

গঙ্গারাম। গুরুদেব! গুরুদেব! আপনার চরণে ধরি, শান্ত হোন; আপনি যোগী, আপনি মহাপুরুষ, আপনি পরমহংস, ক্রোধ সম্বরণ করুন।

তুলসীদাস। জানি গঙ্গারাম, এই মুহূর্ত্তেই আমার পতন হয়েছে। আমার পরমহংসত্ব লোপ পেয়েছে, আমি বুঝ্‌তে পেরেও হৃদয়বেগ সম্বরণ করতে পার্‌ছি নে। আমি লোকশিক্ষার জন্য মোহনচাঁদকে অভিশাপ দেবো, তারপর আমার চির-অভ্যস্ত প্রাণায়ামের দ্বারা এই মুহূর্ত্তেই এই জড় দেহ ত্যাগ কর্‌বো।

মনুয়া। [নেপথ্যে] ভক্ত রে! চিত্ত শুদ্ধি কর, সংসারে ফিরে যাও। সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ—সাধ্বী পত্নীর সঙ্গে মহর্ষি বাল্মিকীর মত আবার আমার পবিত্র রামচরিত্র ভারতের ঘরে ঘরে প্রচার কর।

তুলসীদাস। প্রভু! প্রভু! এই কি তোমার ইচ্ছা?

মনুয়া। [নেপথ্যে] আমার ইচ্ছা ব'লে কোন ইচ্ছা নাই, পরম ভক্ত মোহনচাঁদের ইচ্ছাই এখানে আমার ইচ্ছা। ঐ দেখ বৎসগণ! মহাশূন্যে তোমাদের চির-আরাধ্য রামসীতার শান্তিময়ী মূর্ত্তি প্রাণ ভ'রে অবলোকন ক'রে চিরশান্তি লাভ কর। ক্ষণেকের জন্য তোমাদের মানস-চক্ষু প্রদান কর্‌লাম।

[শূন্যে রামসীতা মূর্ত্তির আবির্ভাব]

সকলে। নমো রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥

রামদাস। আহা! প্রভু, কলিযুগে এই পরমানন্দ লাভ করতে পাবো ব'লে আমি বাবাজী সেজে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। তৃপ্তোঽস্মি—তৃপ্তোঽস্মি—তৃপ্তোঽস্মি।

সকলে।—

গীত।

তোর য্যায়সা রাম পর, তোম্‌সে ত্যায়সা রাম।
ডাহিনে যাও তো ডাহিনে যায়, বামে যাও তো বাম॥
দুখ পাওয়ে তো হরি ভজে, সুখে না ভজে কোই।
সুখমে যো হরি ভজে, দুখ কাঁহাসে হোই॥
সদগুরু পাওয়ে, ভেদ বাতাওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ।
তব্ কয়লাকি ময়লা ছোটে, যব্ আগ্ করে পরবেশ॥

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা।

সমাপ্ত